Dushtu Dushto cheler Dol
by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

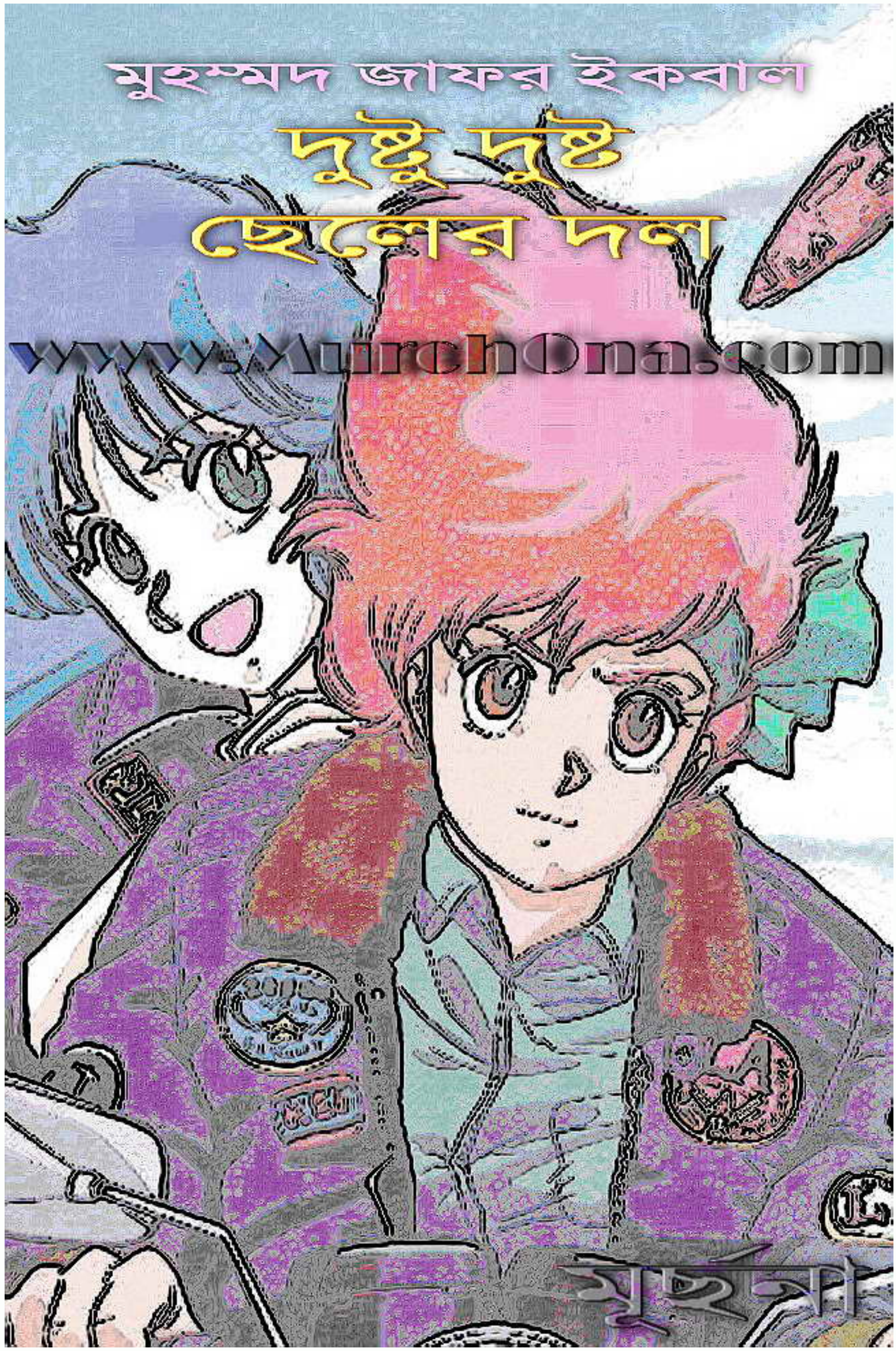
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
দুষ্টু দুষ্ট
ছেলের দল
www.MurchOna.com
মূর্চনা

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

পেয়ারা গাছের বিভিন্ন ডালে যে ছয়জন ছেলে বসে আছে তারা সবাই এ পাড়ার ছেলে নয়। সবচেয়ে উপরে যে ঝুলে আছে সে সূত্রাপুর থেকে এসেছে। তার নাম আরিফ কিন্তু সবাই তাকে আরিফারিফ বলে ডাকে। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলে আরিফের একটু তোতলামো এসে যায় তাই কবে নিজের নাম আরিফ বলতে গিয়ে আরিফারিফ বলে ফেলেছিল, সেই থেকে তার নাম আরিফারিফ হয়ে গেছে। আরিফ কখনো স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না, তাই গাছে উঠেও ক্রমাগত নড়াচড়া করছে। কখনো দু'পায়ে একটা ডাল ধরে মাথা নিচু করে ঝুলে আছে, কখনো নখ দিয়ে গাছের ছাল তুলে ফেলছে, কখনো একটা কাঠ-পিপড়ে হাতের তালুতে নিয়ে সেটাকে ত্যক্ত বিরক্ত করে সময় কাটাচ্ছে। ছেলেটি এমনিতে চুপচাপ, একা থাকলে নিজের মনে কথা বলতে দেখা যায়। প্রথম প্রথম সেটা নিয়ে সবাই অবাক হতো, আজকাল আর হয় না।

গাছের মাঝামাঝি যে দুজন বসে আছে তার মাঝে একজনের চোখে চশমা, সে হচ্ছে টিপু। তাকে শুধু ছেলেরা নয়, স্কুলের স্যারেরাও ডাকেন সাইন্টিস। শব্দটা এক সময় সায়েন্টিস্ট ছিল, দীর্ঘদিন ব্যবহারে ছোট হয়ে আসছে। সে এই এলাকার ছেলে, তাদের পাড়ার যে কোন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে, টিপুর ল্যাবরেটরীর মতো ল্যাবরেটরী পাওয়া কঠিন। তাদের বাসার পুরানো রান্নাঘরের ঝুল কালি পরিষ্কার করে সেখানে এটি বসানো হয়েছে। সেখানে গাড়ির পুরানো টায়ার থেকে শুরু করে একটা গরুর মাথার খুলি পর্যন্ত আছে। সবসময়ই সে কিছু না কিছু আবিষ্কার করছে, গত সপ্তাহেই সে গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে লিটমাস পেপার তৈরি করেছে। শক্ত এসিড না হলে সেটা ভাল কাজ করে না কিন্তু তবু তো আবিষ্কার! টিপুর রকেট আবিষ্কারের কথা অনেকেই জানে, তার রকেটটা উপরের দিকে না উঠে কেন নিচেই ঘুরতে শুরু করেছিল সেটা এখনো কেউ জানে না, তখন রকেট থেকে জান নিয়ে পালাতে গিয়ে টিপুর মাথা ফেটে গিয়েছিল। টিপুর আব্বা তখন তার পুরো ল্যাবরেটরী নালায় ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, অনেক কষ্টে রক্ষা

www.MurchOna.com suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হয়েছে। সেই থেকে টিপু আর রকেট বা বোমা জাতীয় জিনিসের উপর গবেষণা করতে পারে না।

টিপুর পাশে যে বসে আছে তার নাম কণা। ছোটখাট গাট্টাগোট্টা ছেলে। ফুটবল খেলার সময় সে হাফ ব্যাকে খেলে, কার সাধ্যি আছে তাকে কাটিয়ে বল নিয়ে যায়? সাইজে ছোট বলে সবাই ওকে কনকনে বলে ডাকতে চায়, কিন্তু একবার ডেকে দেখলে হয়, উঠে এসে মাথায় এমন গাট্টা মারে যে কেউ আর দ্বিতীয়বার ডাকার উৎসাহ পায় না। অনেক ভিড়ে দূর থেকে কিংবা ক্লাসে স্যার এসে পড়ার পর ফিসফিস করে ডাকা যায় কিন্তু কণা সেটাও মনে করে রাখে। পরে যতবার ওকে কনকনে ডাকা হয়েছে ততবার গাট্টা মেরে শোধ নিয়ে যায়। সবাই টিপুকে অনেকদিন থেকে বলছে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করার জন্যে যেটা ক্রমাগত 'কনকনে কনকনে' করে ডাকতে থাকবে। টিপুর বেশি উৎসাহ নেই। জিনিসটা আবিষ্কার করা কঠিন, তাছাড়া আবিষ্কার করার পর আবিষ্কারকেরই সবগুলি গাট্টা খাওয়ার ভয় আছে।

কণার পায়ের কাছে বসে আছে ফজলু। ফজলু সব সময়েই হাসছে! কণা দাবি করে হাসতে হাসতে ফজলুর মুখের কাটা নাকি ধীরে ধীরে বড় হয়ে যাচ্ছে। আজকাল ফজলু হাসলে নাকি ওর আক্কেল দাঁত পর্যন্ত দেখা যায়, আগে নাকি দেখা যেতো না। সব কিছু নিয়েই ওর হাসি, একদিন ব্যাকরণ স্যারের মার খেয়ে সে কী খিলখিল করে হাসি! স্যার রাগলে নাকি একটা দাঁত বের হয়ে এসে স্যারকে বাদুরের মত দেখায়। ফজলু কাছে থাকলে তাই অন্য সবাইও সবসময়ে হাসতে থাকে। হাসির মত সংক্রামক জিনিস আর কি আছে?

ফজলুর পাশে বসে আছে মাসুদ, ওকে দেখলেই বোঝা যায় ও হচ্ছে ভাল ছেলে। সাধারণত ও এদের সাথে থাকে না। ভাল ছেলেদের যে সব জিনিস করার কথা সেগুলি করলে এদের সাথে থাকা সম্ভবও নয়। আজ দুপুরে টিপুর কাছ থেকে একটা বই নিতে এসে আটকে গেছে, চলে যাবার জন্যে উশখুশ করেছিল কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। মাসুদের মাথার চুল পরিপাটি, গায়ের শার্টের সব কয়টা বোতাম আছে, হাতে পায়ে মাটি নেই, পায়ে সবসময়ই জুতো না হয় সেণ্ডেল রয়েছে। গাছে ওঠার সময় জুতো খুলে গাছের নিচে রেখেছিল, সবাই তখন উপর থেকে জুতোর ভিতরে থুথু ফেলার চেষ্টা করেছিল বলে এখন দূরে সরিয়ে রেখেছে। মাসুদ পড়াশোনাতে খুব ভাল, প্রত্যেকবার পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়। শুধু যে মাসুদ পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয় তাই নয়, ওর বড় ভাই মাহমুদ, ক্লাস টেনে পড়ে, সেও পরীক্ষাতে সবসময়ই ফার্স্ট হয়ে এসেছে। ফজলু বলে, মাসুদের বাসার বিড়ালটাকে যদি কোনভাবে একটা ক্লাসে ভর্তি করে দেয়া যেতো তাহলে সেটাও নাকি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতো। পড়াশোনাতে এত ভাল হলেও মাসুদ আর কোন কাজে আসে না। ফুটবল খেলায় যখন মারামারি হয়, সে কখনো হাত লাগায় না। ক্লাসে গণ্ডগোল করলে সে সবসময়ই নাম লিখে স্যারকে দেয়, ফার্স্ট বয় বলে স্যারেরা বরাবর ওকে ক্লাস কেপ্টেন বানিয়ে রাখেন। যখন মাঝে মাঝে ওরা শ্মশানে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

মড়া পোড়ানো দেখতে যায়, ও কখনো ওদের সাথে যায় না। শুধু তাই নয়, এত বড় হয়েছে কিন্তু এখনো একটাও ডিটেকটিভ বই পড়েনি। ওসব নাকি বাজে বই, আর বাজে বই পড়লে নাকি ছেলেরা খারাপ হয়ে যায়। এই যে সামনের সপ্তাহে স্কুল খুলে যাচ্ছে, সবার এত মন খারাপ, তার মাঝে শুধু মাসুদই মনে মনে খুশি। বাইরে সেটা প্রকাশ করে না, তাহলে অন্যেরা হয়তো ঘেন্নায় তার সাথে আর কথাই বলবে না।

সবচেয়ে নিচে গাছের সবচেয়ে আরামদায়ক জায়গাটাতে পা ভাঁজ করে বসে আছে বিলু। বিলু হচ্ছে মাসুদের ঠিক উল্টো। জীবনে কখনো জুতো পরেছে কিনা সন্দেহ। শার্টের বুক পকেট সবসময়ই আধখানা ছিঁড়ে ঝুলে আছে—হাতাহাতি করার সময় সবচেয়ে আগে ওটা ছিঁড়ে যায়। ওর দুই হাঁটুতে সব সময়ে ছাল উঠে আছে। আছাড় খেয়ে খেয়ে সেটা কখনো ভাল হয় না। পড়াশোনাতে ওর মোটেই মন নেই। কোন্ বাদশাহ কবে কোথায় রাজত্ব করেছে সেটা জেনে কি লাভ সেটা কেউ ওকে বোঝাতে পারবে না। আর সব কাজে তার কোন তুলনা নেই। ফুটবল খেলার সময় ওর পা থেকে বল নেবে কার সাধ্য? বাড়ি থেকে পালিয়ে লাশকাটা ঘরে যাওয়া বা ডিসির বাড়ি থেকে বিলিতি কুকুরের বাচ্চা চুরি করার কথা বিলু না হলে ওরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। এত সব কাজকর্মের জন্যে তার ভোগান্তি কম না, সবসময়েই তার বিরুদ্ধে এখান থেকে সেখান থেকে নালিশ আসছে। স্কুলে স্যারেরা, বাসায় বাবা-মা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে আছেন। পড়াশোনায় মন দিলেও হতো, এক রাতে সে তিনটা ডিটেকটিভ বই শেষ করে ফেলবে কিন্তু কিছুতেই দুই পৃষ্ঠা ইতিহাস পড়তে চাইবে না।

দলের যে ছেলেটি অনুপস্থিত সে হচ্ছে জীবনময়। একটু মোটাসোটা বলে সে অল্প গরমেই কাবু হয়ে যায়, তাই গ্রীষ্মের দুপুরে সহজে বের হতে চায় না। গরমের ছুটিতে দিবানিদ্রা দিয়ে তার অভ্যাসও খারাপ হয়ে গেছে। আজকাল দুপুরে খাবার পরপরই তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। জীবনময় ব্যক্তিগত জীবনে কবি, আজকাল বড়দের কাগজে "কাল ভৈরবী" ছদ্মনামে কবিতা পাঠাচ্ছে। সে সব কবিতার বিষয়বস্তু এমন গুরুতর যে বড়রা যদি টের পায় এগুলি জীবনময় লিখেছে তাহলে শক্ত পিটুনি খাওয়ার আশংকা আছে। সবাই জানে, কবি মানুষেরা পিটুনি খেতে পছন্দ করে না, তাই এই ছদ্মনামের ব্যবস্থা।

গাছের ডালে অনেকক্ষণ বসে থেকে ওরা এখন একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বিলুর ইচ্ছা এখন একটু ঘুরে আসে। কোথায় যাওয়া যায় সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ফজলু বলল, চল জীবনময়ের বাসায় যাই, এখন ও ভুঁড়িতে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে, খোঁচা মেরে জাগিয়ে দিই। জিনিসটা কল্পনা করেই তার হাসি থামতে চায় না।

মাসুদ ভয়ে ভয়ে বলল, সে তো অনেক দূর! এই রোদে—

ওরা সবাই কম বেশি চোখ পাকিয়ে মাসুদের দিকে তাকায়। রোদে ঘোরাঘুরি করা যে খারাপ সেটা বড়দের মুখে মানায়, ছোটরা এগুলি নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

বিলু বলল, রোদই তো ভাল, পড়িস নি রোদে ভিটামিন বি থাকে?

www.MurchOna.com

ভিটামিন ডি। টিপু শুধরে দেয়, "সাইন্টিস" মানুষ সে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভুল সহ্য করতে পারে না।

ঐ একই কথা, বি আর ডি-তে তফাৎ কি?

তফাৎ নেই? ফজলু দাঁত বের করে বলল, তাহলে এখন থেকে তোকে বিলু না বলে ডিলু বলে ডাকি? এই ডিলু—এই ডিলু—

সবাই মিলে চেঁচামিচি করে গাছ থেকে নামতে থাকে। ফজলুর দেখাদেখি অন্যেরাও বিলুর কানের কাছে মুখ এনে ডিলু ডিলু করে চেঁচাতে থাকে। কিন্তু বিলু কণার মত ক্ষেপে গাট্টা মারার চেষ্টা না করে নিজেও চেঁচাতে থাকে বলে খানিকক্ষণের মাঝেই সবাই ব্যাপারটা ভুলে যায়।

ওরা দল বেঁধে যাচ্ছে, সবার থেকে একটু পিছনে আরিফ। ও সবসময়েই এরকম, দলের ভিতর থেকেও দলছাড়া, ওর হাতে একটা ছোট লাঠি, সেটা ঘুরাতে ঘুরাতে যাচ্ছে। হঠাৎ কি মনে পড়ায় এগিয়ে এসে বলল, মানুষকে সালাম দিলে ক-কয় নেকী জানিস?

ওকে ঠাট্টা করে ফজলু বলল, ক-কয় নেকী?

আরিফ তার তোতলামো নিয়ে ঠাট্টা তামাশায় কখনো কিছু মনে করে না। তাই না ক্ষেপে গম্ভীর গলায় বলল, বিশ নেকী।

তুই কিভাবে জানিস?

আমাদের বা-বাসার পিছনে মাইকে ওয়াজ হয়, সেখানে মৌলভী সাহেব বলেছেন।

ফজলুর সবকিছুতেই ঠাট্টা, এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। এক নিঃশ্বাসে সবাইকে সালাম দিয়ে বুক ঠুকে বলল, আমার পাঁচ কুড়ি একশ নেকী হয়ে গেল! কত নেকী হলে বেহেশতে যাওয়া যায় রে?

আরিফ সেটা বলতে পারল না। ওয়াজে বলা হয় নি। ফজলুর বুদ্ধিটা অবশ্যি খারাপ না, একবার সংখ্যাটা জেনে নিলে শুধু মানুষকে সালাম দিয়েই বেহেশতে যাওয়া যেতো, কষ্ট করে আর নামাজ রোজা করতে হত না।

রাস্তার উল্টো পাশ দিয়ে একটা লোক আসছিল। বিলু হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে তাকে সালাম ঠুকে দিল। বয়স্ক লোকটি তার সালামের উত্তর দিতেই সে হাসিমুখে ফিরে এসে বুকে থাবা দিয়ে বলল, আমারও বিশ নেকী।

বিলুর দেখাদেখি কণাও একজন লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ভদ্রভাবে সালাম দিল। লোকটি সালামের উত্তর দিতেই সেও একগাল হেসে বলল, আমারও বিশ নেকী। কিছুক্ষণের মাঝেই এটা খেলার মত হয়ে যায়। সবাই ছুটে ছুটে লোকজনকে সালাম দিতে থাকে। দূরে কাউকে দেখলেই সবাই ছুটে যেতে লাগল কার আগে কে গিয়ে সালাম দিতে পারবে। মাসুদ ছোটাছুটিতে অভ্যস্ত নয়, অচেনা লোককে নেকীর লোভে সালাম দেয়ার সাহসও নেই, তবু কি মনে করে একজনকে সালাম করে বসে। লোকটি ভদ্রভাবে তার সালামের উত্তর দিতেই তার খুশি কে দেখে! ছেলেমানুষের

www.MurchOna.com

মতো চেঁচাতে লাগল, আমারও বিশ নেকী! আমারও বিশ নেকী!!

কতক্ষণ এই খেলা চলত কে জানে, কিন্তু হঠাৎ একটা ঝামেলা হয়ে গেল। যাকে নিয়ে ঝামেলা সেই লোকটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই সে এরকম ঝামেলার মানুষ। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ভদ্রলোকের মত হেঁটে আসছিল। ওরা প্রাণপণে ছুটে গিয়ে প্রায় একসাথে সবাই চিৎকার করে উঠল—সালামালেকুম।

লোকটি উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কথাটা আসলে আসসালামু আলাইকুম। বল, আসসালামু আলাইকুম।

ওরা থতমত খেয়ে বিড়বিড় করে বলল, আসসালামু আলাইকুম।

ওয়ালাইকুমুস সালাম। এবারে বল ব্যাপারটা কি?

বিলু ঢোক গিলে বলল, কিসের ব্যাপার?

এভাবে ছুটে এসে চিৎকার করে সালাম দিচ্ছ কেন?

মাসুদ পিছনে, এবারে ভাণ করল যেন সে ওদের সাথে আসেনি, পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। ফজলু একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলল, সালাম দেয়া কি খারাপ নাকি? সবাই তো দেয়।

হ্যাঁ, একজন যখন আরেকজনকে চেনে বা সম্মান দেখাতে যায় তখন দেয়, এভাবে দৌড়ে এসে হালুম করে দেয় না!

বিলু মুখ শক্ত করে বলল, আমরা দিই।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন দাও? আর দিয়ো না। যাও। এখন বাড়ি যাও।

আমরা বাড়ি যাচ্ছি না।

ঠিক আছে, যেখানে যাচ্ছ সেখানে যাও।

ওরা মুখ কাল করে হেঁটে যেতে থাকে। লোকটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, শোন, জিলা স্কুলটা কোথায় জান?

বিলু মুখ গম্ভীর বলল, স্কুল এখন বন্ধ।

জানি, অফিস খোলা থাকার কথা। স্কুলটা কোথায় জান?

বিলুর মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি খেলে যায়, বলে, সোজা হেঁটে যান, ঐ মোড়ে ডান দিকে গেলে বড় ঘেরাও করা জায়গাটা জিলা স্কুল।

লোকটা কিছু না বুঝে ভাল মানুষের মত সেদিকে হাঁটতে থাকে, কিন্তু অন্য সবাই বুঝল, বিলু লোকটাকে কোথায় পাঠাচ্ছে। ওখানে ঘোড়ার আস্তাবল, গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। স্কুল একেবারে উল্টো দিকে।

লোকটা চোখের আড়াল হয়ে যেতেই ওরা হো হো করে হাসতে থাকে। ভিতরে ভিতরে যে একটু খারাপ লাগছিল না তা নয়, কিন্তু দল বেঁধে থাকলে অপরাধবোধটা কেমন করে জানি ভাগাভাগি করে কমে যায়।

মাসুদ এসে জিজ্ঞেস করে, কি বলল লোকটা তোমাদের?

ফজলু বলল, তোমাদের সাথে ঐ ভীতু ছেলেটা চলে গেল কেন তোমাদের ছেড়ে?

www.MurchOna.com

ওর কি বাথরুম পেয়েছে?

যাহ্!

বিশ্বাস করলি না? তুই সবাইকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ। ফজলু অন্যদের সাক্ষী মানে, সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়। মাসুদ তবু একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে থাকে কি হয়েছে ব্যাপারটা জানার জন্যে, কিন্তু কেউ আর ওকে পাত্তা দেয় না। ঝামেলার সময় যে দল ছেড়ে চলে যায় তার জন্য আবার কিসের দরদ? ওরা নিজেরা আলোচনা করে নিঃসন্দেহ হয়ে নেয় যে লোকটিকে আস্তাবলে পাঠিয়ে তারা ঠিক কাজই করেছে। যে লোকের সাধারণ একটা সালামের উত্তর দেয়ার ভদ্রতা নেই তাকে এভাবেই শিক্ষা দেয়া উচিত।

স্কুল খোলার পর প্রথম দিনটা সবচেয়ে খারাপ, যাদের পড়াশোনায় বেশি মন নেই তাদের জন্যে আরো বেশি। প্রত্যেক ঘণ্টায় যেন কষ্টের এক-একটা নতুন খাতা খোলা হয়। টিফিনের ঠিক আগের ঘণ্টায় অংক ক্লাস, বিলুর সবচেয়ে খারাপ লাগে এই ক্লাসটা। শুষ্ক পাটিগণিত, কচমচে এলজেব্রা আর জ্যামিতির অর্থহীন দাগ টানাটানি খেলা। অংক স্যার মানুষটাও এমন নীরস মানুষ যে সময় আর কিছুতেই কাটতে চায় না। শুনছিল অংক স্যার এসিস্টেন্ট হেডমাস্টার হয়ে বদলী হয়ে যাবেন। আহা, সত্যি যদি তাই হতো!

ছেলেরা এই বয়সে যতটুকু ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব ততটুকু ধৈর্য ধরে বসে আছে। মাসুদ স্যারের টেবিলে হেলান দিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ক্লাসে কেউ গণ্ডগোল করছে কি না। ক্লাশ কেপ্টেনের দায়িত্ব এটা। ইতিমধ্যে দু তিনজনের নাম উঠে গেছে খাতায়, ফজলুর নাম সবার আগে। বিলুর মনমরা ভাব বলে আজ কিছুতেই উৎসাহ নেই, তাই এখনো তার নাম ওঠে নি। মাসুদ চোখে চোখ রাখছে, একবার মুখ খুললেই নাম লিখে ফেলবে।

হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠল বিলু, ক্লাসে ঢুকছে সেই লোকটা যাকে ভুল রাস্তা দেখিয়ে সে আস্তাবলে পাঠিয়েছিল। এই কি তাদের নতুন অংক স্যার? কি সর্বনাশ! সামনের ছেলেটির আড়ালে তাড়াতাড়ি নিজেকে ঢেকে ফেলল বিলু। আড়চোখে দেখার চেষ্টা করল অন্যদের। ফজলুর মুখ হাঁ হয়ে আছে, টিপু মাথা নিচু করে ফেলেছে, ভয়ে সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। আরিফের মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কি একটা জানি চিবুচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, ভয় পেলে ও যা করে। কণাকে দেখা যাচ্ছে না, মাথা নিচু করে আছে কোথাও। মাসুদ শুধু শান্তভাবে বসে আছে, মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি, যার অর্থ দেখলে-তো-আমি-কত-বুদ্ধিমান-কেমন-বেঁচে-গেলাম-সর্বনাশ-থেকে!!

নতুন অংক স্যার চেয়ারে না বসে ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। ছেলেদের

www.MurchOna.com

লক্ষ্য করতে করতে হাসিমুখে বললেন, আমি তোমাদের নতুন অংক স্যার। অংক, এলজেব্রা আর জ্যামিতি পড়াব। অংক ভাল লাগে তোমাদের? ছেলেদের উপরে চোখ বুলিয়ে আনতে আনতে হঠাৎ বিলুর উপরে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল, কি যেন মনে করার চেষ্টা করছেন।

বিলু প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে নিজেকে আড়াল করে ফেলতে, কিন্তু আর সম্ভব নয়। স্যারের চোখ হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেছে, চিৎকার করে বললেন, এই যে, এই যে ছেলে, দাঁড়াও।

বিলুর পায়ে জোর নেই, তবু সে কোনমতে দাঁড়ায়।

চিনেছ আমাকে?

বিলু উত্তর না দিয়ে চোখ নামিয়ে ফেলে।

হালুম করে এসে সালাম দিলে আমাকে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিলা স্কুলটা কোথায়, আমাকে আস্তাবলটা দেখিয়ে দিলে?

বিলু মাথা নিচু করে ফেলে। লজ্জায় অপমানে ওর মুখ লাল হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

তোমার দলের অন্যেরা কই? স্যার খুঁজতে থাকেন, বেশি খুঁজতে হল না, মাসুদ ছাড়া একে একে সবাই বেরিয়ে পড়ল। স্যার যে সবার চেহারা মনে রেখেছেন তা নয়। ভিতরে দুর্বলতা ছিল, স্যারের চোখে চোখ পড়তেই ধরা পড়ে গেছে, তাই নিজেরাই উঠে দাঁড়িয়েছে।

এবারে বল, তোমাদের কি বলার আছে? স্যারের মুখ গম্ভীর হয়ে আসে, সারা ক্লাস হঠাৎ একেবারে শীতল হয়ে যায়, ক্লাসে কেমন একটা থমথমে ভাব নেমে আসে।

বল, তোমাদের কি বলার আছে? স্যার ধমকে উঠলেন।

ওদের কিছু বলার নেই, তাই সবাই মাথা নিচু করে থাকে। ফজলু অনেক ভেবে চিন্তে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়ে, জীবনে আর এরকম ভুল করবে না, এধরনের একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিছু একটা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কি বলবে মনে মনে ঠিক করে নিয়ে সে স্যারের দিকে তাকায়, তাকিয়ে হতবাক হয়ে যায়! স্যার অনেকক্ষণ থেকে হাসি চেপে মুখ গম্ভীর করে রাখার চেষ্টা করে আছেন কিন্তু এখন তাঁর গাম্ভীর্য ভেদ করে হাসি বেরিয়ে আসছে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ হো হো করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন, কিছুতেই তার হাসি আর থামতে চায় না।

হাসি একটা সংক্রামক জিনিস। স্যারের হাসি দেখে ক্লাসের ছেলেরাও একটু একটু করে হাসতে থাকে, ধীরে ধীরে অপরাধী পাঁচজনের মুখেও হাসি ফুটে উঠে। ফজলুর তো কথাই নেই, হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে পড়ে। নিজেকে সামলানোর জন্যে সে পাশে বসে থাকা জীবনময়ের পিঠে প্রচণ্ড এক কিল মেরে বসে। জীবনময়

www.MurchOna.com

কবি মানুষ, কিল-ঘুষি খেয়ে অভ্যাস নেই, ফজলুর উপর মহা চটে ওর কাছে থেকে সরে যায়।

স্যার কোনমতে হাসি থামিয়ে বললেন, বুঝলি তোরা, আমি নতুন এসেছি, কিছু চিনি না। রাস্তায় এদের সাথে দেখা হল, জিজ্ঞেস করলাম, জিলা স্কুলটা কোথায়? এরা রাস্তা বলে দিল। গিয়ে দেখি একটা আস্তাবল, সারি সারি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবলাম, হায় খোদা! এই বুঝি স্কুল? এরা বুঝি আমার ছাত্র? গন্ধে তো কাছে যাওয়া যায় না!

হাসির চোটে স্যারের কথা বন্ধ হয়ে গেল, ক্লাসের অন্যরাও হো হো করে হেসে ওঠে। খুশির চোটে ফজলু আবার জীবনময়ের ঘাড়ে একটা কিল বস্যানোর চেষ্টা করে কিন্তু সময়মত সরে গিয়ে জীবনময় কোনমতে নিজেকে রক্ষা করল।

স্যার নিজেকে একটু সামলানোর চেষ্টা করে বললেন, এবার তোরা বল, এদের কি শাস্তি দেওয়া যায়?

এতক্ষণে সবাই বুঝে গেছে এই স্যার একজন মহা ভালমানুষ, কারো আর কোনো ভয় নেই। ফজলুর আনন্দ হল সবচেয়ে বেশি, সে কোনমতে হাসি থামিয়ে বলল, চামড়া ছিলে নুন মাখিয়ে দেন, স্যার।

স্যার এগিয়ে এসে ফজলুর কান ধরে বললেন, তবে রে হতভাগা ছেলে, এখনো তোর বুদ্ধি দেবার সাহস আছে? ঠিক আছে, এবার তাহলে তোকে দিয়েই শুরু করা যাক। কারো কাছে একটা চাকু আছে নাকি?

ক্লাসে একটা হাসির রোল পড়ে যায়। স্যার ফজলুর কান ধরে আছেন, ফজলু সেই অবস্থায় হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দৃশ্যটা দেখে কারো পক্ষে হাসি আটকে রাখা সম্ভব না। ক্লাসের সবার স্যারকে এতো ভাল লেগে গেল যে বলার নয়, বিশেষ করে বিলুর, এরকম স্যার একজন দুজন থাকলেই তো স্কুলটা এত কষ্টের জায়গা হয় না। মাসুদ শুধু একটু মনমরা হয়ে বসে থাকে, সেদিন সে যদি দল ছেড়ে সরে না যেতো তাহলে তো সেও এখন সবার সাথে প্রাণ খুলে হাসতে পারত!

কয়েকদিনের ভিতরেই সবাই আবিষ্কার করল ওরা স্যারকে যত ভাল ভেবেছিল স্যার তার থেকেও অনেক বেশি ভাল। ক্লাসে এসে অংক পড়িয়ে যান কিন্তু কখনো কারো মনেই হয় না ওরা পড়াশোনা করছে! কারো যদি পড়তে ইচ্ছা না করে স্যার সাথে সাথেই বই বন্ধ করে গল্প শুরু করে দেন। স্যারকে অবশ্যি কথা দিতে হয় নিজেরা পড়ে নেবে বা পরের দিন একটু বেশি সময় পড়বে। ছেলেরা চেষ্টা করে কথা রাখতে। এরকম একজন মানুষকে ফাঁকি দেয় কিভাবে? এক সপ্তাহের ভিতর স্যার সবাইকে চিনে গেলেন, কার নাম কি, কে কোথায় থাকে, কি করে, কি ভাল লাগে সব স্যারের জানা হয়ে গেল।

স্যার স্কুল লাইব্রেরীটাকে ঠিক করলেন। বই নেয়া মহা ঝামেলার ব্যাপার ছিল।

www.MurchOna.com

স্যার সেই নিয়ম পাল্টে পুরো ব্যাপারটি পানির মতো সহজ করে দিলেন। লাইব্রেরীতে ছেলেদের বসে পড়াশোনা করার জায়গা করে দেয়া হল। ছেলেরা অবাক হয়ে দেখল, ভারী পুরানো মোটা মোটা জ্ঞানের বই ছাড়াও লাইব্রেরীতে নতুন নতুন বই আসছে, ডিটেকটিভ বই পর্যন্ত! স্কুলের ফুটবল টিম কোনদিন আন্তঃজিলা খেলায় সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে পারেনি। স্যার ক্লাসে ক্লাসে খোঁজ নিয়ে ভাল খেলোয়াড়দের আলাদা করে নিয়ে প্রচণ্ড প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। স্যার নাকি ভোররাতে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেন, তাদের সকালে উঠে দৌড়াতে হয়, তাহলে নাকি খেলতে কখনো দম ফুরিয়ে যাবে না। বিকালে পাক্কা দুই ঘণ্টা খেলতে হয়। স্যার নিজে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। এবারে নাকি ফাইনালে না উঠে থামবেন না। কয়দিনের মাঝেই নাকি বার্ষিক নাটক হবে। এখন থেকে তার প্রস্তুতি চলছে। তার মাঝে একদিন বিজ্ঞান মেলার চিঠি এল, প্রতি বছরই আসে, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটা কখনো আর ছেলেদের সামনে এনে হাজির করেন না। বাচ্চা ছেলেরা ঢাকায় গিয়ে কোথায় থাকবে, কি করবে, খামাখা সময় নষ্ট। এবারে আর সেটি হবার উপায় নেই। স্যার মহা হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন। সারা স্কুলে খবর ছড়িয়ে গেল স্কুল থেকে দুজনকে ঢাকায় বিজ্ঞান মেলায় পাঠানো হবে। কিন্তু কোন্ দুইজন?

ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ গেল যারা বিজ্ঞান মেলায় যেতে চায় তারা কি তৈরি করবে সেটা লিখে আনতে। কয়েকজন স্যার সেগুলি পড়ে ঠিক করবেন কোন্ দুজনেরটা সবচেয়ে ভাল। তাদেরকে সেটা তৈরি করতে সাহায্য করা হবে। সব কিছু শুনে টিপুর মন খারাপ হয়ে গেল। তার মাথায় সব সময়েই নতুন নতুন জিনিস খেলে যাচ্ছে কিন্তু সেটা সে লিখবে কেমন করে? সে যে কিছুই গুছিয়ে লিখতে পারে না। আর সারা ক্লাসের ভিতর যদি প্রতিযোগিতা হয় সে কি আর টিকবে? উঁচু ক্লাসের ছেলেরা কত কি জানে! সমস্যা হলেই স্যারকে বলা সবার অভ্যাস হয়ে গেছে। কাজেই অংক ক্লাসে টিপু স্যারকে তার সমস্যাটা খুলে বলল।

স্যার শুনে ভুরু কুঁচকালেন। তুই বলছিস তুই কি বানাবি সেটা জানিস, কিন্তু সেটা লিখতে পারবি না?

টিপু মাথা চুলকে বলল, আসলে কি বানাবো সেটাও ঠিক করতে পারছি না।

মানে?

একবার মনে হয় একটি টেলিস্কোপ বানাই, আবার মনে হয় একটা ক্রিস্টাল রেডিও।

কিন্তু কোন্টা বানাবি?

ঠিক করতে পারছি না স্যার কোনটা ভাল হবে।

স্যার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোর যে বয়স তুই এগুলির যেটাই বানাবি সেটাই খুব ভাল জিনিস হবে। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানিস?

কি স্যার?

www.MurchOna.com

আমার মনে হয় তোর এমন একটা জিনিস বানানো উচিত যেটা কেউ আগে বানায়নি, যাকে বলে একটা সত্যি আবিষ্কার।

টিপু মাথা চুলকায়। সত্যি আবিষ্কার কি সহজ জিনিস? সবই তো আবিষ্কার হয়ে গেছে! ফজলু পিছন থেকে বলল, তোর ব্যাঙের তেলটা বানাবি নাকি?

টিপু ইশারা করে ওকে চেপে যেতে বলল, কিন্তু স্যার শুনে ফেললেন। ব্যাঙের তেল? সেটা কি জিনিস?

টিপুকে বলতেই হয়, দুটো কুনো ব্যাঙ খেঁতলে একবার খানিকটা তেল বের করেছিল। কি কাজে লাগবে বুঝতে পারেনি দেখে সেটা কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। ফজলুর ধারণা, পায়ে মেখে নিলে ভাল হাইজাম্প দেয়া যাবে কিন্তু তেলটির এমন বিদঘুটে গন্ধ যে কেউ পায়ে মাখতে রাজি হয়নি!

স্যার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক যে কি ভয়ানক জিনিস বুঝতে খানিকক্ষণ সময় লাগে তাঁর। হেসে ফেলে ব্যাপারটির গুরুত্ব হালকা করে দিলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, যদি দেখাতে পারিস সত্যি সত্যি পায়ে ব্যাঙের তেল মেখে নিলে ভাল হাইজাম্প দেয়া যায় তাহলে এটা একটা বড়ো আবিষ্কার হত, কিন্তু তা তো হয়নি। আর আমার মনে হয় জ্যান্ত ব্যাঙ ধরে খেঁতলা না করে অন্য কিছু করা আরো ভাল হবে।

টিপু তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সায় দেয়, ব্যাঙের তেল তার একার আবিষ্কার নয়। সঙ্গে আরো অনেকে ছিল যারা আজকাল সেটি স্বীকার করতে চায় না। সে নিজেও এখন ব্যাঙের তেলের আবিষ্কারক হিসেবে আর পরিচিত হতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হলো টিপু কি তৈরি করবে সেটা ঠিক করার পর জীবনময় তাকে গুছিয়ে লিখে দিতে সাহায্য করবে। সে ক্লাসের কবি, লিখতে তার কোন অসুবিধা হয় না, ক্লাসে এখন পর্যন্ত কেউ বাংলায় তার থেকে বেশি নম্বর পায়নি। বাদল জিনিসটার ছবি এঁকে দেবে, সে ক্লাসের শিল্পী, দুইটানে সে রবীন্দ্রনাথ এঁকে ফেলে।

পরদিন টিপুকে খুব চিন্তান্বিত দেখা গেল। চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে সত্যিকার বিজ্ঞানীর মতো তার ল্যাবরেটরীতে পায়চারি করে বেড়ায়। কি জিনিস সে তৈরি করতে পারে! যেটা আগে কখনো তৈরি হয় নি? সবই তো তৈরি হয়ে গেছে। তার নিজের সবচেয়ে ভাল লাগে বিদ্যুৎ আর চুম্বক জাতীয় জিনিস। তার পেঁচিয়ে চুম্বক তৈরি করে সেটা দিয়ে কিছু একটা তৈরি করতে, যেটা নড়বে চড়বে, শব্দ করবে, বৈদ্যুতিক মোটর বা সে জাতীয় জিনিস। কিন্তু মোটর তো অনেক আগেই তৈরি হয়ে গেছে, সেটা তো আর নতুন আবিষ্কার হল না। টিপু ভাবে, সে কি একটা নতুন ধরনের মোটর তৈরি করতে পারে না যেটা আগে কখনো তৈরি হয়নি?

ঠিক তখন সত্যিকার বিজ্ঞানীদের মতো টিপুর মাথায় একটা আবিষ্কারের ভাবনা খেলে গেল। টিপু সাবধানে চিন্তা করে দেখে সত্যিই সেটা কাজ করবে কি না। একবার,

www.MurchOna.com

দুবার, তিনবার! না, কোন ভুল নেই, সত্যি সত্যি সেটা তৈরি করা সম্ভব। আর সবচেয়ে বড় কথা সেটা করা যাবে কি না সেটা সে এখনই পরীক্ষা করে দেখতে পারে, তার এই ল্যাবরেটরীতে। টিপু তখন তখনই কাজে লেগে যায়। জিনিসটা সহজ নয় কিন্তু সেটা নিয়ে টিপুর চিন্তা নয়। তার চিন্তা হচ্ছে জিনিসটা আদৌ সম্ভব কি না।

পরদিন বাড়ির কাজ না করার জন্যে ব্যাকরণ স্যার টিপুর কান মলে দিলেন। টিপুর সেটা নিয়ে খুব বেশি দুঃখ নেই, রাত জেগে সে পরীক্ষা করে দেখেছে তার এই আবিষ্কার ঠিক কবে তৈরি করলে কাজ করবে। বাড়ির কাজ করবে কখন? ভূগোল ক্লাসে জীবনময় পিছনে বসে টিপুর আবিষ্কারটি লিখে দিল। কি তার ভাষা, পড়ে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। ". . . বৈদ্যুতিক কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ মাত্র লৌহ শলাকা চুম্বকায়ীত হয়ে আপন অক্ষে সাবলীল ভঙ্গিতে ঘূর্ণায়মান হয় . . ." পড়ে টিপুর নিজেরই ধাঁধা লেগে যায়। বাদল ইতিহাস ক্লাসে জিনিসটার ছবি এঁকে দিল। লাল রংয়ের তার পেঁচানো ছোট ছোট বৈদ্যুতিক চুম্বক ঝুলে আছে, সবুজ রংয়ের বৃত্ত থেকে হলুদ রংয়ের লোহার টুকরা! টিপু যেরকম কল্পনা করেছিল তার সাথে মিল নেই, কিন্তু বাদলকে সেটা বোঝাবে কি ভাবে? শিল্পী জিনিসটা যেভাবে দেখে সেটাই নাকি জিনিসের আসল রূপ। ছবিটাতে একটা যন্ত্র-যন্ত্র ভাব রয়েছে বলে বাদল এক পাশে একটা গোলাপ ফুল শুইয়ে দিল, এ ছাড়া নাকি ছবিটা ঠিক ফুটে উঠছে না। টিপু আর কি করবে, এটা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে টিফিনের ছুটিতে তার আবিষ্কার হেড স্যারের রুমে জমা দিয়ে এল। টিপুর সাথে সাথে মাসুদও কি একটা জমা দিয়ে এল। সে কি তৈরি করবে সবাই বারবার জিজ্ঞেস করেও জানতে পারেনি। সব দেখে শুনে টিপু একটু নিরাশ হয়ে যায়। মাসুদ ভাল ছাত্র বলে সব স্যারেরা তাকে পছন্দ করেন, সব ব্যাপারে সব সময়ে মাসুদের ডাক পড়ে। স্কুলের নাটকের সময়ও মাসুদ অভিনয় করতে পারে না জেনেও স্যারেরা তাকে একটা ভাল পার্ট দিয়ে দেন। এবারেও যে তার আবিষ্কারটি থেকে মাসুদেরটা স্যারেরা বেশি পছন্দ করবেন না তার কি নিশ্চয়তা আছে?

পরের কয়েকদিন টিপু খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে কাটায়। সে সারা স্কুলে "সাইন্টিস" নামে পরিচিত, তার আবিষ্কার মনোনীত না করে যদি মাসুদের আবিষ্কারকে মনোনীত করা হয় সে ভারি দুঃখের ব্যাপার হবে! তাই যেদিন ক্লাসে নোটিশ দিয়ে বিজ্ঞান মেলায় পাঠানোর জন্যে যে দুজনকে ঠিক করা হয়েছে তাদের নাম পাঠানো হল, উত্তেজনায় টিপুর দম বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা! দেখা গেল, তার নাম প্রথমে। শুধু তাই নয়, স্যারেরা লিখেছেন যে, তাঁরা মনে করেন টিপুর বয়সী ছেলের জন্যে সেটি একটি অপূর্ব আবিষ্কার, তখন টিপুর বুক গর্বে ফুলে উঠল। ক্লাসের সবার একটু হিংসে হল সত্যি কিন্তু সাথে সাথে খুশিও হল। এসব ব্যাপারে টিপুর সাথে কারো কোন প্রতিযোগিতা নেই। দ্বিতীয় ছেলেটি উঁচু ক্লাসের। রবারের টিউব দিয়ে শরীরের রক্ত সঞ্চালনের মডেল তৈরি করবে। নোটিশে আরো দুজনের নাম দেয়া হয়েছে, কোন কারণে যদি এরা দুজন যেতে না পারে তাহলে এরা যাবে। এ দুজনের মাঝে একজন মাসুদ, সে বাতাসের দিক

www.MurchOna.com

বের করার যন্ত্র তৈরি করবে। টিপু জানে, এটা মাসুদের নিজের আবিষ্কার না, বই দেখে লেখা। কোন্ বইয়ের কত পৃষ্ঠায় আছে তাও সে বলে দিতে পারে কিন্তু তবু সে বলল না। হাজার হলেও নিজের ক্লাসের ছেলে। তাছাড়া বিজ্ঞানীদের কি এত হিংসুক হলে মানায়?

স্কুলের একটা ল্যাবরেটরী ঘর টিপু আর অন্য ছেলেটির জন্যে খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হল। যদি দরকার পড়ে তাহলে তারা ইচ্ছা করলে রাতের বেলাও ঘরটা ব্যবহার করতে পারবে, স্যার সে ব্যবস্থা করে রাখলেন। টিপু মহা উৎসাহে কাজ শুরু করল। জিনিসটা যতটুকু সোজা ভেবেছিল, দেখা গেল, মোটেই তত সহজ নয়। প্রথমবার চুম্বকগুলি হয়ে গেল বেশি দুর্বল, তাই দ্বিতীয়বার বেশি করে তার পেঁচাতে হল। চুম্বকগুলি সোজাভাবে না ঝুলে কেন জানি কাত হয়ে ঝুলতে থাকল। তাই যে তারটার ব্যাটারীর মাথা থেকে আসা তার ছোঁয়ার কথা সেখানে না ছুঁয়ে অন্য জায়গায় ছুঁতে লাগল। স্কুলের পর কাজ করে করেও টিপু কিছুতেই তার মোটরকে দাঁড় করাতে পারল না। উঁচু ক্লাসের ছেলেটির মডেলটি সহজ একটা জিনিস, দুদিনেই শেষ হয়ে গেল। এখন টিপুকে একা থাকতে হয়। মাঝে মাঝে বিলু বা ফজলু আসে, কখনো কখনো অংক স্যার আসেন, উৎসাহ দিয়ে যান। প্রায়ই কাজ করতে করতে বেশ রাত হয়ে যায়। ফিরে যাবার সময় দারোয়ানকে তার ঘর থেকে ডেকে তুলে আনে, সে ল্যাবরেটরী ঘরে তালা মেরে দেয়।

সে রাতে আর কেউ আসেনি, তাই টিপু একাই কাজ করছে। ওর মোটরটি এখন মোটামুটি দাঁড় করানো হয়েছে। পুরোপুরি শেষ হয়নি কারণ ঘোরার বদলে জিনিসটি বেশির ভাগ সময় কাঁপতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ এক দুই পাক ঘুরে আসে, ঠিক কি জন্যে এরকম হচ্ছে টিপু বোঝার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ওর মনে হল, জানালার পাশে দিয়ে কেউ একজন হেঁটে গেল। প্রতি পদক্ষেপে কেমন যেন একটা ঝনঝন শব্দ। জানালার এই দিকটা অন্ধকার, সচরাচর কেউ থাকে না, রাতের বেলা তো নয়ই। টিপুর হঠাৎ কেমন জানি ভয় লেগে যায়। এত বড় ফাঁকা স্কুল ঘরটাতে সে একা, মনে হতেই ওর ভয়টা আরো দশগুণ বেড়ে যায়। সাবধানে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখবে কি না ভাবছিল, ঠিক তক্ষুনি কি যেন ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। সাথে সাথে কেমন একটা গোঙানোর মত আওয়াজ হতে থাকে। ভয়ে টিপুর মাথা ঘুরে শরীর অবশ হয়ে আসে, কোনমতে টেবিলটা ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের শব্দ এবারে জানালা ঘুরে অন্য দিক দিয়ে আসতে থাকে। এবারে কথার শব্দও শোনা যেতে থাকে, ভারি গলায় বিড়বিড় করে কে যেন কি বলছে, হঠাৎ সে কি বিকট চিৎকার! টিপু সম্বিত ফিরে পায়, দৌড়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ওর হাত-পা থরথর করে কাঁপছে।

www.MurchOna.com

সাবধানে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল সে, ভাল করে দেখা যায় না। লম্বা মতো একটা লোক, মাথার পাশে কাটা, রক্ত পড়ছে। শরীরের জামা কাপড় এখানে সেখানে ছিঁড়ে আছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য সেটা হচ্ছে লোকটার দু হাত আর দু পা শিকল দিয়ে বাঁধা, লম্বা শিকল বলে হাঁটতে অসুবিধা হয় না। লোকটা বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলছে, হঠাৎ কথা থামিয়ে হাত উঁচু করল। টিপু আতংকিত হয়ে দেখে, লোকটার হাতে একটা বড় দা। লোকটি ভয়ঙ্করভাবে হাত ঘুরিয়ে কোথায় জানি একটা কোপ বসিয়ে দেয়। টিপু দাঁড়িয়ে সরে আসে, ভয়ে ওর সারা শরীর শীতল হয়ে হাত পা অল্প অল্প কাঁপতে থাকে। লোকটি তাকে দেখেনি, কিন্তু যদি দেখে ফেলে? যদি তখন ঘরে ঢুকতে চায়? টিপুর হঠাৎ কান্না পেয়ে যায়, সে কি করবে এখন?

টিপু টেবিলটা ধরে কোনমতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার বুক তখন ধকধক করে ঢাকের মত শব্দ করছে! কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল সে জানে না, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেয়ার শব্দ হল। আতংকে শিউরে উঠে টিপু পিছিয়ে যায়। আবার ধাক্কা দিল কেউ, আরো জোরে, এখন কি করবে সে? আবার প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল। এবারে সাথে সাথে বিলুর গলার স্বর শুনতে পেল, টিপু! টিপু! আছিস নাকি ভিতরে?

টিপুর বুকে শক্তি ফিরে আসে। পাগল লোকটা নয়, বিলু এসেছে। ও ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

কি হল? দরজা বন্ধ করে বসে আছিস কেন?

টিপু কথা না বলে বাইরে তাকায়। বিস্ফারিত চোখে দেখে বারান্দার অন্য পাশ দিয়ে পাগল লোকটাও দরজার দিকে আসছে। হাতে দা বিদ্যুতের আলোতে চকচক করে উঠল। একটানে বিলুকে ভিতরে ঢুকিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি, কে আসছে দেখ।

দরজা বন্ধ করার আগে বিলুও এক ঝলক দেখল। সাহসী ছেলে বলে তার দুর্নাম আছে কিন্তু তার মুখও ফ্যাকাসে হয়ে যায় সাথে সাথে। আস্তে আস্তে বলে, সর্বনাশ! এ যে নূরা পাগলা!

নূরা পাগলার নাম শুনে নি এরকম লোক এ শহরে একজনও নেই। ছোট বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো হয় নূরা পাগলার ভয় দেখিয়ে। স্কুলের পাশে যে পুরানো রহস্যময় দালানটি রয়েছে নূরা পাগলা সেখানকার মানুষ। খান বাহাদুর রইস খানের ছোট ছেলে নূরুজ্জামান খান। কবে কখন কিভাবে পাগল হয়েছে কেউ জানে না কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তাকে কখনো না কখনো দেখেছে। মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্ষেপে যায় সে। তখন কিছুতেই তাকে আটকে রাখা যায় না। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড করে তখন। সবচেয়ে ভয়াল ব্যাপার হয়েছিল বছর দুয়েক আগে, যখন নূরা পাগলা একজন নিরীহ লোককে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলেছিলো। অনেক হৈচৈ হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয় নি। পাগল মানুষ জেনে শুনে তো কিছু করে নি, তাকে শাস্তি দেয়ারও তো কোন মানে হয় না। শাস্তি হওয়া উচিত ছিল তার বাবা রইস খানের,

www.MurchOna.com

এরকম একজন পাগল মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে এভাবে ফেলে রাখার জন্যে। চিকিৎসা করে পুরোপুরি ভাল না হলেও এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থাটা তো কমে আসতে পারে। তাকে কিভাবে রাখা হয় কেউ জানে না কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সে যখন বেরিয়ে আসে, সব সময় দেখা যায় হাতে পায়ে শেকল বাঁধা, শতচ্ছিন্ন কাপড়, শরীরে প্রায়ই মারের দাগ। একজন মানুষকে, বিশেষ করে নিজের ছেলেকে কেউ এভাবে রাখতে পারে, বিশ্বাস করা যায় না।

দরজায় হঠাৎ প্রচণ্ড লাথির শব্দ হল, সাথে অমানুষিক চিৎকার। নূরা পাগলা এসে গিয়েছে, টিপু ভয়ে কথা পর্যন্ত করতে পারছিল না। বিলু শুকনো গলায় বলল, ভয় পাবি না টিপু, আমরা দুজন আছি।

বিলু এদিক সেদিক তাকায়। একপাশে একটা চেয়ার পড়ে ছিল, আর কিছু না পেয়ে সেটাকেই তুলে নিয়ে নেয়। দরজায় আবার প্রচণ্ড লাথির শব্দ হল। ছিটকিনি ভেঙে যাবে যে কোন মুহূর্তে। বিলু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, লাইটের সুইচটা কোথায়?

টিপু কাঁপা কাঁপা হাতে দেখিয়ে দেয়।

তুই সুইচটার কাছে চলে যা। যদি দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে লাইট নিভিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে দিবি। তারপর কোথাও লুকিয়ে পড়বি, চেষ্টা করিস বের হয়ে যেতে —

এখনই নিভিয়ে দিই?

না, হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেলে খানিকক্ষণ কিছু দেখা যায় না। আগে থেকে নিভিয়ে রাখলে চোখ অন্ধকারে সয়ে যাবে।

ঝনঝন করে হঠাৎ দরজার কাঁচ ভেঙে দাটা ভিতরে ঢুকে পড়ে! দা দিয়ে কোপ বসিয়েছে দরজার কাঁচে। টিপু শিউরে উঠে বিলুকে আঁকড়ে ধরে।

ভয় পাস নে টিপু, ভয় পাস নে। ভয় পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখ, লাইটের সুইচটার কাছে চলে যা। বিলু ঠেলে টিপুকে লাইটের সুইচটার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

আবার দরজায় প্রচণ্ড লাথির শব্দ হল, সাথে অমানুষিক জান্তব একটা চিৎকার। ঝনঝন করে দরজার আরেকটা কাঁচ ভেঙে পড়ল। বিলু টিপুর দিকে তাকায়। তার চেহারা জানি কেমন হয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ বের হচ্ছে। নিজের ওর আর কোন জোর নেই। যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। বিলু ডাকল, টিপু, এই টিপু —

টিপু তার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না, একভাবে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে।

বিলু চীৎকার করে বলল, লাইটটা এখনই নিভিয়ে দে, এখনই —

টিপু সুইচটা হাতে ধরে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে! বিলুর কথা শুনেও সে আর কিছু বুঝতে পারছে না।

www.MurchOna.com

দরজায় প্রচণ্ড আরেকটা লাথির সাথে সাথে ছিটকিনি ভেঙে গিয়ে ছিটকে পড়ল। নূরা পাগলা হুমড়ি খেয়ে এসে ভিতরে ঢুকল। উঠে দাড়িয়ে আঁ আঁ করে প্রচণ্ড চিৎকার করে দা'টা ঘুরিয়ে সামনে টেবিলে প্রচণ্ড একটা কোপ বসিয়ে দেয়। আধ ইঞ্চির মত গেঁথে যায় টেবিলে, টেনে বের করতে রীতিমত কষ্ট হয় নূরা পাগলার। দা'টা হাতে নিয়ে এবার ঘরের ভিতরে চোখ ঘুরিয়ে তাকায়। তখন টিপুকে দেখতে পায় প্রথমবারের মত। অদ্ভুত একটা তৃপ্তির হাসি খেলে যায় ওর মুখে। জিব বের করে ঠোঁটটা চেটে নেয়। তারপর মুখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে টিপুর দিকে।

টিপু স্থির চোখে নূরা পাগলার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর এক হাত তখনো লাইটের সুইচে কিন্তু ওর আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। টিপু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখে, নূরা পাগলা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে দা'টা তুলছে কোপ বসানোর জন্যে, মুখ থেকে একটা অব্যক্ত আওয়াজ বের হচ্ছে। জোরে, আরও জোরে —

বিলু চেয়ারটা তুলে নেয়। ভারী চেয়ার, কষ্ট হয় তুলতে কিন্তু কিছুই করার নেই। ছুটে গিয়ে পিছন থেকে নূরা পাগলার মাথায় মারে যত জোরে সম্ভব। টাল সামলাতে না পেরে চেয়ারের সাথে সাথে সে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে নূরা পাগলার উপর। নূরা পাগলা একটুও শব্দ না করে ঘুরে তাকায়, বিলুকে দেখতে পায় তখন। দাঁতে দাঁত ঘষে দা'টা উপরে তুলে কোপ বসানোর জন্যে। বিলু গুড়ি মেরে পিছিয়ে যায়, নূরা পাগলা সাথে সাথে এগিয়ে আসে এক পা।

পিছুতে পিছুতে দেয়ালে এসে ঠেকে বিলু, আর পিছানোর উপায় নেই। নূরা পাগলা স্থির চোখে ওকে দেখছে, অদ্ভুত একটা হাসি খেলে যায় তার মুখে। জিব বের করে ঠোঁটটা একবার চেটে নেয় নূরা পাগলা। তারপর দা'টা আস্তে আস্তে ওপরে তোলে।

ডান হাতে কোপ দেবে নূরা পাগলা। বিলু মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে, ডান হাতে কোপ দেবে ওর বাম দিকে, কাজেই লাফিয়ে সরে যেতে হবে ডান দিকে। খোদাকে ডাকে বিলু, শক্তি দাও খোদা, শক্তি দাও, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঠিক সময়ে লাফিয়ে যাবার শক্তি দাও! নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে নূরা পাগলার হাতের দিকে, যে-ই হাতটা নেমে আসবে লাফিয়ে সরে যেতে হবে ডান দিকে, ঠিক সময়ে —

এক দুই তিন চার ... বিলু মনে মনে গুনতে থাকে, কিন্তু নূরা পাগলার হাত নেমে আসে না, দা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। খুব সাবধানে নূরা পাগলার মুখের দিকে তাকায় বিলু। চোখ উল্টে যাচ্ছে নূরা পাগলার। কিছু বোঝার আগে হঠাৎ একটা কাটা গাছের মত ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে।

বিলু বুঝতে পারল কি হয়েছে। ও আগেও দেখেছে এই ব্যাপার। প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম হচ্ছে নূরা পাগলার, ও যখনই এরকম ভয়ঙ্কর হয়ে যায়, প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম হয় তখন, একটু পরে পরে জ্ঞান হারায়। মিনিট খানেকের ভিতর জ্ঞান ফিরে পাবে, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে তখন। বিলু লাফিয়ে নূরা পাগলার উপর দিয়ে পার হয়ে

www.MurchOna.com

ছুটে গেল টিপুর কাছে। ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বের করে আনে ঘর থেকে, পালা, জান নিয়ে পালা।

একটা তালা থাকলে হতো, ঘরে তালা মেরে যেতে পারত, কিন্তু তালা পাবে কোথায়? কি ভেবে বিলু শার্টটা খুলে পাকিয়ে দরজার কড়া একত্র করে শক্ত করে বেঁধে দিল। দরজাটা ভিতরের দিকে খুলে, কাজেই লাথি মেরে খুলতে পারবে না এটা।

টিপুর হাত ধরে ছুটে গিয়ে দারোয়ানকে ডেকে তুলল বিলু। দারোয়ান ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতে খুলতে টিপু বিলুর শরীরে হেলান দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। দাঁতে দাঁতে লেগে জিব কেটে যায় এরকম হলে, দুই দাঁতের ভিতর কিছু দিতে হয় তখন। কখনো আঙ্গুল দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করতে নেই জেনেও বিলু নিজের আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়, দারোয়ান তাড়াতাড়ি একটা চামচ নিয়ে এসে মুখে পুরে দেয়। দু এক কথায় দারোয়ানকে বোঝালো ব্যাপারটা। খান বাহাদুরের বাসায় খবর দিতে হবে এখুনি। টিপুর মুখে পানির ঝাপটা দেয়া হল কয়েকবার। টিপু তখন চোখ মেলে তাকায়, বিলুর হাত শক্ত করে ধরে রাখে টিপু। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে বেচারা! বিলু টিপুকে সাহস দেয়, এই তো পালিয়ে এসেছি, নূরা পাগলা স্কুলে আটকে রয়েছে, আমাদের ভয় কি?

টিপু কথা না বলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণের মাঝেই অনেক লোক জমা হয়ে গেল, পাশে হোস্টেল থেকে ছাত্রেরা, হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার, রাস্তার লোকজন, এমন কি একজন পুলিশ। খবর পেয়ে টিপুর বাসা থেকে লোকজন এসেছে, টিপুর কিছু হয়নি দেখে এখন তারাও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে নূরা পাগলা জ্ঞান ফিরে পেয়ে দরজা খুলে বের হতে না পেরে সবকিছু ভেঙেচুরে একাকার করছে। কি হয়েছে ব্যাপারটা শুধু বিলুই জানে, শার্ট দিয়ে দরজাটা বেঁধে রেখে এখন সে খালি গায়ে, নিচে গেঞ্জিও ছিল না। এই অবস্থায় একটু পরে পরে তাকে ঘটনাটা বলতে হচ্ছে। কি করা যায় কেউ বুঝতে পারছে না, লোকজনের গণ্ডগোল শুধু বাড়তেই থাকে । হঠাৎ দেখা যায়, লম্বা লম্বা পা ফেলে খান বাহাদুর রইস খান আসছেন, সঙ্গে কয়েকজন লোক, হাতে লম্বা দড়ি। আগেও দেখেছে বিলু রইস খানকে, শক্ত পেশীবহুল শরীর, এত বয়স অথচ এখনো জোয়ান মানুষের মত হাঁটেন। মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় কাজ করা টুপি। সাদা লুঙ্গি, লম্বা পাঞ্জাবি, হাতে শক্ত বেতের লাঠি। মুখের চেহারা আশ্চর্য রকম নিষ্ঠুর, দেখে শ্রদ্ধাভক্তি হয় না, একটা আশ্চর্য ভয় হয়, হিংস্র জন্তুকে দেখলে যেরকম ভয় অনেকটা সেরকম।

রইস খান দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই সবাই চুপ করে গেল। শুধু ঘরের ভিতর নূরা পাগলার অমানুষিক চীৎকার আর দাপাদাপির শব্দ শোনা যেতে থাকে। রইস খান গমগমে গলায় হুংকার দিলেন, নূরুজ্জামান —

এক নিমেষে নূরা পাগলা একেবারে চুপ হয়ে গেল। রইস খান দরজা থেকে বিলুর শার্টটা খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে লাথি দিয়ে দরজা খুলে ভারি গলায় বললেন,

www.MurchOna.com

নূরুজ্জামান, বের হয়ে আয়।

ভীত একটা শিশুর মত নূরা পাগলা বের হয়ে এল। দুই হাত দুই পা শিকল দিয়ে বাঁধা, গায়ের কাপড় শতছিন্ন, রক্তাক্ত শরীর, খালি হাত, দাঁতা ভিতরে রেখে এসেছে। সামনে রইস খানকে দেখে ছুটে গিয়ে তার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, জান্তব স্বরে কান্নার মত শব্দ করতে করতে রইস খানের পায়ে মাথা কুটতে থাকে। রইস খান লাঠির ডগা দিয়ে ঠেলে তাকে সরিয়ে দিলেন, তাঁর ধবধবে সাদা লুঙ্গিতে আবার না ময়লা লেগে যায়। কি একটা ইংগিত করলেন, তখন সাথের লোকজন এগিয়ে এসে হাত পিছমোড়া করে শক্ত করে বাঁধল নূরা পাগলাকে। নূরা পাগলা এতটুকু প্রতিবাদ করলো না।

কারো সাথে একটি কথা না বলে লাঠি দুলিয়ে হেঁটে চলে গেলেন রইস খান, পিছনে পিছনে পিছমোড়া করে বাঁধা নূরা পাগলা, পিছনে কৌতূহলী লোকজন। বিলু শার্টটা কুড়িয়ে নিয়ে বারকয়েক ঝেড়ে পরে নেয়। শীত করছে ওর। শুধু শীত নয়, হঠাৎ করে তার প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছে, মনে হচ্ছে আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। দেয়ালে হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে দুই পা ছড়িয়ে বসে বিলু, দুহাতে মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করে সে।

প্রথমবার বিলু অনুভব করে, মৃত্যুর কত কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে! আহ! বেঁচে থাকা কি আশ্চর্য ব্যাপার!

পরদিন ক্লাসে অংক স্যারকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলতে হল বিলুর। ছোট শহর, খবর খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এতক্ষণে সবাই জেনে গেছে, তবু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শোনা অন্য জিনিস। টিপু আজ স্কুলে আসেনি, কাল রাতে বাসায় পৌঁছে প্রচণ্ড জ্বর, একটু পরে পরে নাকি ভয়ে চিৎকার করে উঠছে। ক্লাসের পর সবাই আজ টিপুকে দেখতে যাবে।

স্যার বিলুর মুখে সবকিছু শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন, মুখে কথা ফোটে না অনেকক্ষণ। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তুই এত বড় বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখলি কেমন করে?

বিলু লাজুকভাবে হেসে বলে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারিনি তো, তাহলে তো ভিতরে ঢুকেই টেবিলগুলি ঠেলে দরজার সামনে দিয়ে দিতাম, তাহলে আর পাগল মানুষটা এত সহজে দরজা ভাঙতে পারত না।

যেটুকু রেখেছিস ওটুকুও তো কারো পারার কথা না। টিপু যে ভয়ে ওরকম হয়ে গিয়েছিল সেটাই তো স্বাভাবিক। সবাই ওরকম করত, আমি থাকলে আমিও করতাম। তোর ভয় করে নি?

www.MurchOna.com

কি বলেন স্যার, ভয় করে নি আবার ! এখনো চিন্তা করলে আমার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়।

স্যার অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, দ্যাখ, আমি কারো সামনে প্রশংসা করা পছন্দ করি না। মানুষের অহংকার হয়ে যায় তখন। তোর কথা আলাদা, তোর যদি অহংকার হয় হোক, তোর অহংকারই হওয়া উচিত। তোর জন্যে আমারই অহংকার হচ্ছে। তুই যা করেছিস তার তুলনা নেই। টিপুকে বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্যে তোর নিজের জান যেতে পারত। শেষ মুহূর্তে শীতের মাঝে নিজের শার্ট খুলে দরজাটা বেঁধে এসেছিলি। আমি সে জন্যেও তোর প্রশংসা করি। বের হয়ে পাগলা লোকটা তোদের না পেয়ে হয়তো অন্য কাউকে মারত, তুই শুধু টিপুর না, হয়তো আরো কোন লোকের জান বাঁচিয়েছিস।

বিলু প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত নয়, তার সারাজীবনে সে শুনে এসেছে যে সে বেয়াদব, পাজী, অলক্ষুণে, হতভাগা, পড়া না করার জন্যে সে বকুনি শুনেছে। দুষ্টুমি করার জন্যে মার খেয়েছে কিন্তু প্রশংসা এই প্রথম। স্যারের কথাগুলি শুনে সে কি করবে বুঝতে পারল না, লজ্জায় লাল হয়ে বসে রইল।

ফজলু বলল, স্যার, আপনি শুধু শুধু বলছেন বিলুর মাথা ঠাণ্ডা ! ওর কি রকম মাথা গরম আপনি জানেন না। কালকেই আমার সাথে কি রকম ঝগড়া করেছে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখেন।

কণা বলল, আসলে শুধু বিপদের সময় ওর মাথা ঠাণ্ডা, এমনিতে মাথা গরম।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। তার মাঝে জীবনময় হাত তুলে বলল সে বিলুর উদ্দেশ্যে একটা কবিতা লিখেছে, ক্লাসে পড়ে শোনাতে চায়। স্যার ওকে ডেকে সামনে নিয়ে এলেন, চৌদ্দ লাইনের সনেট, জীবনময় গলা কাঁপিয়ে পড়তে থাকে। শুরুটা এরকম —

বিলুর উদ্দেশ্যে জীবনময় সরকার ঃ
বিলু তোমার সাহস দেখে আমরা বাক্যহারা
বিপদে মোদের প্রেরণা জোগাবে তোমার চিন্তাধারা
তোমার শক্তি তোমার বুদ্ধির সমান নয়কো কেহ
প্রার্থনা করি আজীবন তুমি জীবনের গান গেহ।

জীবনময়ের সুদীর্ঘ কবিতা শেষ হতেই সবাই চিৎকার করে হাততালি দিয়ে উঠল। বিলু আরো মাথা নিচু করে ফেলে। ওর চোখে কেন জানি পানি এসে গেছে। কেউ না আবার দেখে ফেলে !

টিপুর শরীর এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে সবাই ভেবেছিল সে বুঝি আর বিজ্ঞান মেলাতে যেতে পারবে না। সে যে মোটরটি তৈরি করেছিল সে রাতে নূরা পাগলা

www.MurchOna.com

সেটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল, আবার গোড়া থেকে তৈরি করতে হবে। সময়ও বেশি নেই, তার উপর টিপুর আব্বা আম্মা এ অবস্থায় তাকে যেতে দেবেন কি না সেটাও আরেকটা প্রশ্ন। দেখে শুনে সবার মনে হতে থাকে, হয়তো টিপুর বদলে মাসুদই যাবে! কিন্তু টিপুর বন্ধু বান্ধবরা সেটাতে রাজি হতে পারছে না।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল সহজে। বুদ্ধিটা আরিফের। সব যন্ত্রপাতি টিপুর বাসায় নিয়ে সবাই মিলে টিপুর মোটরটি তৈরি করে দিলেই হয়। টিপু শুধু বলে দেবে কোথায় কি করতে হবে, ওরা সবাই সেটা করে দেবে। স্যার ছেলেদের অনুমতি দিলেন। ছেলেরা বিকেল বেলাতেই সবকিছু নিয়ে টিপুর বাসায় হাজির হল।

টিপুর আব্বা আম্মা একটু আপত্তি করেছিলেন কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটি টিপুর জন্যে টনিকের মত কাজ করছে। যে জ্বর প্রায় সপ্তাহখানেক থেকে ছাড়ছিল না সেটা চব্বিশ ঘন্টায় ভাল হয়ে গেল। টিপু বিছানায় আধশোয়া হয়ে দেখিয়ে দেয় কোথায় কি করতে হবে, অন্যেরা সেটি করে। বিজ্ঞানীরা যে কত খুঁতখুঁতে হয় তারা সেটা প্রথমবার টের পেল। তার পেঁচিয়ে চুম্বক বানানোর সময় একটা প্যাঁচ যদি আরেকটার উপরে উঠে যায়, টিপুর পছন্দ হয় না, আবার গোড়া থেকে করতে হয়। কণা তো মহা চটে উঠল একবার, অসুস্থ মানুষ, এছাড়া মাথায় যে একটা গাট্টা লাগতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের আবিষ্কারকে দাঁড়া হতে দেখে রিপুর শরীর দ্রুত ভাল হয়ে ওঠে, সে নিজেও হাত লাগায়। পুরো জিনিসটা আবার নতুন করে তৈরি হয়েছে বলে আগে যে ভুলগুলি হয়েছিল এবারে সেগুলি নেই, জিনিসটা দেখতেও অনেক ভাল হয়েছে। প্রথমবার যখন ব্যাটারীর সাথে লাগানো হল সবার বুক ধুকধুক করছিল কিন্তু সত্যি সত্যি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কি সুন্দর কটকট শব্দ করে ঘোরা শুরু করল! কটকট শব্দটা হয় স্পার্ক থেকে, মোটরটা যখন ঘুরতে থাকে চুম্বকের তারটা সরে গিয়ে অন্য জায়গায় স্পর্শ করে ঠিক তখন একটা স্পার্ক হয়!

সবকিছু চমৎকারভাবে কাজ করছিল। শুধু একটা সমস্যা, যে তারটিতে স্পার্ক হয় সেটি কিছুক্ষণেই নষ্ট হয়ে গিয়ে পুরো জিনিসটা আটকে যায়, আর ঘুরতে চায় না। আরিফ আবার একটা বুদ্ধি দিল ছোট ছোট তামার তার নিয়ে যেতে, একটা নষ্ট হলে খুলে আরেকটা লাগিয়ে দিতে। বুদ্ধিটা সবার পছন্দ হল, টিপু ছাড়া। সে তবুও খুঁতখুঁত করতে থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা যে খুঁতখুঁতে হয় সে তো সবাই জানে। ফজলু জিনিসটার নাম দিয়েছে কটকটে মোটর। টিপুর সেটাও পছন্দ না, কিন্তু তাতে লাভ কি, সবাই এটাকে কটকটে মোটরই ডাকছে।

নির্দিষ্ট দিনে টিপু আর উঁচু ক্লাসের ছেলেটিকে সবাই গিয়ে ট্রেনে তুলে দেয়। একটা বাক্সের ভিতরে অনেক যত্ন করে টিপু তার কটকটে মোটর নিয়ে যাচ্ছে। অংক স্যার কোথায় গিয়ে কি করতে হবে বারবার বলে দিচ্ছিলেন। উঁচু ক্লাসের ছেলেটির বড় ভাই ঢাকায় থাকেন, সে আগে ঢাকা গিয়েছে, কাজেই কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। সে সবসময় টিপুকে দেখে রাখবে বলে কথা দিল। স্কুল থেকে ওদের টাকাপয়সা দেয়া

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হয়েছে, ট্রেনের টিকিট বিজ্ঞান মেলা থেকে পাঠানো হয়েছে, কাজেই সে সব দিক থেকে চিন্তা নেই।

ট্রেন ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত ছেলেরা দাঁড়িয়ে রইল। তাদের যে একটু হিংসা হচ্ছিল না তা নয়, সত্যি কথা বলতে কি, বেশ ভালই হিংসা হচ্ছিল। কিন্তু তবু তো বন্ধুমানুষ, সবাই মিলে সাহায্য করছে, তাই হিংসাটা এত যন্ত্রণা দিচ্ছে না। যদি অন্য কেউ হতো হিংসেয় ওরা কি করত কে জানে!

এক সপ্তাহ ওরা জল্পনা কল্পনা করে কাটাল। খবরের কাগজে কিছু উঠেছে কিনা সবাই দুবেলা দেখতে থাকে। বিজ্ঞান মেলার খবর উঠেছে কিন্তু কে কে প্রাইজ পেয়েছে সেসব কিছু লেখা নেই। তাই টিপুর যেদিন ফেরার কথা, সবাই স্টেশনে গিয়ে হাজির, ট্রেন থামার অনেক আগেই দেখতে পায় টিপু প্রকাণ্ড একটা ট্রফি জানালা দিয়ে বের করে রেখেছে, সে যেন পড়ে না যায় সেজন্যে উঁচু ক্লাসের ছেলেটা তার কোমর জাপটে ধরে রেখেছে! ট্রফিটা প্রায় তার শরীরের সমান, সেটা নাকি সেকেণ্ড প্রাইজ। ফার্স্ট প্রাইজ যে তাহলে কত বড় ছিল তারা চিন্তাও করতে পারে না। টিপু একটু শুকিয়ে গেছে কিন্তু মুখে সে কি হাসি, যেন রাজ্য জয় করে এসেছে।

পরদিন অংক ক্লাসে স্যার আবার তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জিজ্ঞেস করলেন, কত মানুষ এসেছিল, তাকে কে কি জিজ্ঞেস করেছে, সে কি বলেছে, আর কে কি তৈরি করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। টিপু বলল, স্যারের কথা শুনে নিজের আবিষ্কার নিয়ে যাওয়াটা সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হয়েছিল। অনেক ভাল ভাল জিনিস ছিল, অনেক জটিল যন্ত্রপাতি, জমকালো কলকব্জা ছিল, বেশির ভাগই হয় বই থেকে তৈরি করা না হয় স্কুলের ল্যাবরেটরী থেকে তুলে আনা। টিপু ভেবেছিল তার এই ছোট কটকটে মোটর কিছুতেই প্রাইজ পাবে না, তাই সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে নি যখন দেখেছে যে সে সেকেণ্ড হয়ে গেছে। যে ফার্স্ট হয়েছে সে একটি বড় ছেলে। গাছের পাতা, ঘাস লতাপাতা থেকে এলকোহল তৈরি করে সেটা দিয়ে সে একটা ছোট ইঞ্জিন চালাচ্ছিল। টিপুর ধারণা সেটাও বই দেখে তৈরি করা কিন্তু সেটা সত্যিকার কাজে লাগানো যায় বলে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেছে।

জীবনময় আবার স্যারের কাছে অনুমতি চাইল টিপুর উদ্দেশ্যে লেখা একটা কবিতা পড়ে শোনানোর জন্যে। ক্লাসে বসে লিখেছে বলে সেটা ছোট চার লাইনের কবিতা। স্যার মহা উৎসাহে ওকে সামনে নিয়ে এলেন। জীবনময় পড়ে শোনাল—

টিপু তোমার বয়স কম তেরো কিংবা বারো
কিন্তু তোমায় পাল্লা দেবার সাহস আছে কারো?
কট কটে কট মোটর সে যে নেইকো জুড়ি তার
ধন্য তুমি ধন্য তোমার মহান আবিষ্কার!

ছেলেরা চিৎকার করে হাততালি দিয়ে, টেবিলে থাবা মেরে কবিতার শেষে আনন্দ

www.MurchOna.com

প্রকাশ করল। একটু বাড়াবাড়ি আনন্দ কিন্তু খাঁটি, তাই স্যার আর বাধা দিলেন না!

বিলুর ভিতরে একটা খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ সেটা এখনো টের পায় নি। সে একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। আজকাল ক্লাসেও গণ্ডগোল করার জন্যে তার নাম প্রথমে না থেকে মাঝামাঝি, এমন কি কখনো কখনো একেবারে শেষে থাকে। সেদিন আরিফ একটা অদ্ভুত জন্তু ধরা পড়েছে খোঁজ আনার পরেও স্কুল ছুটির পরে সেটা দেখতে যাবে কিনা সেটা নিয়ে বিলু কেমন জানি একটু দোটানার মধ্যে থাকল। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য ব্যাপার সেটা হচ্ছে সে যেন একটু পড়াশোনায় মন দিয়েছে। স্যারেরা বহুদিন হল তাকে পড়া জিজ্ঞেস করা ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন কি মনে করে বিজ্ঞান স্যার বিলুকে আর্কিমিডিসের সূত্র জিজ্ঞেস করে বসলেন। একটু আমতা আমতা করে বিলু ঠিক সূত্রটা বলে দিল। শুনে ফজলু পর্যন্ত হতবাক হয়ে যায়, একটু নিরাশও হয়। পড়াশোনা না করার উদাহরণ হিসেবে এ পর্যন্ত সে সবসময়ে বিলুকে ব্যবহার করে এসেছে।

ওর বন্ধুরা ওকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে কি ব্যাপার কিন্তু বিলু বরাবরই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, কি আবার ব্যাপার! কিন্তু সবাই টের পেয়েছে কিছু একটা হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে তাদের স্কুলের পোশাক পরিবর্তনের আলোচনা শুরু হল। এতদিন স্কুলের পোশাক ছিল হালকা নীল রংয়ের শার্ট, কেউ ফুলহাতা, কেউ হাফহাতা পরেছে। স্যারেরা কিছু বলেননি। নীল রং সাদা হয়ে গেলেও স্যারেরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামান নি। কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টার কি একটা স্কুলের কাজে ঢাকা গিয়েছিলেন। সেখানে কোন একটি স্কুলের পোশাক দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। সেই থেকে তিনি বলছেন, তার স্কুলের পোশাকটাকে আরো সুন্দর করতে হবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, গাঢ় নীল রংয়ের ফুল প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট আর কালো চামড়ার জুতা। শার্টের বুক পকেটে সিল মেরে স্কুলের নাম লিখে দেয়া হবে। এক মাসের ভেতর এই নতুন পোশাক কার্যকরী হবে। স্কুল ইন্সপেক্টর দেখতে আসার আগে। স্কুল মিটিংয়ে অংক স্যার খুব আপত্তি করলেন! সময় খুব কম, অন্তত একবছর সময় দেয়া উচিত। অনেক গরিব ছেলে আছে যারা সারা বছরে একবারও নতুন কাপড় বানানোর সুযোগ পায় না। হঠাৎ করে নতুন শার্ট প্যান্ট বানাতে হলে, জুতো কিনতে হলে বাবা মার উপর চাপ পড়বে। যাদের দুই ভাই এ স্কুলে পড়ে, তাদের সংখ্যা খুব কম নয়, তাদের তো কথাই নেই। সবচেয়ে বড় কথা, যে সব ছেলে এই সময়ের ভিতর নতুন পোশাক বানাতে পারবে না হঠাৎ করে তারা আবিষ্কার করবে যে তারা গরীব! এই বয়সে অনেকেই সেটা জানে না। তাদের জানানোর দরকার কি? হেডমাস্টার কিছুতেই রাজি হলেন না, তিনি এক মাসের ভিতর নতুন পোশাক চান।

www.MurchOna.com

বিলুকে কয়দিন কেমন জানি একটু মনমরা দেখা গেল। এর পর হঠাৎ করে সে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিল। প্রথমে সবাই ভেবেছিল এমনি বুঝি স্কুল কামাই করছে কিন্তু পর পর তিন দিন সে স্কুলে নেই। শরীর খারাপ নয় কারণ কেউ কেউ তাকে দেখেছে বাজারের দিকে হেঁটে যেতে। শেষ পর্যন্ত আরিফ খবর নিয়ে এল বিলু পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। শুনে কারো মুখে কোন কথা নেই। এই বয়সে তারা কোন রকম আঘাতের জন্যে প্রস্তুত নয়, এরকম আঘাত তো নয়ই। ছোট তারা কিন্তু সবাই বুঝতে পারে টাকাপয়সার অভাব হচ্ছে একমাত্র কারণ। বিলু পড়াশোনায় ভাল হলে ওর বেতন মাপ করে দেয়া হত কিন্তু সেটাও তো হওয়ার উপায় নেই। এখন নতুন পোশাক বানানোর টাকা পাবে কোথায়?

অংক ক্লাসে আরিফ স্যারকে খবরটা দিল। শুনে স্যার একটি কথাও না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। ছেলেটাকে খুব পছন্দ করতেন। বিলু দুষ্ট ছিল কোন সন্দেহ নেই কিন্তু বড় ভাল ছেলে ছিল। শুধু বিলু নয়, সারা স্কুলে এ রকম সাতজন ছেলের পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আগেই জানতেন এরকম হবে কিন্তু তাঁর কথা তো কেউ শুনল না। স্যার পাথরের মত মুখ করে বসে রইলেন, ছেলেরাও কোন কথা না বলে অপরাধীর মত মুখ করে বসে রইল। বিলুর পড়া বন্ধ হওয়ার জন্যে যেন তারাই দায়ী।

সেদিন সন্ধ্যায় স্যার খুঁজে খুঁজে বিলুর বাসা বের করলেন। শহরের গরীব এলাকায় নড়বড়ে বাসা। সন্ধ্যার পর যেরকম সব বাসা থেকে ছেলেমেয়েদের সুর করে পড়ার মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসে এ বাসায় সেরকম কিছু নেই। ভিতরে টিমটিমে হারিকেনের আলো, স্যার দরজায় শব্দ করলেন। একজন বুড়োমতো লোক দরজা খুলে দিল। শরীর ভেঙে পড়েছে, মুখ চোখে কষ্টের জীবনের ছাপ, রুক্ষ চেহারা। শুষ্ক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চান?

আপনি কি বিলুর বাবা? আমি বিলুর স্কুলে পড়াই।

বিলুর বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে স্যারকে ভিতরে ঢোকালেন। একমাত্র চেয়ারটি মুছে স্যারকে যত্ন করে বসতে দিলেন। হারিকেনের সলতে উসকে দিয়ে ঘরে আরেকটু আলো বাড়িয়ে দিলেন, কেরোসিনের খরচ বাঁচানোর জন্যে এমনিতে সলতে নামিয়ে দেয়া থাকে। বিলুর বাবা বললেন, মাস্টার সাহেব, আপনি কি জন্যে এসেছেন আমি জানি।

স্যার কিছু না বলে বিলুর বাবার দিকে তাকিয়ে থাকেন। বিলুর বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, মাস্টার সাহেব বিশ্বাস করেন, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারলাম না। বিলুকে বলেছি অনেকদিন আগে, পড়াশোনা কর, নিজে না খেয়ে হলেও তোকে স্কুলে রাখব। যদি না করিস আমার ক্ষমতা নেই তোর পিছনে টাকা খরচ করার।

স্যার আস্তে আস্তে বললেন, আরেকটু দেখতেন। এখন বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে,

www.MurchOna.com

হয়তো মন দেবে পড়ায়, এমনিতে বুদ্ধিমান ছেলে।

মাস্টার সাহেব, কোন বাবা না চায় তার ছেলে পড়াশুনা করুক? কিন্তু আমার সত্যি ক্ষমতা নেই। নিজে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে গেছি, ওষুধপত্তি করতে পারি না, তবু কষ্ট করে বিলুর স্কুলের বেতন দিয়ে গেছি, কিন্তু আপনারা এখন নতুন পোশাক চান, সে টাকা আমি কোথায় পাব?

স্যার চুপ করে বসে রইলেন। বিলুর বাবা আবার বললেন, বড় ছেলেটা তো গেছে, ভেবেছিলাম বিলুটা বুঝি মানুষ হবে। সেটাও হল না।

বড় ছেলে কি করে আপনার?

যখন বাসায় থাকে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়ায়, যখন বাইরে থাকে কি করে জানি না। প্রায় সময় দেখি, চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের সাথে গল্প করে। কি এত গল্প করে কে জানে! আগে আমাকে দেখলে সিগারেট লুকিয়ে ফেলত, আজকাল ভান করে যেন দেখি নি।

কতদূর পড়াশোনা করেছে?

আই. এ. পড়ত। পাস করতে পারে নি। তার জামা কাপড়ের খরচ দিতে দিতে আমাদের খাওয়া খরচ বন্ধ হবার অবস্থা।

স্যার একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন, পড়াশোনা করার এটা হচ্ছে খারাপ দিকটা। দেশের সবাই যদি পড়ালেখা জানত এটা হতো না। যেহেতু অল্প কয়জন সে সুযোগ পায়, একটু পরেই হঠাৎ করে ভাবে, আমি এ কী হয়ে গেলাম! সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে আমি আলাদা, আমার কথাবার্তা, পোশাক আশাক, চালচলন সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা হতে হবে। সাধারণ মানুষ লুঙ্গি পরতে পারে কিন্তু লেখাপড়া জানা মানুষ লুঙ্গি পরে না, তাকে প্যান্ট পরতে হয়। বিলুও কি সেরকম একজন মানুষ হতো?

বিলু কোথায়?

আছে ভিতরে। বিলুর বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, খুব মন খারাপ, বাড়ির বাইরে যায় না। খুব শক্ত ছেলেটা, বড়টার মত না। তাই ভাবছিলাম এটা বুঝি মানুষ হবে। এটাও হল না।

স্যার বাধা দিয়ে বললেন, সময় তো আর চলে যায়নি। বাচ্চা একটা ছেলে।

গরীবের সংসারে কেউ বাচ্চা না। সবাইকে বড় মানুষের মত সবকিছু বুঝতে হয়, এছাড়া বেঁচে থাকা যায় না।

কথাটা সত্যি। স্যার তাই চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন, বিলুকে ডাকবেন একটু?

বিলুর বাবা উচ্চস্বরে বিলুকে ডাকলেন, বিলু এসে স্যারকে দেখে থতমত খেয়ে গেল। মুহূর্তে তার মুখটা কেমন যেন রক্তহীন হয়ে যায়। লজ্জা, দুঃখ আর আশ্চর্য একটা যন্ত্রণার ছায়া পড়ে সেখানে। শক্ত ছেলে বিলু, কখনো কোন অবস্থায় ও দুর্বল

www.MurchOna.com

হয়ে পড়ে না, কিন্তু এবারে পারল না। স্যার দেখলেন প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

স্যার এগিয়ে গিয়ে বিলুর পিঠে হাত রেখে বললেন, বিলু, আমার সাথে বাইরে যাবি একটু?

বিলুর বাবা বাধা দিয়ে বললেন, সে কি মাস্টার সাহেব, চা খেয়ে যান। একটু বসেন।

স্যার অনেক কষ্ট করে বিলুর বাবাকে শান্ত করে বিলুকে নিয়ে বের হলেন। বাইরে অন্ধকার, আকাশে তারা দেখা যায়। দূরে একটা গাছে অনেকগুলি জোনাকি পোকা একসাথে জ্বলছে, নিভছে। স্যার বিলুর পিঠে হাত রেখে বললেন, বিলু—

জ্বী স্যার।

আমি যদি তোর স্কুলের খরচ দিই, তুই পড়াশোনা করবি?

বিলু সজোরে মাথা নেড়ে বলল, না স্যার, না।

কেন নয়?

বিলু গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, তাই কিছু না বলে চুপ করে রইল। ও কারো সাহায্য নিতে পারবে না, তাকে দেখে কারো মায়া হচ্ছে, ওকে সাহায্য করছে এটা সে কিছুতেই হতে দেবে না। না খেয়ে মারা যাবে, তবু কারো সাহায্য সে নেবে না।

স্যার বললেন, বিলু, তুই কি ভাবছিস আমি জানি, তুই কারো অনুগ্রহ নিবি না, ঠিক?

বিলু মাথা নাড়ল।

তাহলে তুই কাঁদছিস কেন? যারা কারো অনুগ্রহ নেয় না তারা কখনো হেরেও যায় না। তারা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যায়। মানুষ কাঁদে যখন তার আর কোন কিছু করার থাকে না তখন।

বিলু শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে নেয়, সে আর কাঁদবে না।

মনে আছে তোকে ঐ পাগল লোকটা আরেকটু হলেই মেরে ফেলত?

বিলু মাথা নাড়ে।

যদি তোকে সে রাতে মেরে ফেলত তাহলে তুই এখন কোথায় থাকতি?

বিলু হাসার চেষ্টা করে বলল, মনে হয় দোজখে।

স্যার হো হো করে হেসে উঠলেন, অনেকক্ষণ লাগল হাসি থামতে। বললেন, তা তো জানতাম না, এই বয়সে এত পাপ করলি কখন? রাত করে লোকের বাড়িতে সিঁধ কাটিস নাকি? খানিকক্ষণ পরে স্বর পাল্টে বললেন, ঠাট্টা নয়, সত্যি ভেবে দেখ, তোকে যদি পাগল লোকটা মেরে ফেলত তাহলে এখন কোথায় থাকতি? তুই যে এখনো বেঁচে আছিস, তোর সামনে যে সারা জীবন পড়ে আছে এজন্যেই তোর জীবনে কখনো দুঃখ করা উচিত না। যখনি কোন কিছু নিয়ে দুঃখ হবে নিজেকে বলবি, আমি

www.MurchOna.com

তো মরেও যেতে পারতাম, তাহলে তো এই দুঃখ করার জন্যেও আমি থাকতাম না।

বিলু নিজের মনে মাথা নাড়ে, এরকমভাবে সে আগে কখনো ভেবে দেখে নি।

তোর হয়তো আরেকটা ব্যাপার নিয়ে কষ্ট হচ্ছে, তুই হয়তো ভাবছিস তোরা গরীব, হয়তো সে জন্যে তোর লজ্জাও হচ্ছে।

বিলু চুপ করে থাকে, কথাটা সত্যি। স্যার ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, যদি লজ্জা হয় তাহলে শুনে রাখ, আমাদের দেশ হচ্ছে সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে গরীব দেশগুলির একটা। আমাদের দেশ নিয়ে যে আমরা বড় বড় কথা বলি, কবিরা যে কবিতা লিখে, গায়কেরা গান গায় সব আসলে ধোঁকাবাজি। তোরা বড় হয়ে হয়তো দেশটাকে ঠিক করবি, তখন হয়তো দেশ নিয়ে অহঙ্কার করা যাবে, এখন নয়। এই দেশ এত গরীব যে এদেশে কেউ যদি দুবেলা পেট পুরে ভাত খায় তাহলে বুঝতে হবে সে অন্য কারো ভাগের খাবার খেয়ে নিচ্ছে, তার জন্যে কাউকে একবেলা না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। এদেশে গরীব হয়ে জন্মানোতে লজ্জার কিছু নেই।

স্যার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, দেশের সব সম্পত্তি যদি সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হত তাহলে এদেশের সবাই গরীব হয়ে যেত। কিন্তু তা তো করা হয় না, যারা গরীব তাদেরকে আরো অনেক গরীব করে ফেলে অলস কিছু মানুষ ভালভাবে থাকে, দুবেলা ভাত খায়, স্কুলে কলেজে পড়ে, গান গায়, গান শুনে, কেউ কেউ আবার গাড়িতেও চড়ে। তারাই দেশকে চালায়। তাই গরীব লোকেরা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

স্যার একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বিলু কি করবে বুঝতে পারে না। কিন্তু সত্যি কি এদেশ সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে গরীব দেশ? স্যারকে সে প্রশ্নটা না জিজ্ঞেস করে পারে না।

স্যার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, তুই এতো ছোট, হয়তো তোর সাথে এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু মাস্টার মানুষ সারা জীবন শুধু কথাই বলে এসেছি, একবার শুরু হলে আর থামাতে পারি না। স্যারের গলায় কেমন একটা দুঃখের সুর শোনা যায়, মাথা নেড়ে বললেন, নিজের দেশকে নিয়ে যারা অহঙ্কার করতে পারে না তাদের চেয়ে দুঃখী জাতি আর কে আছে? কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের দেশ সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে গরিব দেশগুলির একটি। আমেরিকায় কুকুর বিড়ালের খাবারের পিছনে যত টাকা খরচ করা হয় এদেশের সারা বছরের বাজেট তার থেকে কম। একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত খিদের সময় খাবার না পায়, শীতে কাপড় পরতে না পারে, ঝড় বৃষ্টিতে ঘরের আশ্রয়ে থাকতে না পারে, তার জীবনের সাথে পশুর জীবনের কোন পার্থক্য নেই। পড়াশোনা, শিল্প সাহিত্য, রোগ শোকে চিকিৎসা এসব ছেড়ে দিলাম—শুধু খাওয়া পরা আর থাকা, যাদের এ ক্ষমতা দেওয়া হয় না তাদের মানুষ বললে 'মানুষ' কথাটাকে অপমান করা হয়। আমাদের দেশে এরকম মানুষ কতো তুই জানিস?

www.MurchOna.com

বিলু চুপ করে থাকে। সে কি বলবে? চোখ খুলে তাকালেই তো চারদিকে এরকম মানুষ। দেখে দেখে এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে কখনো তাদের জন্যে সে দুঃখও অনুভব করে নি, ধরেই নিয়েছে তারা ওভাবে থাকবে।

স্যার বললেন, তাই তুই গরীর এ নিয়ে কখনো দুঃখ করিস না। বেশির ভাগ মানুষ তোর থেকে অনেক গরীব। তুই স্কুলে যাবার সুবিধে পেয়েছিস, এ দেশের বেশির ভাগ ছেলে সেটা কল্পনাও করতে পারে না। তারা ধরেই নিয়েছে লেখাপড়া বড় লোকদের জন্যে, তারা গরীব হয়ে জন্মে, গরীব হয়ে থাকতে হবে।

বিলুর হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়ে যায়, তার পড়াশোনাও তো শেষ হয়ে গেল। খুব সাবধানে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিন্তু স্যার তবু সেটা শুনে ফেললেন। পিঠে হাত রেখে বললেন, কি হলো? এত লম্বা দীর্ঘশ্বাস কেন?

বিলু কোন কথা বলে না, তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। স্যার বললেন, বল্, তুই আমাকে পরিষ্কার করে বল্, তুই সত্যি পড়াশোনা করতে চাস?

বিলু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

সত্যিই যদি তুই পড়াশোনা করতে চাস তাহলে তোর পড়াশোনা কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু তোর দেখাতে হবে যে তুই পড়াশোনা করতে চাস। দেখাতে পারবি?

পারব।

কিভাবে দেখাবি? এত দিনেও তো তোর বাবাকে দেখাতে পারলি না, তাহলেই তো এই ঝামেলা হতো না।

বিলু মাথা চুলকায়, সে এখন কি করবে? স্যার বললেন, আমার মনে হয় তুই তোর বাবার কথা শুনে কিছুদিনের জন্যে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাইরে কাজ করা শুরু কর। তোর বড় ভাই যখন সংসারের কিছু দেখে না তোর খানিকটা দায়িত্ব আছে। কিছুদিন বাইরে কাজ করলে বুঝতে পারবি পড়াশোনা না করলে কি ধরনের কাজ করে জীবন কাটাতে হবে! এদিকে নিজে নিজে পড়া চালিয়ে যা, তোর বইপত্র সব আছে, স্কুলে কি পড়ানো হচ্ছে খোঁজ রাখিস, কিছু বুঝতে অসুবিধে হলে আমার কাছে আসিস, আমার মনে হয় তোর সত্যি যদি পড়ালেখার ইচ্ছা থাকে, এই অবস্থায় তোর পড়াশোনা যারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের থেকে ভাল হবে। কিছুদিন এরকম চলুক, তোর বাবাই তোকে আবার স্কুলে পাঠাবেন — আমি তো আছিই। স্যার হঠাৎ সুর পাল্টে বললেন, চা খাবি? আয় চা খাই।

স্যার বিলুকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে এসে বসলেন। চা সিংগারা দিতে বলে আবার বিলুর সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। দীর্ঘ সময় কথা হল তাদের। অনেকটা বড় মানুষের সাথে বড় মানুষের কথার মত। যখন বিলু রাতে বাড়ি ফিরে গেল লজ্জা আর ব্যর্থতার সেই অসহনীয় কষ্টটা আর নেই, বরং ভিতরে কেমন একটা আশ্চর্য শক্তি অনুভব করে। তাকে এখনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তারপর সে নিজে পড়াশোনা করবে। পৃথিবীতে কেউ যদি পারে সে হচ্ছে বিলু, স্যার বলেছেন, বিলু দেখাবে যে স্যার ঠিকই

www.MurchOna.com

বলেছেন।

পরদিন সবাই দেখে বিলু স্কুলে এসে হাজির। সবাই খুশিতে চীৎকার করে উঠে, তুই তাহলে স্কুলে আসবি! আরিফটা কি মিথ্যুক, এসে বলেছে তুই নাকি পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছিস।

বিলু বড় মানুষের মত হাসে, বলে, না আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছি না, তবে স্কুল ছেড়ে দিচ্ছি।

সে কি! ছেলেদের মুখ কালো হসে আসে, তুই অন্য স্কুলে চলে যাবি?

না, আমি কাজ শুরু করব। প্রথমে বাবা প্রেসে কাজ ঠিক করেছিলেন, কম্পোজিটরের কাজ। স্যার বললেন, সেটাতে নতুন কিছু শেখার নেই।

স্যার! কোন্ স্যার?

কেন, অংক স্যার। বিলু গর্বিতভাবে হাসে। কাল রাতে চা সিগারেট খেতে খেতে স্যারের সাথে কত কথা হল।

তুই স্যারের সাথে চা সিগারেট খেয়েছিস?

হ্যাঁ, আমি চা আর স্যার সিগারেট। স্যার বললেন, আমার এমন একটা কাজ শেখা উচিত যেটা দিয়ে আমি পরে নিজের খরচ নিজে চালাতে পারবো।

কি কাজ?

ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ দিয়ে শুরু করব, বিলু গম্ভীরভাবে বলে, একটু শিখে নিয়ে ইলেকট্রনিক্সে চলে যাব। রেডিও টেলিভিশন ঠিক করার কাজ।

টিপুর চোখ হিংসায় ছোট ছোট হয়ে আসে, তুই ইলেকট্রনিক্স শিখবি? ঐ ট্রানজিস্টার রেজিস্টেন্স ডায়োড নিয়ে কাজ করবি?

বিলু এতসব জানে না, তাই শুধু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে।

আমাকে শিখাবি তুই?

বিলু উদারভাবে হাসে, আমাকে আগে শিখে নিতে দে, তারপর তোকেও শেখাব। আমি যেখানে কাজ করব সেখান থেকে তুই ওসব নিয়ে যেতে পারবি।

ট্রানজিস্টার রেজিস্টেন্স ডায়োড?

হ্যাঁ।

ছেলেরা বিলুর ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, স্যার আর কি বলেছেন?

বলেছেন পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দেওয়া ঠিক না, তাহলে ভাল বিয়ে হবে না।

তাই বলেছেন? চীৎকার করে উঠল সবাই, তোর সাথে বিয়ের কথা বলেছেন?

বিলু লাজুকভাবে হাসে, ঠাট্টা করে বলেছেন আর কি! আমার যেন কত বিয়ের শখ! আমি অবিশ্যি পড়া একেবারে ছেড়ে দিচ্ছি না — এখন বাসায় নিজে নিজে পড়ব। কাজটা একটু বুঝে নিতে পারলে আবার স্কুলে আসা শুরু করব। কতদিন লাগবে জানি না, তিনমাস, ছয়মাস, একবছর।

www.MurchOna.com

ফজলু একটু রেগে গেল, তার মানে তুই তোর ইচ্ছেমত পড়বি, স্কুলে আসতে হবে না, কিছু না?

বিলু মাথা নাড়ে।

আর বাড়ির কাজ নেই, পড়া না পারলে মার খাওয়া নেই?

বিলু আবার মাথা নাড়ে।

আমিও তাহলে পড়া ছেড়ে দেব, ফজলু মুখ শক্ত করে বলল, আমিও তোর সাথে ইলেকট্রিশিয়ান হয়ে যাব।

তোর বাবাকে বলে দ্যাখ, মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

কথাটা সত্যি, তাই ফজলু মুখ কালো করে বসে থাকে।

স্কুলে বিলুর অবস্থাটা পাল্টে গেল। একদিন আগেও সবার বিলুর জন্যে কষ্ট হচ্ছিল, এখন সবার বিলুর সৌভাগ্যে হিংসা হতে থাকে। বিলু বড়দের মত কাজ করবে, নিজের পড়ার খরচ নিজে উপার্জন করবে, আবার নিজে নিজে পড়াশোনাও করতে থাকবে। হিংসা না করে উপায় কি?

বিলুর নতুন জীবন কিন্তু খুব হিংসে করার মত নয়। শহরের একেবারে অন্য মাথায় ছোট একটা ইলেকট্রিশিয়ানের দোকানে সে কাজ শুরু করেছে। স্যার খুঁজে খুঁজে এই দোকানটি বের করেছেন। ইলেকট্রিশিয়ান এত বাচ্চা ছেলে নিতে চাইছিল না, স্যার বুঝিয়ে রাজি করিয়েছেন, বলেছেন বিলুর কাজ পছন্দ না হলে তাকে ছাড়িয়ে দিতে। খুব ভোরে এসে তার দোকান খুলতে হয়, এত ভোরে বেচাকেনা হয় খুব কম তবু সে ধৈর্য ধরে বসে থাকে। বেলা দশটার দিকে ইলেকট্রিশিয়ানের ছোটভাই আসে, তখন তাকে হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বিলুর খানিকক্ষণের জন্যে ছুটি হয়। ইলেকট্রিশিয়ান আসে আরো ঘণ্টাখানেক পরে, তখন তাকে কাজকর্মে সাহায্য করতে হয়। বেশির ভাগ কাজকর্মই অবিশ্যি গতবাঁধা, কোথাও তার প্যাঁচানো বা কোন কিছু থেকে তার খুলে আনা! মাঝে মাঝে কোথাও স্ক্রু দিয়ে কিছু একটা আটকাতে হয়, কি করছে না বুঝেই সে করতে থাকে, চেষ্টা করতে থাকে শেখার। যখন কোন বাসায় যেতে হয় বিলু ইলেকট্রিশিয়ানের যন্ত্রপাতির বাক্স নিয়ে তার সাথে সাথে যায়, চোখ কান খোলা রেখে বোঝার চেষ্টা করে ইলেকট্রিশিয়ান কি করছে। ইলেকট্রিশিয়ানের মনমেজাজ ভাল থাকলে নিজে থেকেই ওকে বোঝায়, সেটি হয় অবিশ্যি খুব কম।

রাতে বাসায় ফিরে গিয়ে ওর পড়াশোনা করার কথা কিন্তু এখনো সে সেটা শুরু করতে পারেনি। সময়ের অভাব বা সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া সেরকম কিছু নয়, ব্যাপারটা পরিষ্কার আলসেমী। বিলু কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু শঙ্কিত, স্যার হয়তো হঠাৎ করে হাজির হয়ে খোঁজ নেবেন, তখন সে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে

www.MurchOna.com

না। শেষ পর্যন্ত একদিন সে বই নিয়ে বসে, ওর বাবা ভারি অবাক হন দেখে কিন্তু কিছু বলেন না। ওর ভাই মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, আমাদের বিদ্যাসাগরকে দেখে যাও সবাই। বিলু না শোনার ভান করে পড়া শুরু করে। বরাবর সে আর দশজনের মত জোরে জোরে পড়ে এসেছে কিন্তু আজ তার জোরে জোরে পড়তে লজ্জা করল, সে বই খুলে মনে মনে পড়তে থাকে। বাংলা ওর প্রিয়, কাজেই সেটা দিয়ে শুরু করে। আগে যেটা পড়তে ওর ঘণ্টাখানেক লেগে যেতো, আজ সেটিতে ওর আধাঘণ্টা সময়ও লাগল না। আগে পড়তে বসে চেষ্টা করত সময় কাটাতে। এখন ঠিক তার উল্টো, যত তাড়াতাড়ি সে পড়ে শেষ করতে পারে। বাংলা পড়ে সে বিজ্ঞান বইটা খুলে বসে, তারপর কিছু অংক করে শেষ করে দেবে।

সে রাতে ঘুমানোর আগে সে আবিষ্কার করল পড়ালেখা করা জিনিসটা আসলে এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, জোর করে না করে নিজে থেকে করলে তার থেকে সহজ আর কিছু হতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, খানিকক্ষণ সত্যিকার পড়াশোনা করলে কেমন জানি একটা তৃপ্তি হয়, মনে হয় সত্যি বুঝি একটা বড় কাজ করে ফেলেছি!

কয়দিন আগে ইলেকট্রিশিয়ান একটা বেশ বড় কাজ পেয়েছে। শহরের একপাশে একটা দোতলা বাসায় ইলেকট্রিসিটির লাইন এনে ঘরে ঘরে আলো, পাখা, সুইচ, প্লাগ বসাতে হবে। ইলেকট্রিশিয়ান বিলুকে জিজ্ঞেস করল সে দোকানের কাজ ছেড়ে তার সাথে সে বাসায় কাজ করতে রাজি আছে কিনা। বিলু খুব খুশি হয়ে রাজি হল, দোকানে বসে থাকা খুব বিরক্তিকর আর ইলেকট্রিশিয়ানের ছোট ভাই লোকটি মহা আলসে, এক গ্লাস পানি খেতে হলেও বিলুকে ফরমাশ করে বসে। তাই পরের দিন ইলেকট্রিশিয়ান বিলুকে নিয়ে সে বাসায় হাজির হল। বড় দোতলা বাসা, এখনো পুরোপুরি শেষ হয় নি। ঘরের দেওয়ালের ভিতর লোহার পাইপ বসানো আছে, ভিতর দিয়ে তার নিয়ে বিভিন্ন ঘরে আলো, পাখা এসবের ব্যবস্থা করা হবে। বড় কাগজে সব আঁকা আছে। প্রথম দিন কন্ট্রাক্টর সব বুঝিয়ে দিল। বিলু আর ইলেকট্রিশিয়ান দেরি না করে কাজ শুরু করে দেয়।

ইলেকট্রিসিটি আনার জন্যে দোতলার ছাদে একটি লোহার পাইপ লাগানো আছে কিন্তু সেটা ঠিক বসানো হয়নি, তাই আবার নতুন করে বসাতে হবে। আপাততঃ বিলুর কাজ হচ্ছে দোতলার ছাদে বসে দেয়ালের মাঝখান দিয়ে একটা ফুটো করা। ভারী হাতুড়ি দিয়ে একটা লোহার গজালে আঘাত করে সে দেয়াল ফুটো করছে। শক্ত কংক্রিটের দেয়াল ফুটো করতে ওর জান বের হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবু কাজটা তার পছন্দের। দোতলার ছাদে বসে চারদিকে অনেক দূর দেখা যায়। আর কেউ নেই, একা একা এরকম একটা কাজ করতে কেমন জানি একটা আনন্দ হয়। সে বরাবরই বেশ শক্ত সমর্থ, কিন্তু তবুও এর মাঝে তার ঘাড় আর হাতের মাংসপেশীতে টান ধরে গেছে।

www.MurchOna.com

ইলেকট্রিশিয়ান বলে গেছে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে, এর পরে নাকি অভ্যাস হয়ে যাবে! এই মুহূর্তে বিলুর অবশ্যি সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না!

বিকেল বেলা যখন রোদ পড়ে এসেছে তখন বাসার সামনে গাড়ি এসে থামল। লাল টুকটুকে সুন্দর একটা গাড়ি। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল তার বয়সী একটা মেয়ে আর তার ছোট ভাই। গাড়ির সামনে থেকে নামল একজন মধ্যবয়স্ক লোক এবং একজন মহিলা, নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েগুলির বাবা মা। মহিলার কোলে একটা ছটফটে বাচ্চা কোল থেকে নেমে পড়তে চাইছে। নিচে বাসার কন্ট্রাক্টর ছিল, তার তোষামুদে গলার স্বর শুনে বিলু অনুমান করে এরা নিশ্চয়ই বাসার মালিক। সে শুনেছে ভদ্রলোক একজন ডাক্তার, এখন ঢাকায় থাকেন। এখানে তাঁর খানিকটা জমি পড়ে আছে, তাই একটা বাসা তৈরি করে ভাড়া দিয়ে দিবেন বলে ঠিক করেছেন। কোন কোন মানুষের এত টাকা কেমন করে হয় বিলু বুঝতে পারে না!

সবাই মিলে তারা বাসার সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখল, কন্ট্রাক্টর বুঝিয়ে দিচ্ছিল কোথায় কি হবে। আজকাল যে সবাই চোর, তাই কন্ট্রাক্টরকে যে সবসময়ে খুব সাবধানে থাকতে হয় কথাটা একটু পরে পরে সে ভদ্রলোককে জানিয়ে দিচ্ছিল। সবাই দোতলার ছাদ থেকে ঘুরে গেল। বিলু তাদের না দেখার ভান করে কাজ করে যেতে থাকে। সে না তাকিয়েও বুঝতে পারে ওর বয়সী মেয়েটি সবার সাথে না গিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিলুর কেমন যেন একটু অস্বস্তি হয়, একটু লজ্জা, একটু অপমান, একটু কেমন যেন জ্বালা ধরানো দুঃখ।

তুমি স্কুলে যাও?

মেয়েটির গলার স্বরে বিলু চমকে উঠে, থতমত খেয়ে বলল, আমাকে বলছ?

হ্যাঁ, তুমি স্কুলে যাও না কেন?

বিলু এর উত্তরে কি বলবে? হাতুড়ি নামিয়ে সে মেয়েটার চোখের দিকে তাকায়, কেন জানি তার মেয়েটার উপর হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ উঠতে থাকে। আস্তে আস্তে বলল, আমি স্কুলে যেতাম। গত সপ্তাহ থেকে ছেড়ে দিয়েছি।

কেন? মেয়েটা এক পা এগিয়ে আসে।

বিলু কথা না বলে মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে! মেয়েটা কি সত্যি বুঝতে পারছে না সে কেন স্কুলে যায় না, নাকি ঢং করছে? বিলু বলল, তুমি বলতে পারবে কেন?

মেয়েটি একটু ইতস্তত করে বলল, পরীক্ষায় ফেল করেছ?

বিলু কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, না আমার স্কুলে যাবার পয়সা নেই।

মেয়েটির চোখে এক মুহূর্তের জন্যে একটা বিস্ময় উঁকি দিয়ে যায়, পরমুহূর্তে তার সারা মুখ লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে উঠে। আমতা আমতা করে বলে, দেখ আমি জানতাম না। আমি — আমি — তুমি কি রাগ করেছ?

না। বিলু আবার হাতুড়িটা তুলে নিয়ে সজোরে দেয়ালে মারতে থাকে, আগুনের

www.MurchOna.com

ফুলকি ছিটকে ছিটকে উঠে। তার ভিতরের চাপা আক্ষেপটা যেন এর ভিতর দিয়েই বের করতে চায়। মেয়েটি কিন্তু চলে গেল না, ছাদে বিলুর কাছাকাছি ঘুরাঘুরি করতে থাকে। আজীবন সুখে মানুষ হয়েছে, তার বয়সী একজনকে টাকা পয়সার অভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে দেয়ালে হাতুড়ি মারতে হচ্ছে, ব্যাপারটা সে ঠিক স্বীকার করে নিতে পারছে না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বিলুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কিন্তু অনেক স্কুলে ফ্রী পড়তে দেয়, দেয় না?

বিলু হাতুড়িটা নামিয়ে কিছু একটা বলার জন্যে মেয়েটির দিকে তাকায় কিন্তু ওর দৃষ্টি মেয়েটাকে পার হয়ে আরো পিছনে গিয়ে আটকে যায়, আর হঠাৎ করে আতঙ্কে ওর সারা শরীর শীতল হয়ে আসে। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটি, যে মাত্র হাঁটতে শিখেছে, কখন সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে এসেছে ওরা জানে না। ছাদে সামনের দিকে এখনো রেলিং নেই, সেদিক দিয়ে একটা ন্যাড়া দেয়াল চলে গেছে। বাচ্চাটি সেই ন্যাড়া দেয়ালের উপর দিয়ে থপ থপ করে সামনে হেঁটে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে কে জানে। আট ইঞ্চি দেয়াল, একটু পা ফসকালে অন্তত কুড়ি ফুট নিচে গিয়ে পড়বে। ইট পাথর থেকে শুরু করে সুঁচালো লোহার শিক পর্যন্ত রয়েছে। বাচ্চাটির ভয়-ডর নেই, একটা পাখিকে উড়ে যেতে দেখে সেই অবস্থায় খুশিতে একটা লাফ দিল, দেখে বিলুর হৃদপিণ্ড লাফিয়ে ওর গলার কাছে এসে আটকে যায়!

মেয়েটি বিলুর দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকায়, সাথে সাথে বিলু বুঝতে পারে মেয়েটি এক্ষুনি চিৎকার করে উঠবে। চিৎকার শুনে চমকে উঠে বাচ্চাটি তাল হারিয়ে পড়ে যেতে পারে। কিছু বোঝার আগে বিলু লাফিয়ে উঠে মেয়েটির মুখ চেপে ধরে, মেয়েটি তার দিকে তাকাতেই ফিসফিস করে বলল, চুপ—চুপ—একটি শব্দও না! মেয়েটি বুঝতে পারে সাথে সাথে বিলু কি বলতে চাইছে, দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে—বাচ্চাটি তখন দেয়ালের প্রায় শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁচেছে, ওপাশে খাড়া দেয়াল প্রায় তিরিশ ফুট নিচে নেমে গেছে।

মেয়েটিকে ছেড়ে বিলু বাচ্চাটিকে ধরার জন্যে নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। ছাদটা পার হয়ে দেয়ালের উপর দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই বাচ্চাটিকে ধরে ফেলবে, বিলু দেয়ালে পা দিয়ে খোদাকে ডাকে, দোহাই খোদার, বাচ্চাটিকে চমকে দিও না—দোহাই খোদা, আর এক সেকেণ্ড—

কিন্তু খোদা বিলুর কথা শুনল না। বাচ্চাটির মা নিচে থেকে হঠাৎ বাচ্চাটিকে দেখে ফেলে আতঙ্কে তার নিজের অজান্তে চিলের মত কান ফাটানো স্বরে চিৎকার করে উঠেছেন! বাচ্চাটি চমকে উঠে তাল হারিয়ে ফেলেছে। নতুন হাঁটতে শিখেছে সে, তাল হারিয়ে পড়ে যাওয়া তার কাছে নতুন কিছু নয়, হাত পা ছেড়ে মেঝেতে বসে পড়ে সে। এবারেও পিছনে বসার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু এবারে পিছনে কিছু নেই, বিশ ফুট নিচে কিছু লোহার সুঁচালো শিক উপর দিকে মুখ করে আছে!

www.MurchOna.com

বিলু যেখানে ছিল সেখান থেকেই লম্বা লাফ দিল। দেয়ালের ওপর পা পড়ল ঠিক ঠিক, তাল সামলে অন্য পায়ের উপর লাফ। এবারে পা কোথায় পড়েছে দেখার সুযোগ নেই, হাত দিয়ে তাল সামলানোর উপায়ও নেই, বাচ্চাটিকে ধরতে হবে হাত দিয়ে, প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল সে দেয়ালে। পা পিছলে গেছে, পড়ে যাচ্ছে সে নিজেও, সেই অবস্থায় বাচ্চাটিকে ধরে ফেলল একহাতে, অন্য হাতে দেয়াল ধরে সামলে নিল কোনভাবে। প্রচণ্ড জোরে লেগেছে কোথাও কিন্তু দেখার সময় নেই, বাচ্চাটির শার্ট এক হাতে ধরে রেখে অন্য হাতে অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে তুলল দেয়ালের উপর। পট পট করে শার্টের বোতাম ছিড়ে বাচ্চাটি পড়ে যাচ্ছিল আবার, ঠিক সময় বাচ্চাটিকে অন্য হাতে ধরে ফেলল। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে বিলু বাচ্চাটিকে হ্যাঁচকা টানে দেয়ালের উপর তুলে ফেলে। প্রচণ্ডভাবে লেগেছে ওর পায়ে, ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই কোথায়, বিলুর চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। জ্ঞান হারাচ্ছে কি সে? সাবধানে চোখ খুলে রাখে সে, শেষ মুহূর্তে বাচ্চাটিকে নিয়ে সে নিজে পড়ে যেতে চায় না নিচে!

আস্তে আস্তে বিলুর অনুভূতি ফিরে আসতে থাকে। শুনতে পায় বাচ্চাটি তারস্বরে চেচাঁচ্ছে। কি আশ্চর্য! সে এতক্ষণ শুনে নি পর্যন্ত। নিচে ভয়ানক চেঁচামেচি হচ্ছে, কেউ একজন হাউমাউ করে কাঁদছে, সবাই একসাথে কথা বলছে, কি বলছে কে জানে। বিলু মাথা ঘুরিয়ে তাকায়, ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে নিচে, তার মাঝে ইলেকট্রিশিয়ান ছুটে আসছে একটা মই নিয়ে। মইটা ওর পাশে এসে লাগল, ইলেকট্রিশিয়ান দ্রুত উঠে এসে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বিলুকে জিজ্ঞেস করে, বিলু, লেগেছে কোথাও?

বিলু কোনভাবে মাথা নাড়ে।

কোথায়?

পায়ে, বুকে। বিলু সাবধানে পা সোজা করল, না, কিছু ভাংগেনি।

দাঁড়া, দাঁড়া, নড়িস না, আমি বাচ্চাটাকে রেখে আসি।

ইলেকট্রিশিয়ান বাচ্চাটিকে নিচে মায়ের কাছে দিয়ে আবার উঠে আসে। বিলু সাবধানে উঠে বসেছে, হঠাৎ হঠাৎ করে মাথা ঘুরে উঠছে ওর, ইলেকট্রিশিয়ান ওকে ধরে সাবধানে নিচে নামাতেই কোথা থেকে মেয়েটা ছুটে এসে ওকে আকড়ে ধরে সে কি কান্না! কিছুতেই তার কান্না থামতে চায় না। বিলু কি করবে বুঝতে পারে না কিন্তু ওর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই, একটু পিছিয়ে এসে ও কয়েকটা ইটের উপর বসে পড়ে, মেয়েটা তখনো ওকে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। কোথা থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ে শার্টটা ভিজে গেছে, মেয়েটার হাতও ভিজে গেছে রক্তে। বিলু হাঁটুর উপরে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে। আহ্! কেউ একজন এসে নিয়ে যায় না কেন মেয়েটাকে?

একজন একজন করে সবাই গাড়িতে উঠছে। মেয়েটি, মেয়েটির ভাই, বাবা, মা, মায়ের কোলে ছোট ছেলেটি। ছোট ছেলেটির কিছুই হয় নি, দুই মিনিটের মাঝে ঠিক

www.MurchOna.com

হয়ে গেছে। আবার তার হৈ-চৈ কে দেখে! পিঠে যেখানে বিলু খামচে ধরেছিল সেখানে নখের আঁচড়ে খানিকটা ছড়ে গেছে, সেটা এমন কিছু নয়। বিলু নিজেও অনেকটা সামলে উঠেছে, বুকের কাছে খানিকটা কেটে গেছে। পায়ে এখনো বেশ ব্যথা কিন্তু খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে পারে সে।

গাড়ি ছেড়ে দেয়ার আগে ভদ্রলোক বিলুকে ডাকলেন, এই যে ছেলে শুনে যাও।

বিলু অস্বস্তি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে যায়। ভদ্রলোক পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

বিলুর মাথায় হঠাৎ একটা ছোট বিস্ফোরণ হল, তাকে টাকা সাধছে! সে মুখ শক্ত করে বলল, আমার টাকা আমি ইলেকট্রিশিয়ানের কাছ থেকে পাই।

এটা সে টাকা নয়। এটা তোমার জন্যে!

বিলু স্থির চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল, বলল, এ টাকা তাহলে কি জন্যে?

ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন। অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, তোমার জন্যে! তোমাকে খুশি হয়ে দিচ্ছি!

বিলু কখনো গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, এবারেও সে কোন উত্তর খুঁজে পেল না। কিন্তু তার কেমন যেন একটা রোখ চেপে যায়, সে একটা ঠিক উত্তর না দিয়ে আজ এখান থেকে যাবে না। কয়েক সেকেণ্ড সে ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমি টাকার জন্যে আপনার ছেলেকে বাঁচাই নি।

ওর চোখে পানি এসে যাচ্ছে, মুখ ঘুরিয়ে সে হেঁটে যায়। হায় খোদা! পৃথিবীর মানুষের অনুভূতি নেই কেন?

গাড়ির ভিতরে ভদ্রমহিলা ভদ্রলোককে বললেন, তুমি গাড়ি ছেড়ো না।

কেন?

আমি নামব।

কেন?

ছেলেটার কাছে মাপ চেয়ে আসি।

ন্যাকামো কর না—ভদ্রলোক ধমকে উঠে গাড়ি স্টার্ট করলেন।

ভদ্রমহিলা আহত স্বরে বললেন, তুমি, এরকম কেন?

কেন? কি হয়েছে?

ছেলেটাকে কেমন কষ্ট দিলে দেখেছ?

কিসের কষ্ট? দেখেছে টাকা কম, তাই একটু ডাঁট মেরে গেল। আমার কাছে আর টাকা নেই। আমি কি করব?

ভদ্রমহিলা চুপ করে গেলেন। গাড়ির পিছনে অন্ধকার, মেয়েটি সেখানে মাথা নিচু করে বসে রইল। ওর বাইরে তাকানোর সাহস নেই, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে যেতে যেতে ছেলেটি যদি দাঁড়িয়ে পড়ে আর ঘুরে ওর দিকে তাকায়, তাকিয়ে যদি বলে আমি তোমার ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও আরেকটু হলে মরে যেতাম! আর তোমরা

www.MurchOna.com

একটিবার আমার হাত ধরে কিছু বললে না, একটিবার আমাকে জিজ্ঞেস করলে না আমি কে, আমি কোথায় থাকি, কি করি! তোমরা গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বের করে আমার দিকে কয়টা টাকা বাড়িয়ে দিলে! আশ্চর্য!

মেয়েটি মাথা নিচু করে বসে রইল, খোদা, তুমি অন্ধকার করে দাও। গাড়ির ভিতরটা আরো অন্ধকার করে দাও! ছেলেটি যেন আমাকে দেখতে না পারে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালে যেন কিছুতেই আমাকে দেখতে না পারে, আমি ওকে মুখ দেখাব কেমন করে?

ছেলেটি কিন্তু পিছনে ঘুরে তাকাল না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে হেঁটে গেল।

রাতে বিলুর শরীর কেঁপে জ্বর এল, ওর মা ওকে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুইয়ে রাখলেন। নেহায়েত শক্ত অসুখ না হলেও ওরা ডাক্তারের কাছে যায় না তাই বিলু রাতে কোন ওষুধপথ্যি ছাড়াই এক গ্লাস বার্লি খেয়ে শুয়ে রইল। পরদিন ওর জ্বর নেমে গেল, কিন্তু বুকে আর পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, তাই কাজে যেতে পারল না। ওর মা ওকে পরের দিনও কাজে যেতে দিলেন না। বিলু বিছানায় আধশোয়া হয়ে ওর বইপত্র নাড়াচাড়া করে সময় কাটাল। ঘুরে ফিরে ওই মেয়েটির কথা মনে পড়ে, টাকার অভাবে সে স্কুলে যেতে পারছে না শুনে কি অবাক হয়েছিল! সেজন্যেই বুঝি ওর বাবা ওকে টাকা দিতে চাইছিল? পৃথিবীতে যেন টাকাই সব! বিলু লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। এই বয়সে ওর বড়দের মত ভাবনা।

পরদিন কাজে আসতেই ইলেকট্রিশিয়ান হাসিমুখে বলল, ও, তুই ভাল হয়ে গিয়েছিস তাহলে। আমি আরো ভাবলাম কি না কি হল কে জানে! বাসার ঠিকানাও জানি না যে খোঁজ নিই।

বিলু বলল, জ্বর হয়েছিল, তাই মা আসতে দিল না।

ইলেকট্রিশিয়ান ভুরু কুঁচকে বলল, তাহলে আজ আবার কি জন্যে এসেছিস? আরো দুই দিন বিশ্রাম নিস না কেন?

নাহ্! কাজে ফাঁকি দিয়ে কি হবে! বিলু ছাদে উঠে যাচ্ছিল ইলেকট্রিশিয়ান নিচে থেকে ডাকল, বিলু তোর জন্যে একটা চিঠি রয়েছে।

চিঠি! বিলু অবাক হয়ে ঘুরে তাকায়। চিঠি কে দিল?

বাড়ির মালিকের মেয়ে। দুইদিন মা আর মেয়ে এসে তোকে খুঁজে গেছে। ইলেকট্রিশিয়ান পকেটের নানা তেল-চিটচিটে কাগজের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে দিল। চিঠিতে লেখা —

www.MurchOna.com

প্রিয় বিলু,

আমরা কাল ঢাকা চলে যাচ্ছি, তাই তোমার সাথে দেখা হল না। আমি আর আমার আম্মা বাপ্পার জীবন বাঁচানোর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম। তোমার বাসার ঠিকানা জানি না বলে তোমার বাসায় যেতে পারিনি।

আমাদের বাসার ঠিকানা দিয়ে গেলাম। তুমি কখনো ঢাকা এলে অবিশ্যি দেখা করো।

ইতি
পলিন

নিচে গোটা গোটা হাতে ঠিকানা লেখা। বিলু কখনো ঢাকা যায় নি, তাই ঠিকানা দেখে বুঝতে পারল না জায়গাটা কোথায়।

ইলেকট্রিশিয়ান চিঠিটা আগেই পড়েছে, বিলুর পড়া শেষ হতেই বলল, মেয়েটা ভাল, বাপের মত চামার না।

বিলু কিছু বলে না, ওর বাবা চামার ইলেকট্রিশিয়ানের সে রকম ধারণা হল কেন কে জানে!

তুই নিজের জানের মায়া না করে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিলি, আর তোকে ফেলে রেখে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল! শালা, দেখছিস বুক থেকে রক্ত পড়ছে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি তো?

ইলেকট্রিশিয়ান মুখ কুঁচকে মাটিতে থুথু ফেলে। বিলু বলল, রক্ত পড়া তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নিজে থেকেই।

তাই বলে একটা ভদ্রতা নাই? টাকা হলেই গরিবকে জুতা মারতে হয়? বিলু কিছু না বলে উপরে উঠে চিঠিটা আবার পড়ে। মেয়েটা সত্যিই ভাল, কি সুন্দর চিঠিটা লিখেছে! সেদিন যখন ওকে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল তখন ওর চুলের গন্ধ পাচ্ছিল, কি মিষ্টি গন্ধ! মাথায় কি তেল মাখে কে জানে। ওর ছোট বোন রওশন মাথায় সর্ষের তেল দেয়, কি বিদঘুটে গন্ধ!

ছাদে বসে বিলু আবার কাজ শুরু করে দেয়। এমনিতেই দুদিন সময় নষ্ট হয়ে গেছে, বেতন থেকে কেটে নেবে নিশ্চয়ই। বুকের কাটাটা শুধু টনটন করছে, হাতে-পায়ে অন্যান্য ছোটখাট কাটাগুলি বেশি যন্ত্রণা দেবে না। পায়েও বেশ ব্যথা, বসে থাকলে বেশ সহ্য করা যায়, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা করে উঠে। বিলু সাবধানে পা লম্বা করে বসে কাজ শুরু করে। দেয়ালে গতটা শেষের দিকে, আর ঘন্টাখানেক কাজ করলে শেষ হয়ে যাবার কথা।

দুপুরের দিকে বাসার সামনে লাল গাড়িটা এসে থামে। বিলু নিজের হাতুড়ির শব্দে

www.MurchOna.com

শুনতে পায় নি, তাই নিচে না তাকিয়ে কাজ করতে থাকে। গাড়ি থেকে মেয়েটা নামে, বুকের কাছে একটা প্যাকেট ধরে রাখা। বিলুকে উপরে কাজ করতে দেখে সে ভারি খুশি হয়ে উঠে। কয়েক লাফে সে সোজা ছাদে ওঠে এল।

বিলু!

বিলু চমকে উঠে তাকিয়ে দেখে সেই মেয়েটি! কয়েক মুহূর্ত লাগে তার নিজেকে সামলে নিতে। হাতুড়িটা রেখে সে মেয়েটার দিকে তাকায়। কি বলবে বুঝেতে পারে না!

তুমি ভাল হয়ে গেছ?

বিলু মাথা নেড়ে বলল, তোমাদের না আজ চলে যাবার কথা?

ক্যান্সেল হয়ে গেছে। কাল যাব।

বিলু কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, ও!

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ওর পাশে বসে ওর হাত ছুঁয়ে বলল, বিলু, আমি তোমার কাছে মাফ চাইতে এসেছি।

মাফ! কেন?

আমার আম্মাও এসেছিলেন, আজ আসতে পারলেন না। আমাকে বলে দিয়েছেন তোমাকে বলতে, তুমি যেন আমার আব্বার ব্যবহারে কিছু মনে না কর।

আমি কি মনে করব?

আমার আব্বা সব সময় ওরকম, কিছু বুঝে না, তুমি কিছু মনে কর না, প্লীজ!

বিলু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, আমি কিছু মনে করি নি! বিশ্বাস কর।

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলল, সেদিন আমরা ইলেকট্রিশিয়ানের সাথে কথা বলেছি, সে আমাদের সব কিছু বলেছে।

বিলু শঙ্কিত হয়ে বলে, কি বলেছে?

বলেছে যে, তুমি সারাদিন কাজ করে বাসায় গিয়ে একটু খেয়েই পড়াশোনা শুরু কর।

আর কি বলেছে?

বলেছে, তুমি খুব ভাল ছাত্র, টাকার অভাব হয়েছে বলে কাজ করছ। একটু গুছিয়ে নিয়ে তুমি আবার স্কুলে যাবে! তুমি কারো কাছ থেকে সাহায্য নাও না, নিজের কাজ নিজে করো!

বিলু হাসি আটকে রেখে বলল, আর কি বলেছে?

বলেছে, তুমি পড়াশোনাতে যে রকম খেলাধুলাতেও সেরকম, তোমার মত হাই জাম্প, লং জাম্প কেউ দিতে পারে না।

বিলু এবার শব্দ করে হেসে ওঠে। ইলেকট্রিশিয়ান তার সম্পর্কে বানিয়ে এতো কথা কেন বলেছে কে জানে! মনে হয় সেদিন তাদের ব্যবহারে সেও কষ্ট পেয়েছিল, তাই ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল বিলু সাধারণ ছেলে নয়—তার সাথে ওরকম ব্যবহার করা যায় না! হতে পারে ইলেকট্রিশিয়ানের বাড়িয়ে বলার অভ্যাস, সবসময়েই এভাবে

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

কথা বলে। বিলু হাসি থামিয়ে বলল, তোমরা ইলেকট্রিশিয়ানের সব কথা বিশ্বাস করেছ?

কেন করব না?

সব বানিয়ে বলেছে। আমি জীবনে হাই জাম্প দেই নি। পড়াশোনাতে আমি খুব খারাপ, কোনদিন রাত্রে গিয়ে আমি পড়তে বসি না।

মেয়েটা তার কথা বিশ্বাস করল না, মুখের একটা ভঙ্গি করে বলল, তাহলে তুমি বলতে চাও ওই কথাটা মিথ্যা?

কোন্ কথাটা?

তোমার বন্ধুকে একটা পাগল দা দিয়ে কোপ দিতে গিয়েছিল। তুমি লাফিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে দা সহ পাগলের হাত চেপে ধরেছিলে?

বিলু আবার খুকখুক করে হেসে ওঠে। ইলেকট্রিশিয়ান এই গল্পটি কোথায় শুনেছে কে জানে! নিশ্চয়ই স্যার বলেছেন। মেয়েটি বলে, কি, এটাও মিথ্যে?

বিলু মাথা নেড়ে বলে, আমি কখনোই নূরা পাগলার সামনে লাফ দেই নি, পিছন থেকে চেয়ার দিয়ে মেরেছিলাম!

মেয়েটি হাততালি দিয়ে বলে, তার মানে সত্যি! তুমি লজ্জা পেয়ে না করছ।

বিলু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে সুবিধা করতে পারল না। মেয়েটি ধরে নিয়েছে সে একটি ছোটখাট বীরপুরুষ, তার ধারণা পাল্টানো কঠিন। বিলু খুব বেশি চেষ্টাও করল না, কেউ যদি তাকে বীরপুরুষ ভাবতে যায়, ভাবুক। ব্যাপারটা তো সত্যিও হতে পারে, হয়তো সে সত্যিই বীরপুরুষ!

মেয়েটি সুর পাল্টে বলল, তোমার শরীর কেমন আছে? বুকের কাছে কেটে গিয়েছিল, সেটা ভাল হয়েছে?

সময় লাগবে সারতে, বিলু বোতাম খুলে দেখায়, কালো হয়ে ফুলে আছে।

ইশ! কি রক্ত পড়ছিল! আর আমি কি বোকার মত কাঁদছিলাম—মেয়েটা একটু লজ্জা পেয়ে যায়।

বিলু কিছু না বলে একটু হাসে।

তোমার খুব সাহস, না?

কেন?

আমি ছাদ থেকে দেখেছি বাপ্পা পড়ে যাচ্ছে, চোখ বন্ধ করে ফেলেছি ভয়ে আর হঠাৎ দেখি তুমি এক লাফ দিলে! ওহ্ মা গো! যদি একটু পা ফসকাতো তাহলে কি হতো?

এত চিন্তা করে কি আর কেউ লাফ দেয়?

কিন্তু তোমার অনেক সাহস। মেয়েটা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে, তোমার অনেক সাহস আর অনেক বুদ্ধি। আমি চিৎকার করে উঠছিলাম, তুমি আমার মুখ চেপে ধরলে, তুমি কেমন করে বুঝেছ যে চিৎকার করলেই বাপ্পা পড়ে যাবে, আমার তো একবারও

www.MurchOna.com

মনে হয় নি। আম্মা যদি চিৎকার না করত, তুমি হেঁটে গিয়ে বাপ্পাকে ধরে ফেলতে পারতে।

বিলু একটু লাজুকভাবে হাসে! আসলেই কি তার অনেক বুদ্ধি? তাহলে জ্যামিতি কেন সে বোঝে না কিছুতেই?

তোমার অনেক সাহস, তোমার অনেক বুদ্ধি আর তুমি অনেক হ্যাণ্ডসাম।

হ্যাণ্ডসাম মানে সুন্দর বিলু অল্পদিন হল শিখেছে, সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। তাকে এর আগে কেউ সুন্দর বলে নি। কেন বলবে? জন্মের সময় গায়ের রং শ্যামলা ছিল, এখন রোদে পুড়ে কাল, নাকটা বোচা, চুল উশকোখুশকো, চোখগুলি বড় বড়, মুখের সাথে বেমানান, তাকে সুন্দর বলার কি অর্থ?

মেয়েটা তাকে দেখে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, দেখ দেখ কি লজ্জা পাচ্ছে!

বিলু কি বলবে বুঝতে পারে না, মেয়েটা অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে, আচ্ছা আচ্ছা যাও, আর তোমাকে লজ্জা দেব না।

মেয়েটা কি সুন্দর কথা বলতে পারে, বিলু অবাক হয়ে শুনে। সে নিজে কখনোই গুছিয়ে বলতে পারে না। কখনো কেউ তাকে কিছু বললে উত্তরে কি বলা যায় সেটা তার দুদিন পরে মনে পড়ে, তখন কিছুতেই মাথায় আসে না। অনেক ভেবে সে বলল, তোমার ভাই কেমন আছে?

বাপ্পা? ওহ! তার কথা আর বল না, সেদিন বাসাতে গিয়েই টেবিল ক্লথ ধরে এক টান। উপরে কাঁচের জগ ছিল পড়ে ভেঙে একশ টুকরা! আরেকটু হলে মাথায় পড়ত। ওটা বড় হলে গুণ্ডা হবে!

বিলু বড়দের মত হেসে বলে, ছেলেরা একটু গুণ্ডা গুণ্ডাই ভাল।

কক্ষনো না। গুণ্ডা খুব খারাপ।

আমি গুণ্ডা বলিনি, বলেছি গুণ্ডা গুণ্ডা।

দুটোর মাঝে কি পার্থক্য?

বিলু পার্থক্যটা আর বলতে পারে না। দুদিন পরে নিশ্চয়ই তার মনে পড়বে পার্থক্যটা কি!

মেয়েটি তার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা খাতা বের করে বলে, নেও, এখানে সাইন কর।

এটা কি?

এটা সব বিখ্যাত লেখকদের অটোগ্রাফের খাতা।

বিলু খুলে দেখে সত্যি তাই। দেশের সব নামকরা কবি সাহিত্যিক, ফুটবল খেলোয়াড়, এমন কি সিনেমার অভিনেতাদের নিজের হাতে নাম স্বাক্ষর রয়েছে। অনেকে আবার কিছু একটা লিখে দিয়েছে। একজন আর্টিস্ট আবার একটা ছবি এঁকে দিয়েছে। বিলু বলল, এখানে তো শুধু বিখ্যাত লোকদের নাম, আমি তো বিখ্যাত না।

www.MurchOna.com
sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

তুমি তো বিখ্যাত হবে।

বিলু সত্যি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

মেয়েটি গম্ভীর হয়ে বলল, বিখ্যাত লোকদের জীবনী পড় নি তুমি? কত কষ্ট করে পড়াশোনা করে বড় হয়। তুমিও তো সেরকম। তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে না?

নাহ্। বললাম না আমি খুব খারাপ ছাত্র।

মেয়েটি নিরুৎসাহিত হয় না, বলে, তাতে কি হয়েছে। এখন তুমি ভাল ছাত্র হয়ে যাবে। তা ছাড়া তুমি নিজের জানের মায়া না করে অন্যদের উদ্ধার কর, ঠিক বিখ্যাত লোকেরা যে রকম করে। নাও, সাইন কর। কিছু একটা ভাল জিনিস লিখে দাও।

বিলু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে বুঝতে পারল মেয়েটা সত্যি চাইছে সে কিছু একটা লিখে দিক। বিলু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, আমি লিখতে পারি কিন্তু তুমি এখানে দেখতে পারবে না কি লিখেছি, বাসায় গিয়ে দেখবে।

মেয়েটা রাজি হল। বিলু খানিকক্ষণ ভেবে স্যারের মুখে শোনা একটা কথা, যেটা ওর খুব পছন্দ, যত্ন করে লিখে দিল, "একজন বিখ্যাত মানুষ দিয়ে কি হয়? কিছুই হয় না। কিন্তু একশ জন খাঁটি মানুষ দিয়ে একটা দেশ পাল্টে দেয়া যায়।" লিখতে গিয়ে একটা বানান ভুল হয়ে গেল কিন্তু বিলু সেটা ধরতে পারল না। কথাটি এত খাঁটি যে বানান ভুলে কিছু আসে যায় না।

মেয়েটি মুখ টিপে হেসে খাতাটি নিজের ব্যাগে রেখে ব্যাগ থেকে একটা বড় বই বের করল। বলল, আমি তোমার জন্যে একটা বই এনেছি। তুমি নেবে তো?

বই? আমার জন্যে?

হ্যাঁ। আমার সবচেয়ে প্রিয় বই এটা, তোমাকে দিচ্ছি। পুরানো বই দেখে তুমি রাগ করবে না তো? কি করব নতুন পাওয়া যায় না!

না, না, রাগ করব কেন। বিলু বইটা খুলে। প্রথম পৃষ্ঠায় গোটাগোটা হাতের লেখা।

পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী ছেলে বিলুকে

—পলিন

নিচে আজকের তারিখ। ইংরেজি বই, পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিসগুলির ছবি দেয়া আছে, পেরুর রহস্যময় ছবি, তাইগার রহস্যময় বিস্ফোরণ, আর্জেন্টিনার মৃত জমে থাকা শিশু, আরো কত কি! ঝকঝকে ছবি দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। কেউ কিছু দিলে কি বলতে হয় বিলু জানে না, তাই সে মুখটা হাসি হাসি করে বসে রইল। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, পছন্দ হয়েছে তোমার বইটা?

হ্যাঁ হ্যা, খুব সুন্দর বই!

মেয়েটা উত্তরে কি একটা বলতে চাইছিল, ঠিক এই সময়ে নিচে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিতে গাড়ি এসে গেছে। মেয়েটি ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঐ যে গাড়ি এসে গেছে। আমাকে যেতে হবে এখন।

www.MurchOna.com

মেয়েটা উঠে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে একটু হাসির ভঙ্গি করে। বিলুও সাবধানে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ায়, একটু অসাবধান হলেই পায়ে যন্ত্রণা করে উঠবে। ওর কেমন জানি কষ্ট হয়, কি ভাল মেয়েটি! চলে যাচ্ছে, আর কোনদিন হয়তো দেখা হবে না।

তুমি সাবধানে থেকো। বেশি সাহসের কাজ কর না।

বিলু হাসে কিছু বলে না।

তুমি যদি কখনো ঢাকা যাও, আমাদের বাসায় এসো, আমার আম্মা খুব খুশি হবেন।

আচ্ছা।

আর তুমি বেশি কাজ করো না, শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

বিলু মাথা নাড়ে। মেয়েটি সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে, তুমি যখন বড় হয়ে খুব বিখ্যাত হবে তখন আমার কথা মনে রেখো।

বিলু একটু হাসার ভঙ্গি করে। নিচে থেকে আবার গাড়ির হর্ন শোনা যায়। মেয়েটি হাত নেড়ে দ্রুত নেমে যায়। গাড়িতে উঠে আবার হাত নাড়ে। বিলুও হাত নাড়ল একবার। গাড়ি শব্দ করে ছেড়ে দেয়। মোড় ঘুরে গাড়িটা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত বিলু দাঁড়িয়ে থাকে।

কি ভাল মেয়েটি! কে জানে আর কখনো দেখা হবে কি না ওর সাথে। মেয়েটি এমনভাবে ওর সাথে কথা বলল, যেন সত্যিই ও একজন বিখ্যাত লোক হবে! বিলু একটু হাসে, বাচ্চা মেয়েটি এখনো কল্পনার রাজ্যে আছে, সত্যিকার জীবন কি জানে না। মেয়েটি জানে, বিখ্যাত হওয়াই বুঝি মানুষের জীবনের সব কিছু। মেয়েটি জানে না আসলে সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। বিখ্যাত হওয়া হচ্ছে লটারীর মত, যার কপালে রয়েছে সে হবে, সেজন্যে যে কখনো বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টা করতে হয় না। মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। যে যত বেশী চেষ্টা করে সে তত বেশি মানুষ হয়।

বিলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, স্যার সত্যিই বলেছেন ওকে, একজন বিখ্যাত মানুষ দিয়ে কি হয়, কিছু হয় না। কিন্তু একশটা খাঁটি মানুষ দিয়ে দেশ পাল্টে দেয়া যায়। তাই চেষ্টা করতে হয় খাঁটি মানুষ হওয়ার! খাঁটি মানুষ হওয়া শক্ত কিছু নয়, যে কেউ হতে পারে।

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। স্কুলের ষান্মাসিক পরীক্ষা। ছেলেরা সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। বিলুর পরীক্ষার চিন্তা থাকার কথা নয়, অন্তত সে নিজে তাই ভেবেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা হল না, স্যার এসে বলে গেলেন প্রত্যেকটা পরীক্ষার পর বিলুকেও বাসায় বসে পরীক্ষা দিতে হবে। স্যার দেখবেন সে কেমন

www.MurchOna.com

পড়াশোনা করেছে! শুনে বিলুর আত্মা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। একেবারে যে পড়াশোনা করে নি তা নয় কিন্তু, তাই বলে পরীক্ষা দেয়ার মত অবস্থা ওর নয়। প্রথমে ভাবল স্যারকে একটা অজুহাত দিয়ে কোনভাবে এবারকার মত বেঁচে যাবে কিন্তু কোনভাবে সাহস করে গিয়ে স্যারকে বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তার বই নিয়ে বসে পড়াশোনা শুরু করে দিতে হল।

প্রথম প্রথম ওর বড় ভাই ওকে দেখে টিটকারি মেরে যেতো কিন্তু যখন দেখল পুরো এক সপ্তাহ এতটুকু ফাঁকি না দিয়ে পড়াশোনা করে যাচ্ছে তখন আর তাকে ঘাটালো না। ওর বাবা একদিন এসে ওর পাশে বসে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিলাম, এখন তুই পড়াশোনায় মন দিলি। আগে যদি একটু পড়াশোনা করতি তাহলে তো বছরটা নষ্ট হত না।

বিলু কিছু বলল না। সে তার বাবার সাথে ঠিক সহজভাবে কথা বলতেও পারে না।

সত্যি যদি পড়াশোনা করিস তাহলে সামনের বছর তোকে আবার স্কুলে দেব। এক বছর নষ্ট হলে কি হয়?

বিলু ইচ্ছে করে বাবাকে কিছু বলল না, সত্যি সত্যি সে যদি বছরটা নষ্ট না করেই আবার স্কুলে যেতে পারে ওর বাবা কি অবাক হবেন!

স্কুলে পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষার পর প্রতিদিন টিপু তার প্রশ্নটি বিলুকে পৌঁছে দিত, স্যার টিপুকে তার ভার দিয়েছেন। বিলু বাসায় বসে পরীক্ষা দেয়। তাকে কেউ পাহারা দেয় না, ইচ্ছা করলেই সে বই খুলে দেখতে পারে কিন্তু সেটা সে কি ভাবে করে? প্রথমত, সে খাঁটি মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছে। খাঁটি মানুষ কখনো কি নকল করে পরীক্ষা দেয়? দ্বিতীয়ত, স্যার অনেকবার বলেছেন দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে তাঁর নাকি এমন ক্ষমতা হয়ে গেছে যে, কোন ছেলে যদি নকল করে তিনি খাতা দেখেই বলে দিতে পারেন। বিলু এত বড় বিপদের ঝুঁকি কিভাবে নেয়?

বিলুর পরীক্ষা যত খারাপ হবে ভেবেছিল তত খারাপ হল না। অংক আর ইতিহাসে বেশি সুবিধে করতে পারল না কিন্তু অন্যগুলি বেশ উৎরে গেল। স্যার অবিশ্যি বললেন তিনি নাকি আরো অনেক ভাল আশা করেছিলেন। বিলু সাহস করে বলতে পারল না তার পুরো পড়াশোনা মাত্র এক মাসের, সে তুলনায় এটা মোটেও খারাপ নয়। কে জানে, শুনে হয়তো স্যার আরো বেশি নিরাশ হয়ে যাবেন। স্যারকে সে কথা দিয়েছিল সে নিয়মিত পড়ে যাবে।

পরীক্ষার ঝামেলা চলে গেলে বিলু আবার তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাত শুরু করল। সে যে আজকাল ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ প্রায় শিখে গিয়েছে সেটা কেউ অবিশ্বাস করল না। মাসিক সে কত টাকা উপার্জন করে সেটা শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়! ওরা এখনো খুচরা পয়সার বেশি কল্পনা করতে পারে না, তাই তাদের স্তম্ভিত হতে খুব বেশি টাকার প্রয়োজন হয় না। বিলু বাসার ছাদে ছোট বাচ্চাটিকে কিভাবে

www.MurchOna.com

উদ্ধার করেছিল ঘটনাটি বেশ খানিকটা ফুলিয়ে ফাপিয়ে বর্ণনা করল, বন্ধুরা সেটা ঠিক বিশ্বাস করতে রাজি হল না। রাজি হবার কথাও নয়, কারণ সে যত লম্বা লাফ দিয়েছে বলে দাবি করল সেটি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়! বিলু চোখ পাকিয়ে বলল, আমার কথা বিশ্বাস করলি না। চল তাহলে ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, দুই মাইল হেঁটে ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে যাওয়া ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ঠিক হল পরের দিন সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে।

পরদিন বিলু তাকে দেয়া বইটা নিয়ে আসে। সেটি দেখে সবারই কমবেশি হিংসা হল। বইটি দেখে না যেটুকু হিংসে তার থেকে বেশি হিংসে পলিনের হাতের লেখা, "পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী ছেলে বিলুকে" কথাটি দেখে। কণা বলল, সাহসী না কচু। তুই হেডস্যারের মারের ভয়ে একবার স্কুলে ফাঁকি দিলি মনে নেই?

ফজলু বলল, যার স্কুলে যেতে হয় না, তার আবার সাহস কিসের? পড়া না করে আয় দেখি আমার মত ইতিহাস ক্লাসে!

কথাটা সত্যি, পড়া না করে ইতিহাস ক্লাশে আসতে বুকের পাটা লাগে।

আরিফ একটা গাছের ডাল ঘুরাতে ঘুরাতে বলল, একটা পু-পুরানো বই মানুষকে দেয় নাকি কেউ?

জীবনময় বলল, বিলুর সাহস আছে মানি, তাই বলে পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী বলাটা বাড়াবাড়ি!

শুধু টিপু বলল, যা যা, বাজে কথা বলিস না। তোদের সবার সাহস একত্র করলে যত সাহস হবে বিলুর সাহস তার থেকে দশ গুণ বেশি।

ফজলু রেগে বলল, দেব এক থাপ্পড়। তুই নিজে ভীতুর ডিম, তার মানে কি সবাই ভীতু বগার ডিম?

মাসুদ শুধু বইটা দেখে একটু বাঁকা করে হাসল। কিছু বলল না। সবাই বুঝল ওর সবচেয়ে বেশি হিংসে হয়েছে। কণা জিজ্ঞেস করল, তুই ওরকম করে হাসছিস কেন?

বিপদের সময় হঠাৎ করে কিছু একটা করা কি সাহস? সেটা তো মানুষ কি করছে না বুঝে করে।

বিলু এতক্ষণ পরে কথা বলে, তাহলে সাহসটা কি?

সাহস হচ্ছে, মানুষ যখন ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় একটা বিপদের কাজ করে সেটা।

তার মানে তুই বলতে চাস আমি কখনো ঠাণ্ডা মাথায় বিপদের কাজ করতে পারি না?

মাসুদ বলল, তা আমি বলি নি। আমি শুধু বলছি তুই সেটা এখনো করিস নি।

সবাই জানে ও সব সময় উকিলের মত কথা বলে। বিলু রেগে গিয়ে বলল, সেরকম কাজটা কি শুনি?

মানুষ যখন যুদ্ধ করে তখন সাহস দেখায়, যারা উঁচু পাহাড়ে ওঠে তারা সাহসী,

www.MurchOna.com

যারা সমুদ্রে ডাইভ দেয় তারা সাহসী।

তার মানে যেখানে যুদ্ধ নেই, পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই সেখানে সাহসী মানুষ নেই?

না, তা ঠিক না। মাসুদ একটু আমতা আমতা করে থেমে যায়।

তাহলে কি? একটা উদাহরণ দে সাহসের কাজের।

যেমন তুই যদি দেয়াল টপকে রইস খানের বাসায় ঢুকিস, আমি বলব, তুই সাহসের কাজ করেছিস।

সবাই এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে গেল। রইস খানের রহস্যময় বাড়ি এ শহরে একটা অশুভ চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে। অন্য সব কিছু ছেড়ে দিলেও নূরা পাগলার ভয়ঙ্কর সব কাজকর্মের জন্যে কেউ তার বাড়ির আশেপাশে যেতে চায় না।

টিপু সহজে রাগে না। এবারে ভীষণ রেগে বলল, মাসুদ, তুই হচ্ছিস পাঁঠা, একটা বোকা পাঁঠা। পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছাড়া তুই আর কিছু জানিস না।

মাসুদ মুখ কাল করে বলল, কেন, কি হয়েছে?

তুই জানিস না রইস খানের বাসায় নূরা পাগলা দা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?

তাতে কি হয়েছে?

এখন যদি বিলু ওখানে ঢুকে আর ওর কিছু হয়?

ওকে ঢুকতে বলেছে কে? আমি বলেছি?

কণা এগিয়ে গেল মাসুদের মাথায় গাট্টা মারার জন্যে। ওর মাথা মোটা, পড়াশোনা ছাড়া সেখানে আর কিছু ঢুকে না। কোন কোন জিনিস যে মুখে বলতে হয় না,সেটা সে জানে না। এই মুহূর্তে অবস্থাটা যেরকম দাঁড়িয়েছে তাতে বিলুকে বলা হল ও যদি রইস খানের বাসায় দেয়াল টপকে না ঢুকে তাহলে তার সাহসের প্রমাণ হবে না। জীবনময় সময়মত কণাকে জাপটে না ধরলে মাসুদ একটা রাম গাট্টা খেতো।

আরিফ বলল, পা-পাগল মানুষের কথা কিছু বলা যায় না। আব্বা বলেছিলেন আজকাল নাকি পাগলদের বা-বাসায় রেখে চিকিৎসা করা হয়।

ফজলু বলল, আমার এক মামা পাগল ছিলেন, খুব ভাল পাগল। দেখলেই পকেট থেকে বের করে টাকা দিতেন আর বলতেন, বল জিন্দাবাদ।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। কথাটা ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বুঝতে কারো বাকি থাকে না। জীবনময় বলল, এত দিন পরে বুঝতে পারলাম আমাদের ফজলুর পাগলামি কোত্থেকে এসেছে। এটা ওর বংশগত।

টিপু গম্ভীর হয়ে বলল, পাগলামি বংশগত নয়, আমি পড়েছি।

কণা ফজলুকে দেখিয়ে বলল, তুই পড়েছিস সেটাই বেশি হল, আমরা যে দেখাচ্ছি সেটা কিছু নয়?

সবাই আবার হেসে ওঠে। ফজলু আপন মনে বলল, ভুলেই গিয়েছিলাম মামার কথা। দেখা হলেই পকেট থেকে বের করতেন আর বলতেন—

বিলু বলল, ফজলু বইটা ধর, ময়লা করিস না।

www.MurchOna.com

ফজলু শংকিত স্বরে বলল, কেন?

আমি রইস খানের বাসায় ঢুকছি।

খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। টিপু ভয় পাওয়া স্বরে বলল, দ্যাখ বিলু, পাগলামি করিস না। মাসুদের কাছে সাহস প্রমাণ করাটাই বড় হল? তুই তো নূরা পাগলাকে দেখেছিস।

কণা বলল, আমি মাসুদ শালাকে আজ জবাই করব।

মাসুদ ফ্যাকাসে মুখে বলল, আমি আবার কি করলাম?

সবাই বিলুকে বোঝায় কিন্তু কোন লাভ হয় না। বিলুর যে এ ধরনের গোঁ আছে সবাই জানে, তাই সবার রাগটা গিয়ে পড়ল মাসুদের উপর। মাসুদ ভয়ে ভয়ে বলল, বিলু, আমি স্বীকার করছি তোর সাহস আছে, তোকে রইস খানের বাড়ি ঢুকতে হবে না।

বিলু মুখ লাল করে বলল, তোর স্বীকার করতে হবে না, নিজের চোখে দেখে যা।

বিলু রইস খানের বাসার দিকে হেঁটে যেতে থাকে, পিছু পিছু পুরো দলটা। তখনো সবাই চেষ্টা করছে ওকে থামানোর জন্যে কিন্তু লাভ কি?

রইস খানের বাসাটা অনেক বড়, বিলু খুঁজে পিছন দিকে একটা নির্জন জায়গা বের করল, এদিকে লোকজন বেশি আসে না। বিলু বলল সে দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকবে, ভিতরটা এক নজর দেখে দেয়াল টপকে বের হয়ে আসবে। ওরা যদি দেয়ালের কাছাকাছি থাকে তাহলে ভিতরে কিছু হলে ওরা শুনতে পাবে।

দেয়ালের উপর এক সময় ধারালো কাঁচ দেয়া ছিল, দীর্ঘদিনের ঝড়বৃষ্টিতে সেগুলি ভোঁতা হয়ে এসেছে। ইটের ফাঁকে পা রেখে বিলু সাবধানে দেয়ালের উপরে উঠে, চারদিকে এক নজর দেখে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। দেয়ালের কাছে পাঁচজন ছেলে দম বন্ধ করে বসে রইল, বিলুর এক্ষুণি আবার দেয়াল টপকে ফিরে আসার কথা। এক মিনিট গেল, দুই মিনিট গেল, কিন্তু বিলুর কোন দেখা নেই। ওরা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু বিলুর ফিরে আসার কোন নাম নেই। দেয়ালের এপাশ থেকে ওরা চাপাস্বরে বিলুর নাম ধরে ডাকে, কিন্তু বিলুর কোন উত্তর নেই। মাসুদ মিন মিন করে বলল, রাত হয়ে গেছে, এখন বাসায় যেতে হবে।

কণা বাঘের মত গর্জন করে উঠে বলল, বাসায় যাবি মানে? তোর জন্যে বিলু ভিতরে ঢুকেছে, বিলু ফিরে না আসা পর্যন্ত তোর থাকতে হবে।

ফজলু বলল, যাওয়ার চেষ্টা করে দ্যাখ তোর কি অবস্থা করি।

টিপু ভয় পাওয়া গলায় বলল, আমাদের কি এখন কাউকে গিয়ে বলা উচিৎ না? বিলু যে এখনো ফিরে আসছে না।

আরিফ কোন কথা না বলে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে থাকে, বেশি ভয় পেলে ও যা করে।

www.MurchOna.com

আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ হয়ে গেল কিন্তু বিলুর কোন দেখা নেই। কোথায় গেল বিলু? ওরা কি করবে বুঝতে না পেরে যখন হেঁটে সামনের দিকে যাবার কথা ভাবছিল তখন হঠাৎ ভিতর থেকে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। সবাই পাথরের মত স্থির হয়ে যায়, অনেক দূর থেকে চিৎকারটি এসেছে, ঠিল ভাল করে শোনা যায় না কিন্তু সবাই স্পষ্ট শুনেছে।

সবাই একে অপরের দিকে তাকাল, এখন ওরা কি করবে?

বিলু দেয়াল টপকে রইস খানের বাড়ির সীমানার ভিতর ঢুকেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হল না। বাইরে দেয়াল খয়ে গেছে, ইটের ফাঁকে পা রেখে পড়া যায়। ভিতরে দেয়ালের অবস্থা অনেক ভাল, উপরে সিমেন্টের আস্তরণ, বেয়ে উঠার কোন উপায় নেই। দূরে বাড়ির পিছে গাছপালা আছে, সেগুলির উপরে উঠে যদি কোন ফাঁকে বের হওয়া যায়। গেটে যদি কোন লোক না থাকে তাহলে সুযোগ বুঝে এক দৌড়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে দেখা যায়, কিন্তু ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। বাড়ির সীমানা অনেক বড়, সামনে একটা পুকুর রয়েছে, সেখানে রইস খানের প্রাচীন দোতালা বাড়ির ছায়া এসে পড়েছে। চারদিকে বড় বড় ঘাস, ঝোপঝাড়, সৌভাগ্যক্রমে কোন মানুষ নেই। জায়গাটা একটু পর্যবেক্ষণ করার জন্যে বিলু সাবধানে কয়েক পা এগিয়ে যায়। বাড়ির নিচের তলায় একটা খোলা জানলা থেকে আলো এসে পড়ছে, মনে হল ভিতরে লোকজন কথা বলছে। বিলু একটু কান পেতে শোনার চেষ্টা করে, ওর মনে হল, কেউ একজন যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করছে। ভাল করে শোনার জন্যে অন্ধকারে গুড়ি মরে বিলু আরেকটু এগিয়ে যায়। সত্যিই তাই, কেউ একজন "পানি—একটু পানি" বলে চাপাস্বরে আর্তনাদ করছে, কিন্তু অন্যেরা তার কথাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের ভিতর কথা বলে যাচ্ছে। বিলুর কৌতূহল আরো বেড়ে যায়। কোন এক অন্ধকার থেকে নূরা পাগলা হঠাৎ দা হাতে নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কল্পনাটা সরিয়ে দিতে পারে না, কিন্তু তবু সে সাহসে ভর করে জানলার দিকে এগিয়ে গেল।

ভিতরে তিনজন মানুষকে সে দেখতে পেল। একজন রইস খান, একজন রইস খানের লোক, একে বিলু আগে দেখেছে। স্কুল থেকে নূরা পাগলাকে বেঁধে নেয়ার সময় এ লোকটি এসেছিল, অন্য লোকটি তাকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে তার চেহারা দেখতে পেল না।

রইস খান মুখ শক্ত করে বলে, বল হারামজাদা, নইলে জানে শেষ করে ফেলব।

যাকে বলছে সে নিশ্চয়ই মেঝেতে পড়ে আছে, বিলু তাকে দেখতে পেল না। রইস খানের পাশে দাঁড়ানো সেই লোকটি একটু এগিয়ে যায়। বিলু দেখতে পায়, লোকটির হাতে একটি শক্ত বেতের লাঠি। লাঠিটা উপরে তুলে সে প্রচণ্ড জোরে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটিকে আঘাত করে। আতংকে বিলুর হৃদপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে এসে

www.MurchOna.com

আটকে যায়। লোকটাকে কি মেরে ফেলবে নাকি? আবার মারতে যাচ্ছিল, রইস খান হাত তুলে থামিয়ে দেয়, বল হারামজাদা।

নিচে পড়ে থাকা লোকটি গোঙানোর মত শব্দ করে। যে লোকটি বিলুকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে বলল, খান সাহেব, আমার মনে হয় কাজেম আলী আর কিছু জানে না। জানলে এতক্ষণে বলে ফেলত।

রইস খান মুখ ভারি করে বলে, এই সব হারামজাদাদের বিশ্বাস নেই, এরা কুত্তার মত মার খায়, তবু মুখ খুলে না।

আসলে গ্রামের লোক লাই পেয়ে গেছে। অনেকদিন কিছু বলা হয় নি তো।

লাঠি হাতে লোকটা বলল, কাজেম আলীরে কি করব?

রইস খান হাত নেড়ে বললেন, কোণার ঘরটায় আটকে রাখ এখন, কাল অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

লোকটি কাজেম আলীকে লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে দাড় করায়। সার শরীর রক্তাক্ত, শরীরের কাপড় ছিন্নভিন্ন, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। লোকটা নিচু হয়ে কাজেম আলীকে টেনে তুলে ঠেলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়।

যে লোকটি এতক্ষণ বিলুকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে এবার একটু ঘুরে দাঁড়াল, বিলু প্রথমবার তার চেহারা দেখতে পায়। বয়স্ক লোক, থুতনীতে খানিকটা দাড়ি, মাথায় কাপড়ের টুপি। কোত্থেকে একটা পান তুলে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, তাহলে কি ঠিক করলেন খান সাহেব?

রশীদকে বল খুব ভোরে লোকজন নিয়ে চলে যেতে। লাঠি সড়কি নিয়ে যেন যায়। সবাইকে বলবে বেলা ডোবার আগে চর খালি করে দিতে।

লোকটি মাথা চুলকে বলল, আমি যে অবস্থা দেখে এসেছি, মুখের কথায় কাজ হবে মনে হয় না খান সাহেব।

রইস খান ভয়ঙ্কর মুখ করে বয়স্ক লোকটার দিকে তাকায়, তুমি কি বলতে চাও ইদু মিয়া?

ইদু মিয়া নামের লোকটা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, বেয়াদবী নিবেন না খান সাহেব, কিন্তু আপনি তো আজকাল গ্রামের দিকে যাওয়ার সময় পান না, তাই লোকজন আপনার ক্ষমতাটা মনে রাখতে পারে না।

লোকজনের আমার ক্ষমতার কথা মনে নেই?

চরে নতুন মাতব্বর এসেছে। জোয়ান বয়স, বুদ্ধি কম, সাহস বেশি, বড় বড় কথা বলে। আগে যেরকম অবস্থা ছিল এখন আর সেরকম নেই। তাই আপনি চর খালি করে দিতে বলেছেন শুনে লোকজন চর খালি করবে সে রকম মনে হয় না।

রইস খান মুখ কাল করে বলে, আমার মুখের কথায় লোকজন চর খালি করবে না?

ইদু মিয়া মাথা চুলকে বলল, শুধু মুখে না বলে যদি দু চারজনের বাড়ি জ্বালিয়ে

www.MurchOna.com

দেওয়া হয়, কিছু হারামজাদার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় —

লোকজন তাহলে আমার নাম শুনে আর ভয় পায় না?

ইদু মিয়া থতমত খেয়ে বলল, কি বললেন খান সাহেব?

ঠিক আছে, ভয় পাওয়ার ব্যবস্থা কর তাহলে।

কি করব?

মাতবরের নাম কি?

ইদু মিয়া মাথা চুলকে বলল, আজকাল মাতবরের অভাব কি, সবাই এক একজন করে মাতবর। সবচেয়ে বেশি যেটার চোটপাট সেটার নাম ইদরিস মিয়া। সেই হারামজাদা সবাইকে বুঝিয়েছে—চর আবাদ করে যারা চরের মালিক তারা।

রইস খানের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, বলে, ঠিক আছে, রশীদকে বল কাল সকাল বেলা সবার সামনে ইদরিস মিয়ার মাথাটা কেটে তার বউয়ের কোলের উপরে ফেলে যেন বলে—খান সাহেব খুশি হয়ে দিয়েছেন।

বিলু আতঙ্কে শিউরে উঠে। সে কি সত্যি শুনছে নাকি ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে?

ইদু মিয়া মাথা চুলকে বলল, ঠিক আছে, বলব খান সাহেব। কিন্তু—

আবার কিন্তু কি?

দিনের বেলা সবার সামনে রশীদ মিয়া যদি রাজি না হয়?

রইস খান হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কি, রশীদ মিয়া আমার কথার অবাধ্য হবে? নাকি ওর থানা পুলিশের ভয়?

না না থানা পুলিশ তো কোন ব্যাপারই না। থানাওয়ালারা আপনার খায়, আপনার পরে, নিমকহারামী করার কোন সাহস নেই। আমি বলছিলাম, রশীদ মিয়া যদি আমাকে বিশ্বাস না করে? রাত্রে গিয়ে গলা নামিয়ে দেওয়া সেটা অন্য ব্যাপার। রশীদ মিয়া সেটা আমার কথায় করবে। কিন্তু এটা তো অন্য ব্যাপার, দিনের বেলা সবার সামনে দশজন সাক্ষী থাকে তাই একটু ভয় পেতে পারে। আপনি বলেছেন সেটা যদি আপনার মুখে শুনে —

এখন সেটা বলার জন্যে আমি চরে যাব নাকি?

না, না, আপনার যেতে হবে না। আমি গিয়ে রশীদ মিয়াকে পাঠাই, আপনি নিজে বলে দেন।

কাজেম আলীকে কোণার ঘরে বন্ধ করে অন্য লোকটি কিছুক্ষণ হল ফিরে এসেছে। সে মাথা নেড়ে বলল, আজ রাতের মধ্যে গ্রামে গিয়ে ফিরে এসে আবার যেতে যেতে রাত ভোর হয়ে যাবে। হুজুর, আপনি একটা চিঠি লিখে দেন না কেন?

ইদু মিয়া বাধা দিয়ে বলল, রশীদ মিয়া পড়তে পারে না।

পড়তে পারে না তুমি পড়ে দেবে, নাকি রশীদ মিয়া সেটাও বিশ্বাস করবে না?

না, না, আপনার হাতের লেখা অবিশ্বাস করার সাহস হবে না, পড়তে পারুক আর

www.MurchOna.com

নাই পারুক। কিন্তু —

রইস খান বিরক্ত হয়ে বলে, তাহলে আবার কিন্তুটা কি?

এই সব ব্যাপার কাগজে কলমে লেখা কি ঠিক? খোদা না করুক যদি চিঠিটা হাতছাড়া হয় —

তুমি তাহলে বলছ তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

ইদু মিয়া ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, না খান সাহেব, আমি তা বলি নি, আপনার নিমক খেয়ে বড় হয়েছি, আপানার সঙ্গে বেঈমানী করলে আমার জাহান্নামেও জায়গা হবে না।

তাহলে একটা চিঠিও জায়গামতো নিতে পারবে না? কাজ শেষ হলে এনে ফেরত দিতে পারবে না?

পারব, খান সাহেব।

ঠিক আছে। জলীল মিয়া কাগজ কলম আন।

অন্য লোকটি, যার নাম জলীল মিয়া, কাগজ কলম এনে দিল। রইস খান খানিকক্ষণ সময় নিয়ে চিঠি লিখে ইদু মিয়ার হাতে দেয়। ইদু মিয়া চিঠিটা পড়ে যত্ন করে ভাঁজ করে বুক পকেটের অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে রেখে বলল, আমি এখন তাহলে যাই, খান সাহেব?

ঠিক আছে, সাবধানে যেয়ো।

বিলু তাড়াতাড়ি জানালা থেকে সরে আসে, এক্ষুণি সবাই ঘর থেকে বের হবে। গুড়ি মেরে অন্ধকারে সে পুকুরের পাশে ঝোপঝাড়ের দিকে ছুটে যেতে থাকে। সে বেশি দূর যেতে পারল না, হঠাৎ বাইরে আলো জ্বলে উঠল। বিলু লুকানোর আগেই তাকে রইস খান দেখে ফেলেছে।

কে? কে ওটা? জলীল মিয়া, ধরো তো।

বিলু পালানোর চেষ্টা করল না, পালিয়ে কোথায় যাবে! শুকনো মুখে নিজে থেকেই এগিয়ে আসে।

রইস খান ওর কাছে এসে দাড়ায়, তুই কে রে? আমার বাড়িতে ঢুকেছিস কেন?

বিলু ঢোক গিলে বলল, বাইরে বল খেলছিলাম, বলটা ভিতরে এসে পড়ল, তাই—

এটা খুব আজগুবি গল্প নয়। পাশেই স্কুলের মাঠ, ছেলেরা বল খেলে সেখানে। একবার দুবার যে বল ভিতরে এসে পড়ে না তা নয়, কিন্তু কেউ দেয়াল টপকে সেটা কখনোই উদ্ধার করার চেষ্টা করে না!

কখন এসেছিস তুই? কোনদিক দিয়ে এসেছিস?

এক্ষুণি এসেছি, এক মিনিটও হয়নি।

কোনদিক দিয়ে ঢুকেছিস?

বিলু মাথা চুলকে বলল, গেটে গিয়ে ধাক্কালাম, কেউ খুলে না, তাই মনে করেছি

www.MurchOna.com

কেউ নেই। ভাবলাম দেয়াল টপকে ঢুকে যাই, বলটা নিয়েই চলে যাব।

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে রইস খান, তোর এত বড় সাহস! আমার বাড়িতে তুই দেয়াল টপকে ঢুকিস?

বিলুর আত্মা শুকিয়ে যায়, কিন্তু ও প্রাণপণ চেষ্টা করে অপরাধটুকু যেন দেয়াল টপকে ঢোকা পর্যন্তই থাকে, তাদের কথাবার্তা শুনে ফেলা পর্যন্ত যেন কিছুতেই না যায়। ইদু মিয়া রইস খানের কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলল, শুনে রইস খান গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। বিলুর গলা শুকিয়ে যায়, নিশ্চয়ই তাদের কথা শুনে ফেলেছে কি না সেটা নিয়ে কিছু বলেছে।

কখন ঢুকেছিস তুই ঠিক করে বল।

বিলু বুঝতে পারে বারে বারে একই প্রশ্ন কেন। সে জোর দিয়ে বলে, এই তো এই মাত্র ঢুকেছি।

তুই জানিস এ বাড়িতে আমার হুকুম ছাড়া কেউ ঢুকে না। আমার হুকুম ছাড়া কেউ বের হয় না?

আশ্চর্য একটা ঘেন্না ওর রইসখানের উপর, কিন্তু ও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর এখন বের হতে হবে এখান থেকে।

হঠাৎ বাইরে থেকে ফজলুর গলার স্বর শোনা যায়, বিলু বলটা খুঁজে না পেলে চলে আয়।

বিলুর বুকে পানি ফিরে আসে। বাইরে সবাই ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে, ওর গল্পটা সমর্থন করবে চোখ বুঁজে। যদি জিজ্ঞেস করে বসত, কি রে, এত দেরি কেন তোর? তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যেত!

রইস খান জিজ্ঞেস করে, বাইরে কে?

আমার বন্ধুরা, বলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কথা বিশ্বাস না করলে ওদের জিজ্ঞেস করে দেখেন আমি প্রথমে গেটে ধাক্কা দিয়েছি কি না।

রইস খান এবং অন্য দুজনও আসলে এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে ডানপিটে ছেলেটা বলের মায়ায় ঢুকে গেছে, অন্য কিছু নয়। বিলুও বুঝতে পারে সেটা, তবু সে চেষ্টা করে, বলটা একটু খুঁজে দেখব?

রইস খান একটু চুপ করে থেকে বলে, দ্যাখ!

বিলু আতিপাতি করে খোঁজে কিন্তু পায় না। কিভাবে পাবে, বল থাকলে তো পাবে! খানিকক্ষণ পরে বলল, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, একটা বাতিটাতি কিছু হলে—

রইস খান খেঁকিয়ে ওঠে, লাট সাহেবের জন্যে এখন বাতি আনতে হবে! বের হয়ে যা এখন বাড়ি থেকে —

বিলু বের হয়ে যেতে যেতে বলল, তাহলে কি কাল দিনের বেলায় আসব?

না, আর আসতে হবে না। এখানে মানুষ ঢুকলে মানুষ বের হয় না, আর বল! বের

www.MurchOna.com

হয়ে যা এক্ষুণি।

বিলু মাথা নিচু করে গেটের দিকে এগিয়ে যায়। জলীল মিয়া গেটের দরজা খুলে দেয়, বিলু নিঃশ্বাস বন্ধ করে বের হয়ে আসে। কিন্তু সে তার অপমানের শোধ নেবে না? তার সাথে এরকম ব্যবহার করে একটা লোক ছাড়া পেতে পারে কখনো? বিলু আবার গেটের ভিতরে মাথা ঢোকায়, সারা শরীর ওর টান টান হয়ে আছে। কথাটা বলেই ওকে দৌড় দিতে হবে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

রইস খান ওর দিকে তাকায়, কি?

আমার সাথে এরকম ব্যবহার করেছ এ জন্যে তোমার দাড়ি আমি একটা একটা করে টেনে ছিঁড়ব।

রইস খানের মাথায় বাজ পড়লেও সে এত অবাক হত না, কয়েক মুহূর্ত লাগে ওর কথাটা বুঝতে। রাগে ওর মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, চিৎকার করে বলে, ধর শুওরের বাচ্চাকে। ধর—

কিন্তু ওকে ধরবে কে? চোখের পলকে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বুকটা ওর ভরে গেছে তৃপ্তিতে!

বিলু এইমাত্র সবাইকে ওর অভিজ্ঞতটা বলে শেষ করেছে,। কারো মুখে কোন কথা নেই। ওরা বসেছে ওদের স্কুলের দেয়ালে, এখান থেকে রইস খানের বাড়ির গেটটা দেখা যায়। কেউ বের হল বা ঢুকল কিনা বিলু সেদিকে চোখ রাখতে চায়।

অনেকক্ষণ পর টিপু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, এখন কি করা যায়? কণা বলে, ইচ্ছে হচ্ছে রইস খানকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলি।

ফজলুর এই অবস্থাতেও ফাজলেমি যায় না, বলল, আগে বিলু তার দাড়িগুলি ছিঁড়বে, ও কথা দিয়ে এসেছে।

বিলু বলল, এখন ফাজলেমি করিস না। কাজ তিনটা, এক. রইস খানের বাড়ির ভেতরে পুলিশ পাঠিয়ে কাজেম আলী নামের লোকটাকে উদ্ধার করা, দুই. ইদু মিয়াকে ধরে তার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয়া। তিন. সেই চরে গিয়ে ইদরিস মিয়া না কি যেন নাম তাকে সবকিছু বলা। কে কোন্‌টা করবে?

মাসুদ বলল, আমার বাসায় যেতে হবে, এত রাত হয়ে গেছে!

ওকে ধরে রাখ যেন যেতে না পারে।

আমার বাসায় চিন্তা করবে।

ফজলু মুখ ভেংচে বলল, আমরা তো নালা দিয়ে ভেসে এসেছি, তাই আমাদের বাসায় চিন্তা করবে না!

www.MurchOna.com

জীবনময় বলল, একদিন চিন্তা করলে কি হয়? এদিকে মানুষজনকে মেরে ফেলছে, সেটা বড় হল না তোর বাসার চিন্তা বড় হল?

বিলু বলল, ওটাকে যেতে দে। খামাখা কোন কাজে আসবে না, শুধু প্যানপ্যান।

ফজলু বলল, হ্যাঁ, বাসায় গিয়ে একটা ফ্রক পরে তোর আম্মার শাড়ি ধরে বল— আম্মা আম্মা, বোতলে করে দুধু দাও, দুধু খাব— দুধু—

এত বড় কথার পর মাসুদ যায় কিভাবে? মুখ গোঁজ করে বসে রইল।

টিপু বলল, যেটাই করি সবাই মিলে একসাথে করতে হবে। একা একা করা ঠিক না।

আরিফ সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, এ-একা একা করা ঠিক না।

হঠাৎ ফজলু চেঁচিয়ে উঠে, ঐ দ্যাখ ঐ দ্যাখ, একটা লোক বের হচ্ছে।

সবাই দেখে রইস খানের বাড়ি থেকে একজন মধ্যবয়স্ক লোক ছাতা বগলে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। বিলু চাপা গলায় বলল, ইদু মিয়া।

এখন কি করা যায়? ও তো চলে যাচ্ছে!

শোন, বিলু চাপা স্বরে বলল, আমার উপর ক্ষেপে আছে, আমাকে দেখলে হয়তো আমার পিছু পিছু আসতে পারে। তোরা সবাই দেয়ালের ওপাশে থাক, আমি দেখি ওকে ভিতরে আনতে পারি কিনা।

সবাই ঝুপঝুপ করে স্কুলের দেয়ালের ওপাশে নেমে পড়ল, বিলু নামল অন্যপাশে। রাত হয়ে গেছে, চারদিক অন্ধকার! তাকে দেখতে না পেলে হবে না। তাই সে হেঁটে হেঁটে একটা লাইটপোস্টের নিচে এসে দাঁড়ায়। ইদু মিয়া ওকে দেখে যদি নিজে থেকে এগিয়ে আসে তাহলে সবচেয়ে ভাল। ইদু মিয়া কিন্তু ওকে লক্ষ্য না করে পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে, বিলু তাই চাপাস্বরে ডাকল, এই যে ভাই!

ইদু মিয়া ঘুরে তাকায়। বিলুকে দেখেই ওর চোখ কপালে উঠে যায়, চোখ পাকিয়ে বলে, বেয়াদব ছেলে।

রইস খান কি আপনার সম্বুন্ধি নাকি?

তবে রে হারামজাদা! ইদু মিয়া ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। একেবারে কাছে না আসা পর্যন্ত বিলু দাঁড়িয়ে থাকে, শেষ মুহূর্তে ও লাফিয়ে সরে যায়। লোকটাকে সে রাগানোর চেষ্টা করছে।

ইদু মিয়া সত্যি রেগে আগুন হয়ে গেল। বিলু হেলতে দুলতে স্কুলের গেটের দিকে এগিয়ে যায়। গেটটা একটা চেন দিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত আটকানো থাকে। ফাঁক দিয়ে চলে যাওয়া যায় সহজেই। রাত দশটার পর তালা মেরে বন্ধ করে দেয়া হয়। বিলু গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে আবার ইদু মিয়াকে ডাকে, এই যে ভাই, আপনি যখন রইস খানের পা চাটেন, রইস খান কি তখন তার গোদা পায়ে চিনির সিরাপ মেখে রাখে?

ইদু মিয়া রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেটের ভেতরে এসে ঢুকে, সাথে সাথে সব কয়জন ছেলে ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কণা বুদ্ধি করে শার্ট খুলে দাঁড়িয়েছিল, সে সেটা দিয়ে

www.MurchOna.com

মুখটা চেপে ধরে যেন চিৎকার করতে না পারে। প্রচণ্ড জোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ইদু মিয়া, কিন্তু পারল না।

মাসুদ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, এধরনের কোন কাজে সে অংশ নেবে জীবনে কল্পনা পর্যন্ত করেনি।

বিলু বলল, মাসুদ, এর পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে নে তো।

ইদু মিয়া আবার চেষ্টা করল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে কিন্তু পারল না, সবাই তাকে প্রাণপণে চেপে ধরে রেখেছে। মাসুদ কাঁপা কাঁপা হাতে ওর পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে নেয়।

টিপু জিজ্ঞেস করল, এখন কি করব?

এই অবস্থায়ও ফজলুর ফাজলেমি যায় না, খিকখিক করে হেসে বলল, জবাই করে চামড়া ছিড়ে ফেললে কেমন হয়?

ইদু মিয়া ফজলুর কথা শুনে আবার ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হল না। এতক্ষণে বুঝে গেছে ছেলেগুলির সাথে সে পেরে উঠবে না।

কণা বলল, মাসুদ তোর শার্টটা খুলে পাকিয়ে একটা দড়ি বানা দেখি, একে বাঁধতে হবে।

টিপু বলল, আমার কোমরে একটা বেল্ট আছে, এটা খুলে নে।

টিপুর বেল্ট আর মাসুদের শার্ট দিয়ে শক্ত করে ওর হাত-পা বাঁধা হল, এবারে আর পালানোর উপায় নেই।

টিপু বলল, এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না, কেউ দেখে ফেলবে।

জীবনময় বলল, দেখলে ক্ষতি কি, আমরা তো অন্যায় কিছু করছি না, একটা বদমাইশকে ধরেছি।

বিলু বলল, তবু এখন না দেখাই ভাল, একে স্কুলের ভিতর নিয়ে গেলে হয় না?

হ্যাঁ, আরিফ লাফিয়ে উঠে, সি-সি-সিক্স বি এর দ-দ দরজা বা-বা-বাইরে থেকে খোলা যায়। উত্তেজনায় ওর তোতলামো দশগুণ বেড়ে গেছে।

তাই তো! টিপু বলল, মাসুদ, তুই এসে ধর, আমি দরজাটা খুলে আসি। আমি জানি কিভাবে ওটা খুলতে হয়!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইদু মিয়াকে ক্লাসঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলা হল। ভিতরে অন্ধকার, কিছু জ্বালাতে পারছে না, তাহলে বাইরে থেকে লোকজন দেখে ফেলবে। ফজলু কোথা থেকে লম্বা দড়ি নিয়ে এসেছে, কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করলে প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে শেষে বলেই দিল— স্কুলের দারোয়ানের গরু, ওর বাড়ির পিছনে বাঁধা থাকে। ও গরুটিকে ছেড়ে দিয়ে দড়িটা নিয়ে এসেছে। সেটা একটা উচিত কাজ কি না সেটা নিয়ে আপাততঃ কারো মাথা ঘামাতে দেখা গেল না।

ইদু মিয়াকে শক্ত করে বেঁধে সবাই আরাম করে বসে। কণার শার্ট দিয়ে ইদু মিয়ার মুখ বাঁধা ছিল, কণা কোথা থেকে কিছু ময়লা তেল-চিটচিটে ন্যাকড়া নিয়ে এসে সেটা

www.MurchOna.com

দিয়েই ইদু মিয়ার মুখ বেঁধে নিজের শার্টটা নিজে পরে নেয়। বিলু বলল, আমাদের প্রথম কাজ শেষ। মাসুদ, কাগজগুলো ফেলে দিস নি তো?

না।

লোকটার পকেটে একটা ম্যাচও ছিল। একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে দেখবি রইসখানের চিঠিটা আছে কি না।

ইদু মিয়া হঠাৎ নড়েচড়ে উঠে কি যেন বলার চেষ্টা করে। এতক্ষণ সে ভাবছিল কিছু পাজী ছেলে শুধু শুধু তাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করছে! এখন প্রথমবার বুঝতে পারল ব্যাপারটা তার থেকে অনেক গুরুতর।

বিলু একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে কাগজগুলি দেখে, চিঠিটা আছে। সে চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে—

রশীদ মিয়া

পর সমাচার এই যে, বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তুমি এই পত্রের প্রতিটি কার্য অবশ্যই সমাধা করিবে।

আগামীকাল সকলের সম্মুখে ইদরিস মিয়াকে জবাই করিয়া তাহার মাথাটি তাহার স্ত্রীর কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিবে, ইহা খান সাহেব খুশি হইয়া দিয়াছেন।

আর কি করিতে হইবে ইদু মিয়াকে বলিয়া দিয়াছি। সবকিছু অক্ষরে অক্ষরে পালন করিও। তুমি নিশ্চয়ই জানিয়াছ ইহাতে তোমার কোনই বিপদের আশংকা নেই।

মুহম্মদ রইস খান।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলতে পারে না। জমি বা চরের দখল নিয়ে গ্রামের সম্পদশালী লোকজন অনেক নৃশংস কাজ করে থাকে, ওরা সবাই কমবেশি কিছু জানে। কিন্তু সত্যি সত্যি নিজেদের চোখের সামনে এরকম একটি ঘটনা দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর জীবনময় আস্তে আস্তে বলল, একেবারে সাধু ভাষায় চিঠি লিখেছে! পুরানো আমলের লোক তো!

বিলু আরেকটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে ইদু মিয়াকে দেখে। লোকটা ভীত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ বাঁধা। সেই অবস্থায় কি যেন বলার চেষ্টা করল, ওরা ঠিক বুঝতে পারল না। ম্যাচের কাঠি নিভে গেলে ঘরটা আবার অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারে থাকতে কেমন অস্বস্তি হয়, তাই ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসে। সবাই গিয়ে আবার স্কুলের দেয়ালের উপর বসে। কথা বলার জন্যে জায়গাটি চমৎকার, খুব বেশি আলো নেই, আবার খুব বেশি অন্ধকারও নয়, দূরে লাইটপোস্ট থেকে খানিকটা আলো এসে পড়ছে। সবচেয়ে বড় কথা সন্দেহজনক কিছু দেখলে কিংবা কারো বাবাকে আসতে দেখলে এক সেকেন্ডে দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়ে

www.MurchOna.com

চোখের আড়াল হয়ে যাওয়া যায়।

মাসুদ বলল, এই চিঠিটা নিয়ে এখন পুলিশের কাছে যাবি না? যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করা যায় তত তাড়াতাড়ি সে বাসায় যেতে পারে।

উঁহু। আমরা নিয়ে গেলে আমাদের কেউ পাত্তা দিবে না। কোন বড় মানুষকে নিয়ে যেতে হবে। আর এই চিঠিটা হাতছাড়া করা যাবে না। আমি নিজের কানে শুনেছি রইস খানের সাথে পুলিশের যোগাযোগ আছে।

সে তো গ্রামের পুলিশের। এখানকার পুলিশও?

জানি না, কিন্তু যদি থাকে?

তাহলে কি করবি?

আগে রইস খানের বাসাটা সার্চ করতে হবে।

কিভাবে? কি বলবি পুলিশকে?

বিলু মাথা চুলকায়, তার কথা বিশ্বাস করে পুলিশ রইস খানের বাসা সার্চ করবে, সে ভরসা করতে পারে না। সবাই নানা রকম পরিকল্পনা করতে থাকে। এর মাঝে ফজলুর মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল। ফজলু সব সময় ঠাট্টাতামাশা করে বলে প্রথমে সবাই তার কথাটা ফাজলেমি মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একটু ভেবে মাসুদ ছাড়া সবাই স্বীকার করে বুদ্ধিটা চমৎকার! ফজলু বলল, মাসুদকে ইঁদু মিয়ার সাথে বেঁধে রেখে তার বাসায় খবর দেয়া হোক রইস খানের বাসায় তাকে আটকে রেখেছে, বাজি ধরে সাহস দেখানোর জন্যে মাসুদ সেখানে ঢুকে পড়েছিল।

ফজলুর পরিকল্পনাটা শুনে মাসুদের সে কি রাগ! পারলে সে তখন ফজলুর মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, কিন্তু অন্য সবাই ফজলুর সাথে একমত হল। মাসুদের আব্বা খুব বড় অফিসার, কমিশনারের সাথে তাঁর ঘোরাফেরা, অফিস থেকে গাড়ি আসে তাঁকে নেয়ার জন্যে। এত বড় অফিসারের ছেলেকে আটকে রাখলে পুলিশ নিশ্চয়ই গিয়ে বাড়ি ঘেরাও করে সার্চ করবে। আর সার্চ করলেই কাজেম আলীকে পেয়ে যাবে। কে জানে বেচারা এখনো বেঁচে আছে কিনা! কাজেম আলীকে উদ্ধার করার পর মাসুদকে ছেড়ে দিলেই হবে। তার উপর মাসুদ যেরকম সব সময় ক্লাসে তাদের নাম লিখে স্যারদের দেয় তার একটা উচিত শিক্ষাও হবে।

মাসুদ প্রথমে ভাবল সবাই ঠাট্টা করছে, কিন্তু যখন দেখল ঠাট্টা নয়, সত্যি সত্যি ওকে আটকে রাখবে, বেচারা ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমাকে ছেড়ে দে, আমি আর জীবনে কিছু করব না।

দেখে টিপুর মায়া হয়ে গেল, বলল, এক কাজ করা যাক, মাসুদকে বেঁধে রাখার কাজ নেই, আমাদের সাথে লুকিয়ে রাখলেই হবে। কথা দিতে হবে ও পালিয়ে যাবে না।

মাসুদ তাতেই রাজি, এখন ও যা ইচ্ছে হয় করতে পারবে। অন্ধকার ঘরে ইঁদু মিয়ার সাথে বেঁধে না রাখলেই হল। ফজলু একটু খুতখুত করতে থাকে, ক্লাসে দুষ্টুমি করার জন্যে সে মাসুদের হাতে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন সহ্য করেছে, তাকে এবারে

www.MurchOna.com

একটা শিক্ষা দেয়া যেতো!

এখন মাসুদের বাসায় কে যাবে মিথ্যা কথাটা বলার জন্যে? বিলু বলল, আমি আজকে সবচেয়ে কঠিন কাজটা করেছি, কাজেই আমি যাব না, অন্য কাউকে যেতে হবে। কথাটা সে খুব ভুল বলেনি।

ফজলু বলল, আমি বলতে গিয়ে হেসে ফেলব, তখন উল্টো ঝামেলা হয়ে যাবে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে সে তক্ষুণি খিকখিক করে হেসে ফেলল। সবাই তার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল, কিন্তু কথাটা মিথ্যা নয়।

কণা বলল সে নাকি মিথ্যা বলতে পারে না। এত বড় মিথ্যা কথাটা এরকমভাবে বলার জন্যে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আরিফ দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল সে যাবে না, তাকে মেরে ফেললেও যাবে না। আরিফের দেখাদেখি টিপু আর জীবনময় বলল, তারাও যাবে না।

মাসুদ মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আরিফের কথা শুনে তার সব আশা ধূলিস্যাত হয়ে যায়। আরিফ কথাবার্তা বেশি বলে না কিন্তু মাঝে মাঝে একটি দুটি যে বুদ্ধি বের করে তার তুলনা নেই। সে বলল, মিথ্যা কথা বলা কঠিন, বিশেষ করে বড়দের সাথে। কাজেই ব্যাপারটা সোজাসুজি না করে অন্য কাউকে দিয়ে করানো হোক। তাদের ক্লাসের কোন একটা ছেলেকে ডেকে তাকে সব কিছু খুলে বলা হবে। সাহস দেখানোর জন্যে বিলুর সাথে মাসুদও রইস খানের বাসায় ঢুকেছে, বিলু পালিয়ে এসেছে, কিন্তু মাসুদ পালিয়ে আসতে পারেনি, তাকে রইস খান আটকে রেখেছে। তাকে বলা হবে মাসুদের বাসায় খবর দিতে কারণ তাদের এক্ষুণি চলে যেতে হবে। ছেলেটি খুব খুশি হয়েই মাসুদের বাসায় খবর দেবে, কারণ সে তো জানে না এটা মিথ্যা।

মাসুদ ছাড়া আর সবাই আরিফের পিঠে থাবা দিয়ে বুদ্ধিটা লুফে নেয়। সাথে সাথে তারা বের হয়ে পড়ল তাদের ক্লাসের কোন একটি ছেলের জন্যে। খোকনের বাসা কাছাকাছি, জীবনময় তাকে ডাকতে যায়। মাসুদকে লুকিয়ে ফেলা হলো লাইব্রেরীর পেছনে, সে যেন পালিয়ে না যায় সে জন্যে ফজলুকে পাঠানো হল তার কাছে। ফজলু হেসে ফেলে সব মাটি করে ফেলতে পারে সে ভয় তো আছেই।

খোকনকে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে জীবনময়ের অনেকক্ষণ লেগে যায়। সবাই তাই এক চোটি নেয় জীবনময়কে। জীবনময় বলল, আমি কি করব? সবাই খেতে বসেছিল, খাওয়া থেকে তুলে আনব নাকি?

এসে আমাদের তো বলবি?

জীবনময় একটা ঢেঁকুর তুলে বলল, খেতে বলল আমাকে, কি করব আমি?

সবাই চিৎকার করে বলল, তুই খেয়ে এসেছিস?

খাব না। খোকনের আম্মা খেতে বললেন আমাকে, না খেলে অভদ্রতা হত না?

তুই না হিন্দু? মুসলমানের বাড়িতে খেলি যে বড়?

www.MurchOna.com

যা, যা, আমাকে ধর্ম শিখাবি না। তুই কয়দিন নামাজ পড়িস?

সবাই ক্ষুধার্ত, জীবনময়ের পরিতৃপ্ত চেহারা দেখে সবার রাগ উঠে যায়। কিন্তু খোকনের সামনে বেশি কিছু বলতে পারে না। মাসুদ যখন রইস খানের হাতে ধরা পড়ে আছে তখন ছোটখাট খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করা যায় না।

সব কিছু শুনে খোকনের চোখ কপালে উঠে যায়। রইস খানের হাতে লেখা চিঠি পড়ে তার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। স্কুলঘরে নিয়ে সাবধানে তাকে ইদু মিয়াকে দেখানো হল। স্কুলের দারোয়ান তার গরু খোঁজার জন্যে আশেপাশেই ছিল বলে তখন কথা বলা যাচ্ছিল না। খোকনকে বলা হল তাদের এক্ষুণি চরে যেতে হবে। কাজেই সে যেন মাসুদের বাসায় খবরটা দিয়ে দেয়। বেশি দেরি যেন না করে, কারণ রইস খান মাসুদকে মারপিটও করতে পারে। খোকনও তাদের সাথে চরে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু দেরি হয়ে যাবে অজুহাতে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল। রইস খানের বাসায় কি হয় সেটা তাদের পরে বলতে পারবে।

বিলু খোকনের হাতে বইটা দিয়ে দেয়, এত ঝামেলার মাঝেও সে সেটা হাতে হাতে রেখেছে। খোকন আর দেরি করল না, প্রায় ছুটে চলল মাসুদের বাসায়।

কাজ ওরা প্রায় গুছিয়ে এনেছে। রইস খানের চিঠিটা পকেটে নিয়ে ঘুরোঘুরি করাটা ওদের ঠিক পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু সেটা কোথায় রাখবে সেটাও বুঝতে পারছিল না। খোকনের হাতে দিয়ে দিতে পারত কিন্তু এরকম একটা মূল্যবান চিঠি বিলু হাতছাড়া করতে চাচ্ছে না। কাজেই সেটা আপাততঃ ওর পকেটেই আছে।

রাত হয়ে এসেছে, সবারই কমবেশি খিদে পেয়েছে। টিপুর কাছে প্রায় সময়ই কিছু পয়সা থাকে, অন্যদের মত সে পয়সা খরচ না করে জমিয়ে রাখে তার ল্যাবরেটরীর জন্যে কিছু কেনার উদ্দেশ্যে। আজও ছিল। সে সেটা দিয়ে মুড়ি কিনে আনে। দেয়ালে বসে ওরা সবাই তৃপ্তি করে মুড়ি চিবুতে থাকে।

মনে মনে ওরা সময় হিসেব করে বের করে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাসুদের আব্বা পুলিশে খবর দিতে চলে গেছেন। পুলিশ চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তখন কি হয় দেখার জন্যে ওরা কাছাকাছি থাকতে চায়। বিলু বলল, আবার গিয়ে রইস খানের দেয়ালের উপর বসে। বাড়ির পিছনে গাছপালায় জায়গাটা অন্ধকার, কেউ দেখবে না। কোন ঝামেলা দেখলে পিছনে লাফিয়ে পড়ব, একটু দৌড় দিলেই রাস্তা।

বুদ্ধিটা সবার যে খুব পছন্দ হল তা নয় কিন্তু কাছে থেকে দেখার কৌতূহলটাও খুব কম নয়। একটু আপত্তি করে একজন একজন করে সবাই রাজি হয়ে যায়। ওরা যখন রইস খানের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, পথে ফজলু হঠাৎ করে বলে, ইদু মিয়াকে একবার দেখে যাই।

কেন?

দেখি পালিয়ে গেছে কিনা।

কিভাবে পালাবে, গরুর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা!

www.MurchOna.com

তবু যদি পালিয়ে যায়!

সবাই ওর কথা উড়িয়ে দিল। ওরা আর দেরি না করে রইস খানের বাড়ির দিকে রওনা দেয়। ফজলু তবু খুতখুত করতে থাকে। বলে, আমাদের ইদু মিয়ার সব কাপড় খুলে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

সবাই অবাক হয়ে যায় শুনে, কেন?

তাহলে যদি কোনওভাবে দাড়ির বাঁধন খুলেও ফেলে তবু পালাতে পারবে না। ন্যাংটা মানুষ যাবে কিভাবে?

শুনে সাবই হেসে গড়াগড়ি যায়, এরকম আজগুবি কথা বুঝি শুধু ফজলুর মাথা থেকেই বের হতে পারে।

ব্যাপারটা কিন্তু তখন আর হাস্যকর ছিল না। ওরা জানে না ইদু মিয়া দড়ির বাঁধন খুলে পালিয়ে রইস খানকে ইতিমধ্যে দুঃসংবাদটি দিয়ে দিয়েছে!

দেয়ালের উপরে গুটিশুটি মেরে বসেছে সবাই। ভিতরে রইস খানের বাড়ি আধো আলো আধো অন্ধকারে ঢাকা, কেমন জানি ভূতুড়ে মনে হয়। বাসার সামনে পুকুরে আকাশের প্রতিফলন পড়েছে। কেমন একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মশার কামড়ে ওদের বারটা বেজে যাচ্ছে, কিন্তু মশা মারতেও পারছে না। শব্দ শুনে যদি কেউ এসে পড়ে! ফজলু ফিসফিস করে কি একটা বলতে চাইছিল, তখন হঠাৎ ওরা শুনতে পায় ওদের পিছন থেকে কে যেন বলছে, যদি কেউ একটু নড়ো এই লাঠিতে মাথা দু ফাঁক করে দেব।

চমকে উঠে পিছনে তাকায় ওরা। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না কিন্তু বোঝা যায় দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, হাতে লম্বা লাঠি। একজন এগিয়ে এসে লাঠি দিয়ে জীবনময়ের পিঠে খোঁচা দিয়ে বলে, লাফিয়ে ভিতরে নাম সবাই।

ছয় সাত ফুট উঁচু দেয়াল লাফিয়ে নামা সবার জন্যে সহজ নয়। ওরা একটু ইতঃস্তত করতে থাকে। অন্য লোকটি তখন এগিয়ে এসে লাঠি উঁচু করে, কাউকে হয়তো মেরেই বসবে। ওরা তাড়াতাড়ি নামার চেষ্টা করে। কেউ কেউ লাফিয়ে নামল, যাদের এত সাহস নেই তারা দেয়াল ধরে ঝুলে পড়ে পা মাটির কাছাকাছি আসতেই হাত ছেড়ে দিয়ে মাটিতে নেমে আসে। জীবনময় একটু মোটাসোটা, তাই ওকে ধরে নামাতে হল।

এপাশে নেমেই বিলু চাপা স্বরে বলল, দৌড়া গেটের দিকে, গেট খুলে বের হয়ে যাব।

ওরা প্রাণপণে গেটের দিকে ছুটতে থাকে কিন্তু গেট বাইরে থেকে বন্ধ। ওরা ধাক্কাধাক্কি করার মাঝেই গেট খুলে বাইরের লোক দুটি এসে ঢুকে। বিলু একজনকে

www.MurchOna.com

চিনতে পারে, লোকটা জলিল মিয়া।

ও! পালানোর চেষ্টা হচ্ছিল! লোকটা একটা কুৎসিত গালি দিয়ে বলে, সোজা সামনের দিকে, একটু নড়াচড়া করেলই মাথা দুভাগ করে দেব।

ওরা লোকটার কথামত এগুতে থাকে। উপরে তাকিয়ে দেখে, দোতলার বারান্দায় রইস খান পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। সাথে আরেকটা লোক, অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, না হয় ওরা চিনতে পারত, লোকটা ইদু মিয়া।

বিলু চাপা স্বরে বলল, আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, তোরা কেউ কথা বলিস। টিপু, চোখে চশমা আছে, তোকে দেখতে ভাল ছেলের মত দেখায়, তুই বলবি?

কি বলব?

বলবি বল হারিয়ে গিয়েছে তাই দেখার চেষ্টা করছিলাম। খবরদার, ইদু মিয়া বা পুলিশের কথা বলবি না।

কোন কথা না, জলিল মিয়া হুংকার দেয়, মুখ ভেঙে দেব এক ঘুষিতে।

যেরকম পেটা শরীর ইচ্ছা করলে সত্যি পারবে, ওরা তাই চুপ করে যায়। ওদেরকে বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে যাওয়া হল। একপাশে একটা অন্ধকার মত ঘর। জলিল মিয়া ঘরের কোণায় একটা টেবিল সরিয়ে মেঝেতে ঝুঁকে পড়ে কি ধরে টানতেই মেঝের একটা অংশ ডালার মত খুলে আসে। ভিতরে সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। জলিল মিয়া ওদেরকে বলল, একজন একজন করে নেমে যা।

ভয়ে ওদের আত্মা শুকিয়ে যায়। টিপু কোনমতে বলল, আমরা? মানে আমরা ঢুকব?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমরা, আমরা তো—

একটা কথা না, মুখ ভেঙে ফেলব।

বিলু প্রথমে নিচে নামতে থাকে। সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে গেছে। একটা ভারি দরজার সামনে এসে সিঁড়িটা শেষ হয়েছে।

জলিল মিয়া উপর থেকে হুংকার দিল, দরজার কাছে লাইটের সুইচ আছে, লাইটটা জ্বালা। বিলু হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা বের করে টিপে দিতেই কোথায় জানি একটা ময়লা বাতি জ্বলে উঠে।

এবারে দরজা খুলে ঢোক।

ভারি দরজা। একটা ভারি কাঠ আড়াআড়িভাবে রেখে দরজা বন্ধ করা আছে। কাঠটা বেশ শক্ত হয়ে আটকে আছে, বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে বিলু সেটা তুলতে পারল। কাঠটা পাশে রেখে দরজা খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে আসে। বেশ বড় একটা ঘর, ধুলাবালি, জঞ্জাল আর মাকড়সার জালে ঘরটা ভর্তি। উপরে টিমটিমে বাতি জ্বলছে, সেটা ঘরের অন্ধকার দূর না করে যেন আরো বেশি অন্ধকার করে রেখেছে।

ওরা একজন একজন করে ভিতরে ঢুকতেই জলিল মিয়া দরজা বন্ধ করে ভারি

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

কাঠটা বসিয়ে দিয়ে বলল, ভিতরে থাক তাহলে তোরা।

জলিল মিয়ার পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, ওদের আর বের হবার উপায় নেই।

ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মাসুদ প্রথমে কথা বলল, ওর গলার স্বর ভাঙা, তোদের কথা শুনে এখন আমার এই অবস্থা।

কণা বলল, আমাদের অবস্থা তোর থেকে ভাল নাকি?

তোরা তো শখ করে এসেছিস। আমাকে তো এনেছিস জোর করে।

ফজলু চোখ পাকিয়ে জলিল মিয়ার গলার স্বর অনুকরণ করে বলল, একটা কথা না, এক ঘুষিতে নাক ভেঙে ফেলব।

কেন? কেন কথা বলব না? এখন কি হবে আমাদের?

কি হবে আবার, বিলু ভরসা দেয়, এক্ষুণি পুলিশ এসে খুঁজে বের করবে আমাদের।

মাসুদ মুখ ভেংচে বলল, খুঁজে বের করবে আমাদের! জায়গাটা কেমন লুকোনো দেখেছিস?

কথাটা সত্যি। কারো পক্ষে এই জায়গাটা খুঁজে বের করা কঠিন। বিলু বলে, মানলাম পুলিশ খুঁজে পাবে না আমাদের।

তাহলে?

তাহলে কি?

তাহলে কি হবে আমাদের?

বিলু হাত উল্টায়। এতগুলি মানুষ আমরা, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন ঝগড়াঝাটি করে লাভ কি? আগে খুঁজে দেখ বের হবার রাস্তা আছে কিনা।

ওরা সবাই মিলে খুঁজে দেখে। ঘরে ঐ একটি মাত্র দরজা, অন্য কোন দিক দিয়ে বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই। ওরা মনমরা হয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

কি রকম ব্যাপার এটা? ফজলু বিড়বিড় করে বলে, একটা কিছু আমাদের জিজ্ঞেস করবি তো? সোজা নিয়ে এসে মাটির তলায় পুঁতে ফেলল!

বিলু উপুরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমরা মাটির কত নিচে আছি মনে হয়?

টিপু বলল, অন্তত আট দশ ফুট।

তার মানে ছাদটা মাটির কাছাকাছি?

তাই হবে।

তার মানে বের হতে হলে আমাদের ছাদ ফুটো করে বের হতে হবে।

ব্যাপারটা আশাপ্রদ নয়, তাই কেউ কিছুক্ষণ কথা বলে না। টিপু খানিকক্ষণ ভেবে বলল, ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিতে পারলে হত।

কেন?

তাহলে দেখা যেতো কোন দিক দিয়ে আলো দেখা যায় কিনা। হয়তো সেদিক দিয়ে

www.MurchOna.com

বের হয়ে যাওয়া যেতো।

ভাল বুদ্ধি! বিলু সুইচটা খুঁজতে থাকে, একটু পরেই আবিষ্কার করে সুইচটা বাইরে, ভিতর থেকে এটা নেভানোর কোন উপায় নেই।

মাসুদ বলল, বাল্বটা খুলে ফেললে হয়।

ফজলু বলল, কত উপরে দেখেছিস? তোর মত বাটকুলের অন্তত দশটা লাগবে।

টিপু বলল, তাছাড়া ওটা গরম হয়ে আছে, খোলা এত সহজ নয়।

বিলু নতুন ইলেকট্রিশিয়ান, সে অন্য বুদ্ধি দেয়, দাঁড় একটা সুইচ তৈরি করে দিই!

কিভাবে?

ঐ যে তার দুটি দেখা যাচ্ছে তার মাঝে একটা দুভাগ করে দেব। তখন কাটা মাথা দুটি ছোঁয়ালেই বাতি জ্বলবে, সরালেই নিভে যাবে।

কিন্তু —

বিলু হাত তুলে থামিয়ে দেয়, বলল, জানি দুইশ পঞ্চাশ ভোল্ট, পঞ্চাশ সাইকেল, এ. সি. কোনভাবে ছুঁয়ে ফেললে শক খাব, বেখেয়াল হলে একেবারে শেষ।

তাহলে?

বেখেয়াল হব না, সাবধানে করব।

কিন্তু—

টিপু বিরক্ত হয়ে বলল, তোদের ভয় একটু বেশি। একটা ইলেকট্রিক তার কাটবে সে নিয়ে এত ভয় কিসের? আমি দুবেলা কাটি না? বিলু তুই কর।

ঘরের জঞ্জাল খুঁজে একটা লোহার পাত, ছোট ছোট কয়েক টুকরা কাঠ, কিছু সুতা বা দড়ি জাতীয় জিনিস জোগাড় করে। লোহার পাতটা কাঠের টুকরার সাথে বেঁধে দেয়, জিনিসটা দেখতে হয় অনেকটা ছোট কুড়ালের মত। এখন এটা তারের উপর রেখে ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করলেই পাতলা তার কেটে দুভাগ হয়ে যাবার কথা।

বিলু আর টিপু মিলে করবে, অন্যেরা তাই সরে দাঁড়াল। টিপু একটা তার আলাদা করে, দুপাশে ধরে রাখে বিলু, মাঝখানে তার হাতে তৈরি কুড়ালটা বসিয়ে আরেকটা ভারি কাঠ দিয়ে আঘাত করতেই ছোট এক ঝলক আলো দেখা গেল, তারপরই ঘর অন্ধকার।

ফজলু ভয়-পাওয়া গলায় বলল, বিলু, টিপু, তোরা ঠিক আছিস তো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছি। বাতিটা জ্বালাচ্ছি এখন।

কড় কড় করে একটু শব্দ হল, বাতিটা আবার জ্বলে উঠে। টিপু তার দুটো ছুঁয়ে ধরে রেখেছে। প্লাস্টিকের ভিতর থেকে খানিকটা তামার তার বের হয়ে থাকলে সুবিধে হত, তাহলে আর হাত দিয়ে ধরে রাখতে হত না। কিন্তু দুইশ পঞ্চাশ ভোল্টের তার, ঠিক যন্ত্রপাতি ছাড়া কোনভাবেই প্লাস্টিক সরানো সম্ভব নয়। মাসুদ তখন ওর পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে বলল, আগুন দিয়ে একটু প্লাস্টিক গলিয়ে নিলেই হয়।

চমৎকার বুদ্ধি! মাসুদের মাথায় এরকম বুদ্ধি বের হবে ওরা ধারণা করেনি,

www.MurchOna.com

পড়াশোনা ছাড়া সে আর কিছু করতে পারে ওদের সেরকম বিশ্বাস নেই। প্লাস্টিকটা গলিয়ে নিয়ে তামার তার দুটো একটু বাঁকিয়ে ওরা একটার সাথে আরেকটা আটকে দেয়। যখন ঘর অন্ধকার করতে হবে, হাত দিয়ে তার দুটো সরিয়ে নিলেই হবে। টিপু ঘরটা অন্ধকার করে দেয়, সবাই তখন চারদিকে তাকিয়ে দেখে কোন আলো দেখা যায় কিনা। কিন্তু আলোর কোন চিহ্ন নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ওদের মনে হয় বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসবে। টিপু তাড়াতাড়ি বাতিটা জ্বালিয়ে দেয়। সবাই হঠাৎ আরো বেশি মনমরা হয়ে উঠে।

বিলু সবাইকে সাহস দেয়, ভয় পাসনে, কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সবাই চিন্তা করে দেখে কি করা যায়।

আরিফ বলল, যখন পু-পুলিশ আসবে তখন যদি খুব জোরে চেঁচাতে থাকি।

টিপু বলল, মনে হয় না বাইরে কোন শব্দ যাবে। দেখছিস না বাইরে থেকে কোন শব্দ আসছে না!

কণা বলল, দরজাটা কোনভাবে ভাঙা যায় না?

ওরা দরজাটা পর্যবেক্ষণ করে। শক্ত ভারি কাঠ, বোমা মেরেও ভাঙা যাবে কিনা সন্দেহ।

বিলু বলল, যদি রইস খানের কোন লোক দরজা খুলে নিচে আসে তাকে কাবু করে বের হতে হবে, এ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

মাসুদ জিজ্ঞেস করল, কাবু করা মানে তুই বলছিস সবাই গিয়ে জাপটে ধরা? ইঁদু মিয়াকে যেভাবে ধরেছিলি?

হ্যাঁ।

কিন্তু যদি একসাথে ওই তিনজন আসে?

বিলু একটু মাথা চুলকায়, ব্যাপারটা তাহলে শুধু কঠিন নয় বিপজ্জনকও।

টিপু বলল, বুদ্ধি দিয়ে করতে হবে।

কি বুদ্ধি?

হঠাৎ বিলুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে! চোখ বড় বড় করে বলে, আমাদের এখন লাইটের সুইচ আছে! ওরা ঘরে ঢুকলে হঠাৎ করে ঘর অন্ধকার করে ফেলতে পারি, ওরা কিছু বোঝার আগে কয়েকজন বের হয়ে যেতে পারি। কোনভাবে শুধু একজন বের হতে পারলেই হনে।

ওরা বসে পরিকল্পনাটা যাচাই করে দেখে। সবাই যদি এক জায়গায় একত্র হয়ে ঘরের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাহলে কেউ না কেউ পালাতে পারবেই। কমপক্ষে দুজনকে পালাতে হবে। একজন সোজা বের হয়ে ছুটে যাবে পিছনে কি হল না দেখে, তার দায়িত্ব বাইরে গিয়ে খবর দেয়া। অন্যজন দরজাটা বন্ধ করে দেবে, ভারি দরজা বন্ধ করা সহজ নয়, কিন্তু সেটা করতেই হবে। পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়, কারণ রইস খানের দলবল মোটেও এ জন্যে প্রস্তুত থাকবে না।

www.MurchOna.com

তাদের হতবাক ভাবটা কাটতে কাটতেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। আরিফ আরো একটা ভাল বুদ্ধি দিল, ঘরে অনেক জঙ্গল রয়েছে, ভাঙা চেয়ার টেবিল, কাঠ কুঠো, হাড়ি পাতিল, খালি বাক্স সবগুলিকে ওরা সাবধানে একটার উপরে আরকটা তুলে এক কোণায় সাজিয়ে রাখতে পারে, লাইট নিভে যাবার পর ধাক্কা দিয়ে সেই স্তূপ ফেলে দিলে প্রচণ্ড শব্দ হয়ে ওদের আরো ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দেয়া যাবে। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে মাসুদ আরো একটি চমৎকার বুদ্ধি দিল, যে কাটা তারটি ওদের সুইচ হিসেবে কাজ করছে সেটার সাথে একটা সুতা বা দড়ি বেঁধে নিলে বাতি নেভানো অনেক সহজ হবে। ওরা বুঝতে পর্যন্ত পারবে না বাতিটা কেন নিভেছে। মাসুদের বুদ্ধি দেখে ফজলু পর্যন্ত অবাক হয়ে যায়, ওর ঘাড়ে থাবা দিয়ে বলে, তোকে দেখে বোকা বোকা লাগে, কিন্তু বুদ্ধি তো দেখি ঠিকই আছে!

ওরা তাড়াতাড়ি কাজে লেগে যায়, এর মাঝে কেউ এসে পড়লে ঝামেলা হয়ে যাবে। একটা দড়ি জাতীয় জিনিস দিয়ে কাটা তারটি বেঁধে নেয়া হল। একটা হ্যাঁচকা টানেই বাতি নিভে যাবে। টিপুর উপর ভার এটা নেভানোর। স্কুলঘরে বাতি নেভাতে দেরি করে ও নূরা পাগলার হাতে প্রায় মারা যেতে বসেছিল, সেটা নিয়ে সবাই একবার করে ওকে খোঁচা মেরে গেল, কিন্তু টিপু তাতে কিছু মনে করল না। এবারে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, সবাই মিলে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে একটা কাজ করছে। এবার ভুল হওয়ার কোন ব্যাপারই নয়। সবাই মিলে ঘরের ভাঙা জিনিসপত্র একটার উপরে আরেকটা দাঁড় করিয়ে বড় স্তূপ তৈরি করল, খুব সাবধানে রাখা আছে, অল্প একটু ধাক্কা দিলেই পুরোটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

সবকিছু ঠিক করে ওরা আবার খুঁটিনাটি জিনিস যাচাই করে নিতে থাকে। বিলু বলে, আমাকে সবাই চেনে, আমার উপর রাগও বেশি, কাজেই আমাকে চোখে চোখে রাখবে, আমার তাই পালানোও কঠিন হবে। তোদেরকে আগে পালাতে হবে। পরে সময় পেলে আমি।

মাসুদ জিজ্ঞেস করল, প্রথমে কে বের হবে?

প্রথমে আরিফ বের হোক, ভাল দৌড়াতে পারে, বের হয়ে ছুটে একেবারে বাইরে চলে যাবে।

আরিফ রাজি হল। আরিফের পর কণা। কণার গায়ে জোর আছে, ওর দায়িত্ব দরজা বন্ধ করার। ও বের হয়ে চলে না গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়েই থাকবে। যারা যারা বের হতে পারবে বের হওয়ার পর কণা দরজা বন্ধ করে দেবে। বিলু বারবার করে বলে দিল, কণা মনে মনে এক হাজার এক, এক হাজার দুই, এক হাজার তিন গুনে দরজা বন্ধ করে দেবে। যারা যারা বের হতে চায় এর মাঝে বের হতে হবে। পুরো ব্যাপারটি কত ভাল কাজ করবে সেটা নির্ভর করছে ওরা কত তাড়াতাড়ি সেটা করতে পারে তার ওপর।

পরিপল্কনার খুঁটিনাটি ওরা বারবার করে পরীক্ষা করে দেখে। কোন ভুল নেই।

www.MurchOna.com

এখন শুধু কেউ একজন আসার জন্যে অপেক্ষা করা। ঠিক করা হল, বিলু যখন তার হাত উপরে তুলে হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনবে টিপু সাথে সাথে বাতি নিভিয়ে দেবে। ফজলু তখন মনে মনে এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনে তার স্তূপটি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। এর ভিতরে যারা পালাতে পারবে পালিয়ে যাবে, অন্যেরা পিছিয়ে দেয়াল স্পর্শ করে এক কোণায় হাজির হবে। সেখানে আগে থেকে বড় বড় পাথরের ঢেলা কাঠের টুকরা জমা করে রাখা আছে, যদি দরকার পড়ে ব্যবহার করা যাবে।

ওরা বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। বসে থাকতে থাকতে ওদের মাথা থেকে আরো বুদ্ধি বের হয়। যেমন, ফজলু তার জঞ্জালের স্তূপটি ফেলে দিয়ে প্রচণ্ড আর্তনাদ শুরু করবে যেন সে মরে যাচ্ছে! সবার নজর তখন ফজলুর দিকে থাকবে, অন্যেরা সেই ফাঁকে নিঃশব্দে বের হয়ে যেতে পারবে। জীবনময় একটু মোটাসোটা, দৌড় ঝাঁপে একটু অসুবিধে, কাজেই সে পালানোর মাঝে নেই। সেও একটা চমৎকার বুদ্ধি দিল—যারা বেরিয়ে যাবে তারা দরজা বন্ধ করে একজন আরেকজনকে ডাকাডাকি করে এমন ভান করবে যেন সবাই বের হয়ে গেছে। যারা ভিতরে থাকবে তারা টু শব্দটি করবে না, কাজেই রইস খানের লোকজন জানতেও পারবে না ভিতরে কেউ আছে! যারা ভিতরে থাকবে তারা কিভাবে শব্দ না করে পিছিয়ে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় একত্র হবে সেটাও কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখা হল।

অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে তবু কেউ আসে না। ওরা প্রথমে অধৈর্য হয়ে এখন শংকিত হয়ে উঠেছে। যদি কেউ না আসে? ওদেরকে যদি এখানেই বাকি জীবন কাটাতে হয়? নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্যে ওরা জীবনময়ের জন্যে একটা জঞ্জালের স্তূপ তৈরি করে দেয়। ফজলুর স্তূপটার কয়েক সেকেণ্ড পরে জীবনময়েরটা ফেলা হবে। স্তূপের উপর প্রচুর পরিমাণে ধুলাবালি রাখা হল, স্তূপটি ফেলার পর সারা ঘর যেন ধুলায় ঢেকে যায়, কয়েক সেকেণ্ড এটা দিয়েও ব্যস্ত রাখা সম্ভব।

সবাই চুপচাপ বসে থাকে কিন্তু কারো আসার নাম গন্ধ নেই। সবাই এবারে সত্যি সত্যি ভয় পেতে শুরু করে। যদি সত্যিই কেউ না আসে? ফজলু চিন্তাটা সরিয়ে রাখার জন্যে তৃতীয় আরেকটা জঞ্জালের স্তূপ দাঁড়া করানো শুরু করে। এবারে সে মেঝে থেকে ইঁট খুলে নিচ্ছিল, পুরানো মেঝে হাত দিয়ে টান দিতেই খুলে আসছে। কয়েকটা ইঁট খুলেই হঠাৎ সে কেমন যেন কৌতূহলী হয়ে উঠে। নীচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় না। ফজলু মাথা নিচু করে দেখার চেষ্টা করে, ভিতরে কেমন জানি একটা বোটকা গন্ধ। ভাল করে তাকিয়ে হঠাৎ সে আতংকে চিৎকার করে উঠে।

সবাই ওর কাছে ছুটে আসে, কি হয়েছে?

ফজলু ভয়ে কথা বলতে পারে না, কাঁপা কাঁপা হাতে মেঝেতে ফুটোটার দিকে দেখিয়ে দেয়। বিলু একটা লাঠি হাতে তুলে নিয়ে সাবধানে এগিয়ে গিয়ে ফুটোটার ভিতর উঁকি দেয়। ও ভেবেছিল ফজলু বুঝি একটা সাপ দেখেছে, কিন্তু সাপ নয়,

www.MurchOna.com

ভিতরে একটা কংকাল।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই চার দেয়াল না জানি রইস খানের কত পাপের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

ঠিক তক্ষুণি দরজায় শব্দ শোনা যায়, কেউ একজন দরজা খুলছে। ওরা ছুটে যে যার জায়গায় চলে যায়, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, যেরকম ঠিক করা ছিল।

উত্তেজনায় ওদের বুক ধ্বক ধ্বক করতে থাকে!

দরজা খুলে প্রথমে ঢুকল জলিল মিয়া, হাতে তার সেই লম্বা লাঠি। তার পিছনে রইস খান, তার পিছনে দ্বিতীয় লোকটি। রইস খান সবাইকে এক নজর দেখে বিলুর দিকে এগিয়ে আসে, বিলু আড়চোখে তাকিয়ে দেখে দরজার কাছে অন্য লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, ও ওখান থেকে সরে না আসা পর্যন্ত পালানোর চেষ্টা করা ঠিক হবে না।

বিলুর সামনে এসে রইস খান কঠোর মুখে জিজ্ঞেস করে তোদের কে এখানে পাঠিয়েছে?

আমাদের? কে পাঠাবে, বল হারিয়ে গেছে, তাই —

আবার মিথ্যা কথা? রইস খান হুংকার দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলে, চিঠিটা কই?

সবাই চমকে উঠে, রইসখান চিঠির কথা জানল কোথা থেকে?

কোথায় চিঠিটা?

বিলু অবাক হওয়ার ভান করে, চিঠি? কিসের চিঠি?

ও! জানিস না কিসের চিঠি— গলার স্বরে সবাই চমকে উঠে তাকায়, ঘরে ইঁদু মিয়া এসে ঢুকেছে। বিলু মাথায় বাজ পড়লেও এত অবাক হত না, ও কিভাবে এল? ওকে না ওরা গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছিল?

ফজলু বিড়বিড় করে বলল, তখনই বলেছিলাম কাপড় জামা খুলে আনতে, কেউ আমার কথা শুলন না।

কি বললি, কি বললি তুই? ইদু মিয়া ফজলুর কাছে গিয়ে তার ঘাড় চেপে ধরে, তোর মাথা যদি আমি না ভাঙ্গি তাহলে আমি বাপের বেটা না।

রইস খান তখনও বিলুর কাছে হাত পেতে আছে, কোথায় চিঠি?

আমার কাছে নেই।

কিছু বোঝার আগে প্রচণ্ড জোরে বিলুর মুখে আঘাত করে বসে রইস খান। বিলু ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে, অনেকক্ষণ লাগে ওর সোজা হয়ে বসতে। ও ধীরে ধীরে রইস খানের দিকে তাকায় প্রচণ্ড আক্রোশে তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। সবাই অবাক হয়ে দেখে সে হাত বাড়িয়ে একটা লাঠি তুলে নিল, বুড়া শয়তান, তোর জান আমি শেষ করব—

www.MurchOna.com

কিছু বোঝার আগেই সে হিংস্র শ্বাপদের মত রইস খানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রইস খান চীৎকার করে উঠে, জলিল মিয়া— কুদ্দুস—

জলিল মিয়া আর কুদ্দুস নামের লোক দুটি ছুটে আসে বিলুকে ধরতে, কিন্তু কার সাধ্য আছে তাকে ধরার?

টিপু বিলুর সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করছিল কিন্তু বুঝতে পারে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সে দেরি না করে একটানা বাতিটা নিভিয়ে দিল।

মুহূর্তে ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যায়, সাথে সাথে বিলু সম্বিত ফিরে পেল, রইস খানকে ছেড়ে এক লাফে পিছনে সরে আসে সে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে আরেকটু হলে সে এত যত্নে তৈরি করা পরিকল্পনার সর্বনাশ করে দিত।

প্রচণ্ড শব্দ করে বামদিকে দাড়া করিয়ে রাখা জঞ্জালের স্তূপটা আছড়ে পড়ে, সাথে সাথে ফজলুর চিৎকার শোনার কথা কিন্তু তার বদলে ইদু মিয়ার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। পাজী ফজলুটা ইদু মিয়ার উপরে পুরোটা ফেলে দিয়েছে, এই অবস্থাতেও বিলু কিছুতেই হাসি আটকাতে পারল না।

কি হচ্ছে, কি হচ্ছে এখানে? রইস খানের গলায় রীতিমত আতংক।

জানি না, বাতি নিভে গেল হঠাৎ।

ইদু মিয়া কাতর স্বরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগে জীবনময়ের স্তূপটা আছড়ে পড়ে, প্রচণ্ড ধুলায় ঘর ঢেকে গেছে, কাশছে সবাই। কান খাড়া করে রাখে বিলু, কে জানে, কে কে বের হতে পারল। দরজায় একটু খচমচ শব্দ শোনা যায়। তার মানে কণা দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করছে, আর কয়েক সেকেন্ড সময় দরকার তাহলেই হয়ে যাবে। দরজায় হঠাৎ লাথি দেয়ার শব্দ হল সাথে সাথে কণার গলার স্বর শোনা গেল, সবাই বের হয়েছে?

অন্ধকারে বিলুর মুখে হাসি ফুটে উঠে, তাহলে ওরা ঠিক ঠিক বের হতে পেরেছে। টিপুর গলার স্বর শোনা গেল, হ্যাঁ সবাই বের হয়েছে।

বিলু আর মাসুদ কই?

এই তো এখানে। মাসুদের গলার স্বর।

জীবনময়, জীবনময় কোথায়?

আগেই বের হয়ে গেছে, ফজলুর সাথে।

চল তাহলে সবাই। কণা দরজায় মুখ রেখে বলল, ঠিক আছে শয়তানের দল তোমরা থাক তাহলে, আমরা গেলাম। ওরা শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।

ভিতরে কয়েক মুহূর্ত একেবারে কবরের মত নীরব, এমন কি ইদু মিয়া পর্যন্ত কাতর শব্দ করতে ভুলে গেল । কে একজন বিলুর খুব কাছ দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে দরজার দিকে ছুটে যায়, কয়েকটা লাথি দিল দরজায়, তারপর বলল, শালার! সত্যি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তাজ্জব! বিলু চিনতে পারে, জলিল মিয়ার কণ্ঠস্বর।

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

রইস খান বলল, কয়টা বাচ্চা ছেলে সবাইকে আটকে রেখে পালিয়ে গেছে?

কেউ কথার উত্তর দিলো না। রইস খান হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কর কি? এতগুলি মানুষের মাঝে একটা চ্যাংড়া পোলা আমাকে প্রায় মেরে ফেলছিল, এখন সবাইকে বেকুব বানিয়ে পালিয়ে গেছে— তোমরা বসে বসে কর কি?

ইদু মিয়া কাতর গলায় আস্তে আস্তে বলল, খান সাহেব এগুলি চ্যাংড়া পোলা না, এগুলি সাক্ষাত ইবলিশ। আমাকে ধরেছিল আমি জানি, একেবারে বড় মানুষের মত কাজ কারবার। কিভাবে পালালো দেখলেন না?

রইস খান হিশ হিশ করে বলল, অনেক হয়েছে, কেউ একজন এখন একটা দিয়াশলাই জ্বালাও।

বিলুর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে, এখন উপায়?

জলিল মিয়া বলল তার কাছে কোন দিয়াশলাই নেই, কুদ্দুসেরও একই অবস্থা। ইদু মিয়ার কাছে ছিল, কিন্তু ছেলেগুলি যখন ধরেছিল তখন নিয়ে গেছে। বিলুর বুকে পানি ফিরে আসে, এরকম দুই একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে ওরা একবারও ভেবে দেখে নি।

দেয়ালে হাত দিয়ে এবারে সে সাবধানে যেখানে একত্র হওয়ার কথা সেখানে হাজির হয়। একজন জীবনময় মোটা মোটা হাত বোঝা যায় সমজেই। অন্যজন ফজলু, হাসি চাপার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বলে শরীর কাঁপছে। অন্য সবাই তাহলে পালিয়ে যেতে পেরেছে, বিলুর বুক হালকা হয়ে যায়, ওদের কাছে ম্যাচ নেই কাজেই কিছু করতেও পারবে না, এখন শুধু অপেক্ষা করা। বিলু দুজনের হাত ধরে চাপ দেয়। উত্তরে তারাও বিলুর হাত চেপে ধরে একবার।

জলিল মিয়া আস্তে আস্তে বলে, হুজুর।

কি?

এখন কি করা?

আমি কি জানি, বের হবার একটা ব্যবস্থা কর, হারামজাদা পোলা আমার মুখের উপর মেরেছে, ফুলে উঠেছে কিরকম।

বেশি লেগেছে নাকি?

রইস খান খেঁকিয়ে উঠে, না লাগে নি! দেখেছো কাঠের তক্তা দিয়ে নাকে মুখে মেরে বসল, এখন জিজ্ঞেস করো লেগেছে নাকি!

জলিল মিয়া চুপ করে থাকে, যেন দোষটা তারই। রইস খান আবার খেঁকিয়ে উঠে, কি হল, বের হবার একটু চেষ্টা কর।

কিভাবে করি হুজুর? কাউকে আটকে রাখতে হলেই তো আমরা এই ঘরটা ব্যবহার করি, বের হবার কোন পথ নেই এখানে।

হুঁ। রইস খান চুপ করে যায়, শুধু ইদু মিয়ার কাতর গলার স্বর শোনা যেতে থাকে। রইস খান বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি এখানে বসে বসে আঁ উঁ করছ কেন?

www.MurchOna.com

আর বলবেন না খান সাহেব, মনে হল পুরো ছাদটা বুঝি আমার উপর ভেঙ্গে পড়েছে, মাজাটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

ফজলু হাসির দমকে কেঁপে উঠতে থাকে, বিলু ওকে ধরে রাখতে পারে না। একে নিয়ে না আবার নতুন কোন ঝামেলার শুরু হয়।

খানিকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে। রইস খান একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, একটু ঝামেলা হয়ে গেল।

ইদু মিয়া বলল, একটু কোথায় খান সাহেব, এ তো বড় ঝামেলা।

তোমার জন্যই তো। রইস খান প্রচণ্ড রেগে বলল, তুমি যদি চিঠিটা না হারাতে তাহলেই তো হতো। এখন এটা যদি পুলিশের হাতে যায়?

আমি কি করব খান সাহেব। ছেলেগুলি কি রকম সাংঘাতিক আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন। একটু পরে বলল, বাতিটা নেভালো কেমন করে?

কি জানি! জলিল মিয়ার গলার স্বর, যাদু জানে নাকি?

ফজলু আবার হাসির দমকে কেঁপে উঠতে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও আর হাসি চেপে রাখতে পারে না, হঠাৎ ক্যাঁক করে কেমন জানি একটা শব্দ করে ফেলল। মুহূর্তে ঘরে সবাই চুপ করে যায়। ভয়ে বিলুর শরীর শীতল হয়ে অসে, এখন উপায়?

জলিল মিয়া কাঁপা গলায় বলল, কেমন একটা শব্দ হল না?

হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল, ইদু ছুটে গেল যেখানে অন্য সবাই আছে, ওরা ভয় পেয়েছে! এবারে বিলুর পক্ষে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

রইস খান চাপা গলায় বলল, ঘরটার দোষ আছে, আমি আগেও দেখেছি।

ফজলু কিছুতেই আর হাসি চেপে রাখতে পারে না, আবার তার গলা থেকে সেই অদ্ভুত শব্দটা বের হল।

জলিল মিয়া ভাঙা স্বরে বলল, ঐ যে, ঐ যে আবার।

দরুদ শরীফ পড়, দরুদ শরীফ পড় সবাই।

অজু নাই যে?

বিপদের সময় অজু লাগে না, দরুদ পড় সবাই।

সবাই উচ্চ স্বরে দরুদ পড়তে থাকে!

বিলুর হঠাৎ মজা করার ইচ্ছা হল, হাতড়ে হাতড়ে একটা মাঝারি গোছের ঢিল নিয়ে ওদের দিকে ছুড়ে দেয়, ঢিলটা সশব্দে ওদের মাঝে পড়ে আর রইস খান ভয়ানক চিৎকার করে উঠল, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ–লাইলাহা ইল্লাল্লাহ–

ছাদ ভেঙে পড়ছে হুজুর, ছাদ ভেঙে পড়ছে। গজব নেমে আসছে।

ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ, ইয়া পরওয়ারদিগার।

খানিকক্ষণ নিজেদের ভিতর হুটোপুটি করে ওরা শান্ত হয়ে আসে, শুধুমাত্র দোয়া দরুদের শব্দ শোনা যেতে থাকে।

বিলু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ইনিয়ে বিনিয়ে

www.MurchOna.com

কান্নার মত শব্দ করতে থাকে! খুব আস্তে আস্তে, প্রায় শোনা যায় না এরকম, ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেটা অতৃপ্ত আত্মার কান্নার মত ঘরে ভেসে বেড়াতে থাকে।

প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে লোকগুলি চিৎকার আর ছুটাছুটি করতে থাকে। জলিল মিয়া ভাঙ্গা গলায় বলল, মাফ করে দাও আমাকে, মাফ করে দাও সুরুয মিয়া। আমার কোন দোষ নেই, আমার কোন দোষ নেই। খান সাহেব খান সাহেব —

লোকটা ভয়ে আবার হার্টফেল করে মরে না যায়! বিলু তাই চুপ করে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। একটু শান্ত হয়ে এলে আবার ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার শব্দ করতে থাকে। ফজলু আর জীবনময় যোগ দেয় এবার বিলুর সাথে, সারা ঘর কান্নার শব্দে গুমড়ে গুমড়ে উঠতে থাকে। জলিল মিয়া মাটিতে মাথা কুটে আর্তনাদ করে উঠে, মাফ করে দাও সুরুয মিয়া, আমারে মাফ করে দাও, খান সাহেব আমারে বলেছিল তোমারে মারতে, আমার কোন দোষ নেই—হারামীর বাচ্চা খান সাহেব বলেছিল—

ওরা কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল জানে না। কিন্তু এর মাঝে রইস খানের দলবলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ভয়ের একটা পর্যায়ে মানুষের কোন বিচারবুদ্ধি থাকে না, ওরা সে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। বিলু, ফজলু আর জীবনময়ের সাহসও আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে, হাসি চাপার চেষ্টা না করে ওরা একবার দুবার হো হো করে হেসে উঠেছিল, কিন্তু রইস খানের দলবলের কাছে মনে হচ্ছিল সেটি অতৃপ্ত প্রেতাত্মার রক্তশীতল করা খলখলে হাসি! সবচেয়ে মজা হচ্ছিল যখন ওরা হঠাৎ কান ফাটানো স্বরে চিৎকার করে উঠত, সবাই তখন আরো জোরে চিৎকার করে উঠে ডাক ছেড়ে কান্নার মতো শব্দ করতে থাকে। সবচেয়ে বেশি ভেঙ্গে পড়েছে জলিল মিয়া, শেষের দিকে সে প্রায় ক্ষ্যাপার মত হয়ে উঠে। অদৃশ্য আত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা করে তাকে এ যাত্রা ছেড়ে দিলে সে নিজের হাতে রইস খানের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে। রইস খান চাপা স্বরে আয়াতুল কুরসী পড়া ছাড়া আর কিছু বলছিল না, জলিল মিয়ার প্রতিজ্ঞা তাকে বেশি ভরসা দিচ্ছিল না, বলাই বাহুল্য। ইদু মিয়া হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকারে কোন একটা ছায়ামূর্তি দেখে ফেলছিল, কিভাবে সেটা শুধু সেই বলতে পারে। কুদ্দুস নামের লোকটির গলা দিয়ে শুধুমাত্র গোঙানোর মত শব্দ একটা বের হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ শোনা যেতে থাকে, বিলু, ফজলু আর জীবনময় থেকে একশগুণ বেশি খুশি হয় রইস খানের দলবল। ভারী দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে কেউ, হাতে তীব্র টর্চ লাইটের আলো। একপাশে জড়াজড়ি করে থাকা রইসখানের দলের উপর আলো এসে পড়ে, সেখান থেকে ঘুরে যায় অন্য কোণায়, বিলু ফজলু আর জীবনময় যেখানে গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে আছে।

টিপুর গলার স্বর শোনা গেল, বিলু, তোরা ভাল আছিস তো?

হ্যাঁ।

www.MurchOna.com

রইস খান কিছু করে নি তো?

ফজলু হো হো করে হেসে উঠে, কিছুতেই তার হাসি থামতে চায় না। রইস খান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। তার বয়স এই কয় মিনিটে দশ বছর বেড়ে গেছে। আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে থাকে বিলু, ফজলু আর জীবনময়ের দিকে। ব্যাপারটি বুঝতে তার খানিকক্ষণ সময় লাগে। আস্তে আস্তে তার মুখভঙ্গি বদলে যেতে থাকে, প্রচণ্ড রাগে তার চোখ লাল হয়ে আসে। মুখ বিকৃত করে হঠাৎ সে চিৎকার করে ছুটে আসে বিলুর দিকে। কেউ কিছু বোঝার আগে বিলুর গলা চেপে ধরে দুহাতে।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে বিলুর, প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়াবার, কিন্তু পারে না, লোহার মত শক্ত হাতে ধরেছে তাকে। ওর বুক ফেটে যেতে চায় একটু বাতাসের জন্যে, চোখের সামনে ঘুরপাক খেতে থাকে সবকিছু, কিন্তু ওর কিছু করার নেই, প্রাণপণ চেষ্টা করেও এতটুকু বাতাস নিতে পারছে না বুকে! আহ্, কি কষ্ট! কি কষ্ট!! চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে যায় ওর।

কতযুগ যেন পার হয়ে গেছে! বিলুর মনে হয় সে বুঝি কতকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে! ওকে ডাকছে কেউ, কতদূর থেকে ডাকছে কে জানে! আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায়, ওর মুখের উপর ঝুঁকে আছে সবাই, ঐ তো টিপু আর আরিফ, ফজলু কণা জীবনময়। ঐ তো পিছনে খোকন, মাসুদ, মাসুদের আব্বা! ঐ তো কয়জন পুলিশ! বিলু নিঃশ্বাস নেয় একবার, ওর বিশ্বাস হয় না যে ওর বুক ভরে যাচ্ছে বাতাসে! তাহলে সে মরে যায় নি?

বিলু, এই বিলু— টিপু ওকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

কি? বিলুর গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বের হয়, খকখক করে কেশে উঠে সে।

বিলু তুই ভাল আছিস তো?

আবার কথা বলার চেষ্টা করে সে, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। মাথা নেড়ে তাই সে একটু হাসার ভঙ্গি করে। টিপুকে ধরে ও বসার চেষ্টা করল, ঘরে অসংখ্য লোক। উপরে টিম টিম করে সেই বাতিটি জ্বলছে, টিপু নিশ্চয়ই তার সুইচটি দিয়ে আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে। অন্য পাশে তাকায় বিলু, রইস খান দাঁড়িয়ে আছে, হাতে হাত কড়া। মাথা ফেটে তার মুখ থেকে রক্ত পড়ছে, কেউ নিশ্চয়ই বিলুকে বাঁচানের জন্যে তার মাথায় মেরেছে। এখনো সে তাকিয়ে আছে বিলুর দিকে, কি ভয়ঙ্কর সে দৃষ্টি! বিলু প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকায়, চিঠিটা এখনো আছে। সাবধানে বের করে আনে সে ভাঁজ খুলে আরেক বার পড়ে, ওর মুখে আশ্চর্য একটা হাসি ফুটে উঠে। রইস খান এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চিঠিটা তাকে দেখায়, বিলু দেখতে পায় রইসখানের সারা শরীর একবার ঝাঁকুনী দিয়ে উঠল, কিন্তু তার কিছু করার নেই, দুজন পুলিশ তাকে দুদিক থেকে ধরে রেখেছে।

এই বুঝি সেই বিখ্যাত চিঠি? পুলিশ অফিসার তার দিকে এগিয়ে আসেন।

বিলু মাথা নেড়ে চিঠিটা বাড়িয়ে দেয়, কথা বলার চেষ্টা করে, লাভ নেই ওর গলা

www.MurchOna.com

দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না।

জীবনময় পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, সাধু ভাষার লেখা চিঠি, ভারি আশ্চর্য!

পুলিশ আফসারটি অবাক হয়ে জীবনময়ের দিকে তাকান, কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যান। বলে কি হবে, এরা নিজেরা যে কত আশ্চর্য সেটা যদি তারা জানত তাহলেই তো সর্বনাশ হয়েছিল!

ঘরের এক কোণায় পুলিশের লোকজন তখন মেঝে খুড়ে কঙ্কালটি বের করতে শুরু করেছে।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। বিলু সুস্থ হয়ে আবার কাজ শুরু করে দিয়েছে। গলায় প্রচণ্ড ব্যথা ছিল প্রথম কয়েকদিন, এখন কমে আসছে। জোরে কথা বলার চেষ্টা করলে এখনো কোথায় জানি টনটন করে উঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওর যে কাজ তাতে কথাবার্তা বলতে হয় না, মন ভাল থাকলে ইলেকট্রিশিয়ান প্রচুর কথা বলে, কিন্তু বিলু বরাবরই শ্রোতা। আজ বিলুর কাজ হচ্ছে বাসার বড় মেইন সুইচটি বসানো। কোন ঘরে কত ইলেকট্রিসিটি যাবে তার উপর নির্ভর করে ফিউজগুলি সাজাতে হচ্ছে। বড় মেইনসুইচের বাক্সটি ঠিক করে বসানোর জন্যে বিলু দেয়ালের ফুটোটা বড় করছিল। হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাকে। তাকিয়ে দেখে দরজায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে তার ক্লাসের ছেলেরা। স্কুল ছুটি হয়নি এখনো, নিশ্চয়ই ছুটি নিয়ে চলে এসেছে। ভাল করে তাকিয়ে হঠাৎ দেখে পিছনে অংক স্যার। বিলু মহাব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি হাতুড়িটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় ইলেকট্রিশিয়ান অনেকগুলি লম্বা লম্বা তার বিছিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়ই। বিলু বলল, চাচা আমার স্যার এসেছেন, আমি একটু গেলাম!

ইলেকট্রিশিয়ান মাথা না তুলে বলল, যা।

বিলু ছুটে স্যারের কাছে যায়, স্যার এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখলেন, কি রে বিলু কি খবর তোর? কথা বের হচ্ছে গলা থেকে।

বিলু মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

ধুলায় তো ডুবে আছিস দেখছি।

বিলু একটু লজ্জা পেয়ে শরীরের ধুলা ঝাড়তে থাকে। স্যার বললেন, থাক থাক ঝাড়তে হবে না। ভালই লাগছে দেখতে।

ফজলু গলা নামিয়ে বলল, পাউডার আর কি!

আরিফ এগিয়ে এসে বলল, বিলু আজ আমাদের পি-পি পিকনিক।

সবাই মিলে তারস্বরে চেঁচাতে থাক, পি-পি-পিকনিক! পি-পি-পিকনিক! বিলু তাকিয়ে দেখে সত্যি তাই ছেলেদের সবার হাতেই নানারকম খাবার দাবার। কণার মাথায় একটা বড় ডেকচি, বিলু তাকাতেই বলল, বিরিয়ানী।

www.MurchOna.com

মাসুদ বলল, আমাদের ক্লাস আজ ছুটি হয়ে গেল। আমরা রইস খানকে ধরিয়ে দিয়েছি সে জন্যে সবাই খুবই প্রশংসা করছে।

ফজলু মুখ কাল করে বলল, কচু প্রশংসা। আব্বা আমাকে সেদিন যা পিটুনি দিয়েছে!

কণা বলল, তোর সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। নিজে থেকে বলতে গেলি কেন? এসব জিনিস আস্তে আস্তে বলতে হয়।

টিপু বলল, হ্যাঁ, আগে আম্মাকে, আম্মা বলবে আব্বাকে!

জীবনময় উশখুশ করে বলল, স্যার আমরা খাব কখন?

ফজলু একটা ধমক দিল, তোর শুধু খাওয়া আর খাওয়া। তুই কবি মানুষ, এতো খাস কি জন্যে?

স্যার হেসে বললেন, কবিরা খায় না তোকে কে বলেছে?

ফজলু উত্তর না দিয়ে এমন একটা হতাশার মুখভঙ্গি করল যে দেখে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। স্যার বিলুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর ইলেকট্রিশিয়ন কোথায় রে?

ভিতরে বারান্দায়, ডেকে আনব?

চল আমরাও যাই। সবাই মিলে কোথাও বসে খাওয়া দাওয়া করি। ইলেকট্রিশিয়ান স্যারকে দেখে এক গাল হেসে এগিয়ে আসে, আদাব স্যার।

স্যার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, বিলুর কাজ কেমন দেখছেন?

ভাল, খুব ভাল। শক্ত ছেলে আপনার, এক সপ্তাহের কাজ একদিনে করে ফেলতে চায়। স্যারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, নতুন নতুন তো, বুঝে না। ইলকেট্রিশিয়ান ভাল মানুষের মত হাসে।

স্যার বললেন, কি করছেন আপনি? সময় হবে এখন একটু?

কেন?

এই ভাবছিলাম সবাই বসে একটু খাওয়া দাওয়া করি। আমার ছেলেরা তো একটা গুণ্ডার দল, তারা গিয়ে ধরেছে আরেক গুণ্ডার দলকে!

হ্যাঁ হ্যাঁ বিলুর কাছে শুনছিলাম, খবরের কাগজে নাকি উঠে গেছে?

শুধু খবরের কাগজ? আরেকটু হলে সিনেমা থেকে লোক এসে যায়, "লেড়কা ডাকু কি কাহীনি" নাম দিয়ে সিনেমা করে ফেলে! যাই হোক, সবাই যে জানে বেঁচে আছে এই-ই বেশি। তাই ভাবছিলাম সবাই একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করে খোদার কাছে শোকর করি! সময় হবে কি একটু আপনার?

একশবার! সময় হবে না কেন? খাওয়ার জন্যেই তো বেঁচে আছি।

ফজলু গলা নামিয়ে জীবনময়কে বলল, তোর বন্ধু।

জীবনময় চোখ পাকিয়ে তাকায়।

বাসার ছাদে সবাই হৈ-চৈ করে খেতে বসে। স্যারকে আড়াল করে একজন

www.MurchOna.com

আরেকজনের মাথায় চাটি মারে, সামনে থেকে খাবার সরিয়ে নিয়ে ইট রেখে দেয়, পানির গ্লাসে লবণ গুলে দেয়। কেউ কেউ খাবার উপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেবার চেষ্টা করে। এক কোণায় ফজলু হাত পা নেড়ে "লেড়কা ডাকু কি কাহীনি" ছায়াছবির নায়কের অভিনয় করে যাচ্ছিল। সেখানে দর্শকদের চিৎকারে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়! স্যার দেখেও না দেখার ভান করেন, শুনেও না শোনার ভান করেন। এই বয়সে ছেলেরা যদি দুষ্টুমি না করে কখন করবে?

খাওয়ার পর সবাই গোল হয়ে বসে। স্যার হাসি হাসি মুখে বিলুকে জিজ্ঞেস করেন, তোর পড়া কেমন হচ্ছে?

বিলু অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে বসে, এর মাঝে আবার পড়াশোনার কথা কেন?

তুই জানিস, সামনের সপ্তাহ থেকে তোকে আবার স্কুলে যেতে হবে?

ছেলেদের প্রচণ্ড চিৎকারে স্যারের কথা চাপা পড়ে যায়, ফজলু লাফিয়ে বিলুর পিছনে গিয়ে খুশিতে তার পিঠে প্রচণ্ড এক কিল মেরে বসে। নেহায়েত স্যার সামনে, এ ছাড়া ফজলুর কপালে আজ দুঃখ ছিল!

স্যার সবাইকে থামিয়ে বললেন, স্কুলের মিটিংয়ে স্যার প্রস্তাব রেখেছিলেন, যারা পড়াশোনাতে খুব ভাল শুধু তারাই স্কুলের নানারকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু পড়াশোনা ছাড়াও তো একটা জীবন আছে, সেটাও পড়াশোনার মত গুরুত্বপূর্ণ। যারা সেখানে খুব ভাল তাদেরকে কোনভাবে পুরস্কার দেয়া উচিৎ! স্কুল কমিটি রাজি হয়েছে। এখন থেকে স্কুলের কোন ছেলে যদি কোন কিছুতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখায় তার বেতন মাফ করে দিয়ে তাকে একটা বৃত্তি দেয়া হবে! ল্যাবরেটরী ঘরে টিপুকে পাগলের হাত থেকে প্রাণে বাঁচানোর জন্যে এ বছর সেটা বিলুকে দেয়া হয়েছে।

ছেলেরা আবার চিৎকার করে উঠে। বিলু লাফিয়ে সরে ফজলুর অরেকটা কিল থেকে কোনমতে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়।

স্যার বললেন, স্কুল কমিটি ঠিক করেছে, এ বছর বিলুকে পোশাক বানানোর জন্যেও খরচ দেয়া হবে।

সবকিছু শুনে বিলু কিন্তু কমন যেন একটু বিষণ্ন হয়ে যায়। একটু পরে বলে, স্যার!

কি?

আপনি পোশাকের খরচ আর বৃত্তিটা আর কাউকে দিয়ে দেন!

স্যার সাথে সাথে বুঝতে পারলেন বিলু কি ভাবছে! সে ভাবছে তাকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে। স্যার বললেন, বিলু, তুই যা ভাবছিস এটা তা নয়! তোকে কেউ অনুগ্রহ করছে না।

সে জন্যে না স্যার।

তাহলে কি?

আমি আমার স্কুলের পোশাক কিনে নিয়েছি। বিলু এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলেই

www.MurchOna.com

ফেলল, পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে কিনেছি, অনেক সস্তায় হয়ে গেছে! জুতাও কিনেছি, চামড়ার জুতার অনেক দাম, তাই রবারের জুতা কিনেছি। কালো দেখে বোঝা যায় না চামড়া না রবার।

স্যারের মুখে হাসি ফুটে উঠে, নিজের টাকা দিয়ে কিনেছিস?

বিলুর মুখেও হাসি ফুটে উঠে, জ্বী স্যার।

চমৎকার! তাহলে তো হয়েই গেল! কিন্তু বৃত্তিটা নিবি না কেন?

বিলু কিছু না বলে মাথা নিচু করে থাকে, যদিও জিনিসটাকে বৃত্তি বলা হচ্ছে আসলে সেটি কি তার প্রতি একটু দয়া দেখানো নয়?

কি হল? কিছু একটা বল!

বিলু মাথা তুলে বলল, আমি ইলেকট্রিশিয়ান চাচার সাথে কথা বলে রেখেছি, যখন আবার স্কুলে যাব তখন ছুটির পর কাজ করব।

ইলেকট্রিশিয়ান জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে বলে রেখেছে। শুক্রবার করে দোকানটাতে বসতে পারে।

স্যার বললেন, বেশ, তোর যা ইচ্ছে করিস, এখনই কিছু বলার দরকার নেই, বাসায় গিয়ে ভেবে দ্যাখ, তোর বাবার সাথে কথা বলে দ্যাখ। আর শোন— স্যার একটু হেসে বললেন, কোনটা অনুগ্রহ আর কোনটা পুরস্কার গুলিয়ে ফেলিস না। দুটোতে অনেক পার্থক্য!

ফজলু বলল, স্যার —

কি?

ও যখন নিবে না, খামাখা সেধে কি হবে, আমাকে দিয়ে দেন স্যার!

সবাই হেসে উঠে, কণা বলল, তুই কি কৃতিত্বের কাজ করেছিস?

কেন? মনে নেই ইদু মিয়াকে কেমন টাইট দিলাম?

স্যার হেসে বললেন, ঠিক আছে, টাইট দেয়ার জন্যে যখন কোন বৃত্তি দেয়া হবে তোর নাম থাকবে প্রথমে!

স্যার আবার রইস খানের বাসার ঘটনা ওদের মুখে শুনেন।

অন্ধকার ঘরে ওদের ভয় দেখানো অংশটুকু ফজলু অভিনয় করে দেখাল, শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকে। রইস খান আর তার দলবল এখনো হাজতে আছে। জামিনের চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু জামিন দেয়া হবে না এধরনের একটা কথা শোনা যাচ্ছে। ওর বাসায় মাটির নিচে সেই গোপন ঘরে আরো একটি কংকাল পাওয়া গেছে, ওরা যদি বুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা না করত কংকালের সংখ্যা আরো বেড়ে যেতো কিনা সবাই সে সন্দেহ করছে। ঢাকা থেকে পুলিশের অনেক বড় বড় লোকজন এসেছে। সব মিলিয়ে খুব হৈচৈ। জলিল মিয়া পুলিশের কাছে সব কিছু স্বীকার করেছে, কোর্টে যখন কেস উঠবে, বিলু, ফজলু আর জীবনময়ের সাক্ষী দিতে হতে পারে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

জলিল মিয়া একজনকে নিজের হাতেই মেরেছে। জমি নিয়ে গোলমাল ছিল রইস খানের সাথে, রইস খানের কথায় তাই তাকে মেরে মেঝেতে পুঁতে দিয়েছিল। অন্যজন রইস খানের প্রথম স্ত্রী নূরুজ্জামানের মা। সেই খুনটা নাকি রইস খান তার ছেলের সামনে নিজেই করেছিল। সেই থেকে নাকি নূরুজ্জামান বদ্ধ পাগল। কাজেম আলী এখন হাসপাতালে, একটা হাত নাকি অচল হয়ে গেছে কিন্তু জানে বেঁচে যাবে। যে চর নিয়ে এত গোলমাল সেই চর যারা আবাদ করেছে তাদের পাকাপাকিভাবে দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সত্যি সত্যি সেটা হয়ে গেলে সেটা নিয়ে আর কেউ গোলমাল করতে পারবে না। রশীদ মিয়া নামের সেই খুনে লোকটা পলাতক। চরের লোকজন যেই মুহূর্তে খবর পেয়েছে রইস খানকে পুলিশে ধরেছে, সবাই মিলে নাকি রশীদ মিয়ার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আরশাদ মিয়া নামের সেই মাতবর স্যারের কাছে খবর পাঠিয়েছে। তারা ছাত্রদের দাওয়াত করে খাওয়াতে চায়। স্যার সময় জানালে তারা ব্যবস্থা করবে। গরু জবাই করে খাওয়ানোর ইচ্ছা। স্যার এখনো কিছু জানান নি। গ্রামের স্থানীয় পুলিশও হঠাৎ করে খুব চুপচাপ হয়ে গেছে। কাউকে কাউকে নাকি জবাবদিহি করতে হবে, ঢাকা থেকে লোকজন আসছে খোঁজখবর নেয়ার জন্যে।

বসে বসে অনেক গল্প হয়। গল্প করতে করতে বেলা পড়ে আসে। শরতের বিকেল, ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। কারো আর উঠার ইচ্ছে করে না। গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে বসে ছেলেরা স্যারের গল্প শুনে। কি সুন্দর গল্প করতে পারেন স্যার! গল্প থামিয়ে স্যার এক সময় জীবনময়ের দিকে তাকায়, কি রে জীবনময়, তুই আজ কোন কবিতা লিখিস নি?

জীবনময় একটু লজ্জা পেয়ে বলল, লিখেছি একটা।

বের কর্, পড়ে শোনা আমাদের।

জীবনময় পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে গলা কাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে—

আমরা নাকি লক্ষ্মীছাড়া ছেলে
দিনরাত্তির আমরা নাকি সময় কাটাই খেলে।
আমরা নাকি অকালপক্ক পাজী
সবাই নাকি যখন তখন দুষ্টুমিতে রাজি।
আমরা নাকি মাত্রা ছাড়া স্বাধীনতার ফল
আমরা নাকি দুষ্টু ছেলের দল!
কিন্তু শোন, আমার সবাই ঘুটঘুটে এক রাতে
শিকল পরাই নামকরা এক অত্যাচারীর হাতে,
অত্যাচারীর অত্যাচারে প্রাণের ছিল ভয়,
সর্বনাশা কাজের নেশা, সহজ মোটেই নয়।
শুনছে যারা বলছে ডেকে, সত্যি করে বল

www.MurchOna.com

তোরা না সেই দুষ্টু ছেলের দল?

কবিতা শেষ হতেই ছেলেরা হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠে। অনেকক্ষণ সময় নেয় শান্ত হতে, স্যার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন। ছেলেরা একটু শান্ত হতেই জীবনময়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, খুব সুন্দর লিখেছিস, জীবনময়। খুব সুন্দর।

জীবনময় একটু লজ্জা পেয়ে হাসে।

স্যার খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, কিন্তু তোরা তো সত্যি দুষ্টু ছেলের দল।

স্যারের কথাটা প্রমাণ করার জন্যে হয়তো সবাই আবার চিৎকার করে উঠে। এবারে আর থামার নাম নেই।

স্যার বসে বসে দেখেন।

www.MurchOna.com

Dushtu Dushto cheler Dol
by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com